উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

# উত্তরবঙ্গ সংবাদ

১৬ জুলাই পথে নামবেন মমতা » ৫

দিল্লিতে নিশানায় বাঙালিরা

শুধুমাত্র দিল্লিতেই বলপূর্বক উচ্ছেদের শিকার হয়েছেন ২.৭৮ লক্ষ মানুষ। সৌন্দর্যায়ন ও উন্নয়ন প্রকল্পের আড়ালে অঘোষিত যুদ্ধ শুরু হয়েছে। আর নিশানা হচ্ছেন বাংলা ভাষাভাষী মানুষ। » ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

| শিলিগুড়ি | | জলপাইগুড়ি | | কোচবিহার | | আলিপুরদুয়ার | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| সর্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্বোচ্চ | সর্বনিম্ন |
| ৩২° | ২৬° | ৩২° | ২৬° | ৩২° | ২৬° | ৩১° | ২৬° |

পাকিস্তান পরমাণু অস্ত্র ব্যবহারের কথা ভাবেনি » ৭

শিলিগুড়ি ২৯ আষাঢ় ১৪৩২ সোমবার ৫.০০ টাকা 14 July 2025 Monday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 57

## শ্মশান থেকে দেহ শিলিগুড়িতে ফেরাল পুলিশ

# স্বামীকে খুন বিহারে

পরকীয়ায় জড়িয়ে প্রেমিকের সঙ্গে মিলে স্বামীকে খুন করার অভিযোগ উঠেছিল উত্তরপ্রদেশের মুসকান রাস্তোগির বিরুদ্ধে। এবার একই ধরনের অভিযোগ উঠল শিলিগুড়িতে।

**শমিদীপ দত্ত**

**শিলিগুড়ি, ১৩ জুলাই :** উত্তরপ্রদেশের মুসকান রাস্তোগির কথা মনে আছে? পরকীয়ায় জড়িয়ে প্রেমিকের সঙ্গে মিলে স্বামীকে খুন করার অভিযোগ উঠেছিল তাঁর বিরুদ্ধে। মাসখানেক আগেই সব সংবাদমাধ্যমে ব্যাপক হইচই হয়েছিল মুসকানের ওই ঘটনাটে ঘিরে। এবার অনেকটা সেই ধাঁচেই পরকীয়া সম্পর্কের জন্য স্বামীকে খুন করার অভিযোগ উঠল শিলিগুড়িতে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ওই স্বামীর নাম পুতুল গুপ্ত (৩৮)। অভিযোগ, তাঁর স্ত্রী মনীষা গুপ্ত খুন করেছে পুতুলকে।

পুতুল ও মনীষা থাকতেন দার্জিলিং মোড়ে। তবে তাঁকে বিহারে নিয়ে গিয়ে খুন করার অভিযোগ উঠেছে মনীষার বিরুদ্ধে। মনীষার বাপের বাড়ি বিহারে। আরও অভিযোগ, খবর পেয়ে পুতুলের বাড়ির লোকজন বিহারে যাওয়ার আগেই স্বামীর দেহ জ্বালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে মনীষার পরিবার। শেষমেশ বিহার পুলিশের হস্তক্ষেপে দেহ নিয়ে শিলিগুড়িতে ফেরার পর মরদেহ নিয়ে বিক্ষোভে শামিল হন পুতুলের পরিবারের সদস্যরা। পুতুলদের বাড়ির উলটোপাশেই মনীষার প্রেমিকের দোকান। সেই দোকান ভাঙচুর করতে

*দার্জিলিং মোড়ে অন্যতম অভিযুক্তের দোকানের সামনে পুলিশি প্রহরা।*

**যা ঘটেছে**

- বেগুসরাইয়ের বাসিন্দা মনীষা গুপ্তকে বিয়ে করেন দার্জিলিং মোড় সংলগ্ন এলাকার পুতুল
- তাঁদের সন্তানও রয়েছে
- পুতুল ও মনীষা দার্জিলিং মোড়ে সবজির ব্যবসা করতেন
- উলটোদিকেই রয়েছে মনীষার প্রেমিকের র‍্যাশনের দোকান
- সেই দোকানে যাতায়াত থেকেই দুজনের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে

যান এলাকার বাসিন্দারা। আবার ওই দোকানের পেছনেই রয়েছে প্রেমিকের বাড়ি। ইতিমধ্যেই তিনি তাঁর পরিবার নিয়ে এলাকা ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছেন। এলাকায় নতুন করে যাতে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, সেকারণে পুলিশ পিকেট বসানো হয়েছে। এলাকার ওপর নজরদারি রাখা হচ্ছে বলে পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে।

প্রধাননগর থানার আইসি বাসুদেব সরকার বলেন, 'ওরা এখনও আমাদের কাছে আসেনি। শুনেছি, পরকীয়া সংক্রান্ত ঝামেলা ছিল। এলাকায় যাতে কোনও অশান্তি না হয়, সে ব্যাপারটা নিশ্চিত করতে আমাদের নজরদারি রয়েছে।'

পুতুলের বাবা রামবিলাস গুপ্ত জানালেন, বিহারের বেগুসরাইয়ের বাসিন্দা মনীষা গুপ্তকে বিয়ে করেন দার্জিলিং মোড় সংলগ্ন এলাকার পুতুল।তাঁদের সন্তানও রয়েছে।পুতুল ও মনীষা দার্জিলিং মোড়ে সবজির ব্যবসা করতেন। উলটোদিকেই রয়েছে মনীষার প্রেমিকের র‍্যাশনের দোকান। সেই দোকানে যাতায়াত থেকেই দুজনের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এভাবে চলতে চলতে পুতুল একসময় মনীষাকে হাতেনাতে পাকড়াও করে ফেলেন। তারপর মনীষা বেগুসরাইয়ে বাপের বাড়িতে চলে যান। পিছন পিছন যান সেই প্রেমিকও।

সপ্তাহখানেকেরও বেশি সময় ধরে বেগুসরাইয়ে থাকার পর মনীষা পুতুলের কাছে ফিরে আসেন। তবে পরকীয়ার বিষয়টি জানাজানি হওয়ার পর থেকে প্রতিবেশীরা তাঁকে কার্যত একঘরে করে রেখেছিলেন। এরপর মনীষা পুতুলকে নিয়ে বেগুসরাইয়ে চলে যান। সেখানে পৌঁছে মনীষা আবার পুতুলকে নিয়ে সালিশি সভা করেন বলে অভিযোগ।

*এরপর দশের পাতায়*

## উইনার্স, তোমার দেখা নাই রে...

**প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস**

**শিলিগুড়ি, ১৩ জুলাই :** হিলকার্ট রোডে একটি কোম্পানির শোরুমে কাজ করেন লেকটাউনের বাসিন্দা অঙ্কিতা সরকার। প্রতিদিন রাত ৯.৩০-১০টা বেজে যায় তাঁর কাজ শেষ হতে হতে। রাতের শহরে উইনার্স বাহিনীর টহলদারি দেখেছেন কখনও? এ প্রশ্নের জবাবে একটুও না ভেবে অঙ্কিতা বললেন, 'না দেখিনি।' তাঁর কথায়, 'বহুবছর ধরে কাজ করছি। রোজ টোটোয় করে বাড়ি ফিরি। বাড়ি ফেরা পর্যন্ত কখনও উইনার্স বাহিনী আমার নজরে পড়েনি। বর্তমানে আমাদের শহরে তো প্রতিদিন নানা ঘটনা ঘটছে। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে রাতে আমরা রাস্তায় কতটা সুরক্ষিত সেটা নিয়ে সত্যিই প্রশ্ন ওঠে।' ভয়ে ভয়ে থাকেন অঙ্কিতা। প্রতি রাতে বাড়ি ফেরার সময় সন্দেহের চোখে এদিক-ওদিক দেখতে থাকেন। বাড়ি না ফেরা পর্যন্ত তিনি নিজে যেমন ভয়ে থাকেন, অঙ্কিতার বাড়ির লোকজনও চিন্তায় থাকেন।

রাতের শিলিগুড়িতে মহিলারা আদৌ কতটা নিরাপদ সে নিয়ে বরাবরই উঠেছে প্রশ্ন। মহিলাদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে রাতের শহরে টহল দেওয়ার জন্য শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের পক্ষ থেকে একটি বিশেষ দল গঠন করা হয়েছিল উইনার্স বাহিনী নামে।

**আশঙ্কা বাড়ছে শিলিগুড়িতে**

মূলত রাতে শহরের বিভিন্ন স্থানে টহল দিয়ে মহিলাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার কথা তাদের। অথচ অভিযোগ, সেই উইনার্স বাহিনীকে এখন আর শহরের প্রধান প্রধান রাস্তাঘাটে খুব একটা দেখাই যায় না।

যদিও পুলিশ তো দাবি করছে, উইনার্স বাহিনী নাকি টহল দিচ্ছে। ডিসিপি (পূর্ব) রাকেশ সিং জোরের সঙ্গে বললেন, 'উইনার্স বাহিনী, পিঙ্ক মোবাইল ভ্যান সবসময় গোটা শহরজুড়ে টহলদারি করছে। মহিলাদের যে কোনও সমস্যায় তারা সবসময় পৌঁছাবে। তারা তাদের কাজ করছে।'

সম্প্রতি শহরে একের পর এক চুরি-ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে। এছাড়া রাতের শিলিগুড়িতে মেয়েদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তো ওঠেই। কখনও কোনও মহিলার গলা থেকে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে চেন, কখনও কাউকে কটূক্তি করা হচ্ছে। কোথাও বা চলছে মদ্যপদের উপদ্রব। সব ঘটনায় সব সময় থানায় অভিযোগ দায়ের করাও হয় না।

রাতের শহরে ইভটিজিং থেকে শুরু করে ছিনতাই, ঘটে যেতে পারে অনেককিছুই। উইনার্স বাহিনীকে দেখে সাহস পাওয়ার কথা মহিলাদের। শালুগাড়া, সেবক রোড, হিলকার্ট রোড, সেবক মোড় এলাকায় রয়েছে নানা দোকান, শোরুম, সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান। সেখানে কাজ করেন শহরের বিভিন্ন প্রান্তের মহিলারা। কাজ শেষ করে ফিরতে ফিরতে অনেকেরই রাত ৯.৩০-১০টা বেজে যায়। কারও কারও তো রাত ১১-১১.৩০টাও বেজে যায়। শালুগাড়া এলাকায় একটি বেসরকারি কোম্পানিতে কাজ করেন পৃথা সাহা। *এরপর দশের পাতায়*

তপ্ত দুপুরে শিলিগুড়িতে

*জীবন যেমন।। রবিবার ছবিটি তুলেছেন সূত্রধর।*

# রাজ্যসভায় মনোনীত শ্রিংলার নজরে উত্তর

## সমস্যা সমাধানের আশায় বুক বাঁধছে পাহাড়

**নবনীতা মণ্ডল ও রণজিৎ ঘোষ**

**নয়াদিল্লি ও শিলিগুড়ি, ১৩ জুলাই :** লোকসভা নির্বাচনে শেষপর্যন্ত টিকিট না পেলেও রাজ্যসভা সাংসদ হয়ে গেলেন দার্জিলিংয়ের ভূমিপুত্র হর্ষবর্ধন শ্রিংলা। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু রবিবার যে চারজনকে রাজ্যসভায় মনোনীত করেছেন, শ্রিংলা তাঁদের অন্যতম। রাজ্যসভা সদস্যদের সারা দেশেই কাজ করার অধিকার থাকলেও শ্রিংলার কিন্তু প্রথম থেকেই ফোকাস উত্তরবঙ্গ। আরও ভালো করে বললে তাঁর নজরে দার্জিলিং পাহাড়।

মনোনীত হওয়ার খবর পাওয়ার পর হর্ষবর্ধন বলেন, 'কেন্দ্রীয় সরকার আমাকে যেভাবে কাজে লাগাবে, সেভাবেই কাজ করব। আমি বরাবর পাহাড় সহ গোটা উত্তরবঙ্গের কথা ভেবেছি। এই অঞ্চলের জন্য আগামীতেও কাজ করে যাব। বিশেষ করে পাহাড়ের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করা ও বেকারত্ব দূর করার কথা ভাবব।'

তিনি দার্জিলিংয়ের কৃতী সন্তান, দেশের প্রাক্তন দাপুটে আমলা। রাজ্যসভায় তাঁর মনোনয়নে পাহাড়ের উন্নয়ন গতি পাবে বলে আশা করছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সেখানকার বাসিন্দারা। তাঁকে মন্ত্রী করা হতে পারে বলে মনে করছে পাহাড়। জিটিএ'র শাসকদল ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চার মুখপাত্র শক্তিপ্রসাদ শর্মা বলেন, 'শ্রিংলা রাজ্যসভার সদস্য হওয়ায় আমাদেরই উপকার হবে। উনি প্রধানমন্ত্রী সহ অন্য গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রীয়

*হর্ষবর্ধন শ্রিংলা।*

মন্ত্রীদের ঘনিষ্ঠ হওয়ায় পাহাড়ের জন্য উন্নয়ন প্যাকেজ আসতে পারে।'

শ্রিংলার হাত ধরে পাহাড়ে উন্নয়নের আশা করছেন ইন্ডিয়ান গোর্খা জনশক্তি ফ্রন্টের আহ্বায়ক অজয় এডওয়ার্ডও। যদিও পাহাড়ের এখনকার সবচেয়ে বড় দাবি- স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধান। এজন্য বেশ কয়েকবার ত্রিপাক্ষিক বৈঠক হলেও সমস্যার জট কাটেনি। অথচ এই সমাধানের আশ্বাস দিয়ে বারবার লোকসভা নির্বাচনে দার্জিলিং কেন্দ্র থেকে বিজেপি জিতেছে।

পাহাড়ের সমস্যার সেই রাজনৈতিক সমাধানের লক্ষ্যে তিনি এগোবেন কি না, জানতে চাইলে হর্ষবর্ধন অবশ্য স্পষ্ট করে কিছু বলেননি। সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করেন, 'সাংসদ হিসাবে সুযোগ পেলেই বিষয়টি দেখব।' ওই সমস্যাটি এখন পাহাড়ে বিজেপির কাঁটা হয়ে উঠেছে। বিজেপির ওপর আস্থা কমছে পাহাড়ের। এই পরিপ্রেক্ষিতে পাহাড়ের ভূমিপুত্র তথা বর্ষীয়ান প্রাক্তন কূটনীতিককে রাজ্যসভায় মনোনীত করাকে নিছক সম্মান প্রদর্শন নয়, ভারত সরকারের পরিকল্পিত কৌশল বলে মনে করা হচ্ছে।

পাহাড়ের প্রতি তাঁর টান যেমন আছে, তেমনই তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ঘনিষ্ঠ ও আস্থাভাজন ছিলেন বরাবর। তাঁকে রাষ্ট্রপতি মনোনীত করার পর নরেন্দ্র মোদি এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, 'কূটনীতিক, বুদ্ধিজীবী এবং কৌশলগত চিন্তাবিদ হিসেবে অত্যন্ত দক্ষ হর্ষবর্ধন শ্রিংলা। ওঁর উপস্থিতিতে সংসদীয় প্রক্রিয়া আরও সমৃদ্ধ হবে।'

*এরপর দশের পাতায়*

**সময়ের কথা**

## তেভাগার উত্তরবঙ্গে দুর্নীতির রাজনীতি

**সঞ্জয় রায়**

'ও বৈদেশা বন্ধু রে, মোর সোনা বন্ধু রে/ একবার উত্তর বাংলায় আসিয়া যান, হামার জাগাটা দেখিয়া যান.....' ধনেশ্বর রায় রচিত ও সুরারোপিত ওই লোকগানটি উত্তরবঙ্গ সম্পর্কে বিশ্ববাসীকে অন্যভাবে ভাবায়। কেন উত্তরবঙ্গ অন্য জায়গার থেকে আলাদা তা গানের ছত্রে ছত্রে ফুটে উঠেছে। উত্তরবঙ্গের আবেগ, অনুভূতি, ভালোবাসার কথা শব্দের ছকে বেঁধে দিয়েছেন ধনেশ্বর। সেই চেনা উত্তরবঙ্গকে আমরা হারিয়ে ফেলেছি। বাংলার অন্য অংশের সঙ্গে উত্তরবঙ্গ এখন রাজনৈতিক মদতপুষ্ট হিংসায় জরাজীর্ণ। এই অবক্ষয় বুকে হাহাকার তোলে। তবুও আমরা নীরব দর্শকের মতো পদলেহনকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হই বারবার।

শুধু বাংলার উত্তর অংশ নয়, অবক্ষয়ের এই ছবি গোটা রাজ্যের, বলা ভালো গোটা দেশেরও। সমাজবিজ্ঞানীরা রাজনীতি বলতে বোঝেন- এক সুস্থ-সুন্দর সমাজ গড়ার জন্য এক সম্মিলিত-সংগঠিত প্রয়াস, যেখানে মানুষ ক্ষুদ্র নিজ স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে দেশ এবং সমাজ গড়ার কাজে নিজেদের নিয়োজিত করবে। এ রাজনীতির ইতিহাস আমাদের দেশেই আছে। যেখানে, প্রকৃত নেতাগণ ব্যক্তিস্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে দেশ স্বাধীন করেছেন, স্বাধীন দেশ গড়ার কাজে নিজেদের নিয়োজিত করেছেন, অন্যায়-অবিচার-শোষণ-বঞ্চনা দেখলে তার প্রতিবাদ করেছেন, গণ আন্দোলন গড়ে তুলেছেন, জেল খেটেছেন, এমনকি প্রাণ দিয়েছেন। এই উত্তরবঙ্গে মানুষ ব্যাপকহারে স্বাধীনতা আন্দোলন, তেভাগা আন্দোলন, শ্রেণি সংগ্রাম, ভূমিসংস্কার আন্দোলন, চা বাগান শ্রমিকদের আন্দোলনে অংশ নিয়ে সুস্থ রাজনীতির সাক্ষ্য রেখেছেন। এখনও নিশ্চয়ই অনেক আদর্শবাদী মানুষ আছেন যাঁরা সুস্থ রাজনীতির পক্ষে, কিন্তু তাঁরা একেবারে সংখ্যালঘু, কোণঠাসা।

*এরপর দশের পাতায়*

# এনআরসি নিয়ে রাজনীতির অভিযোগ

**সায়নদীপ ভট্টাচার্য**

**বক্সিরহাট, ১৩ জুলাই :** উত্তমকুমার ব্রজবাসীর এনআরসি-ভোগান্তি এখন তৃণমূলের রাজনৈতিক অস্ত্র। বর্তমানে এনআরসি নিয়ে রাজনীতির বাজার 'গরম' বুঝতে পেরে খুঁজে পেতে আরেক 'ভোগান্তির শিকার' বের করে ফেলে কোচবিহারের তৃণমূল নেতৃত্ব। তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের ঝাউকুঠির বাসিন্দা আরতি ঘোষের নাম অসম সরকার নাগরিকদের তালিকায় তোলেনি বলে হইচই করতে শুরু করে তৃণমূল। সরব হন দলের জেলা সভাপতি। ফেসবুকে এব্যাপারে ক্ষোভপ্রকাশ করে পোস্ট করেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ। এপর্যন্ত সব ঠিকই ছিল। গোল বাধে তখনই, যখন আরতি নিজে সাফ জানিয়ে দেন অসমে নাগরিকত্ব না পাওয়া নিয়ে কোনও সমস্যা নেই তাঁর। কেউ তাঁকে সেখান থেকে তাড়িয়ে দেয়নি। বরং এরাজ্যের প্রশাসনিক গাফিলতিতেই তিনি অসমে নাগরিকত্ব পাননি।

বছর ত্রিশ আগে আরতি ঘোষের সঙ্গে বিয়ে হয় অসমের বরপেটার বাসিন্দা মনোজকান্তি গোপের। অসমের ভোটার তালিকায় নাম ওঠে আরতির। ২০১৮ সালে অসমে নাগরিকত্বের জন্য শুরু হয় আবেদনপত্র গ্রহণ। নাগরিকত্ব পেতে অসমে দু-দু'বার আবেদন করেও তাতে নাম ওঠেনি আরতির। যদিও সেই তালিকায় নাম উঠে যায় তাঁর স্বামী সহ মেয়ের। তবে অসমে নাগরিকত্বের তালিকায় নাম না থাকার জন্য কোনও নোটিশ ধরানো হয়নি তাঁকে।

এদিকে, তালিকায় বক্সিরহাটের মেয়ে আরতি ঘোষের নাম না থাকার ইস্যুকে ঘিরে বিভ্রান্তিকর প্রচার করার অভিযোগ উঠেছে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। রবিবার হঠাৎ সোশ্যাল মিডিয়ায় এব্যাপারে পোস্ট করেন তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক। লেখেন, 'অসম সরকার আরতিকে বিদেশি বা অনুপ্রবেশকারী আখ্যা দিয়ে এনআরসি

*বক্সিরহাটে আরতি ঘোষের বাড়িতে তৃণমূলের জেলা সভাপতি।*

তালিকা থেকে তাঁর নাম বাদ দেয়। এর ফলে তাঁকে তাঁর শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে আবার বক্সিরহাটে ফিরে আসতে হয়। এনআরসিতে নাম তোলার আবেদন বাতিল হওয়ার ফলে অসমে হয়রানির শিকার হওয়া বহু উদাহরণের মধ্যে একজন আরতি ঘোষ।'

*এরপর দশের পাতায়*

# দুর্ঘটনায় মৃত বাবা-ছেলে, আহত মা

*মর্মান্তিক।। দুর্ঘটনার পর। সিঙ্গিঝোরা চা বাগানের সামনে রবিবার।*

**খোকন সাহা**

**বাগডোগরা, ১৩ জুলাই :** রবিবার বিকেলে পুজো দিয়ে ফেরার পথে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল বাবা ও ছেলের। সেইসঙ্গে গুরুতর জখম হয়েছেন সেই কিশোরের মা। তাঁরা তিনজনেই একটি স্কুটারে চেপে যাচ্ছিলেন। সেই স্কুটারটিকে ধাক্কা মারে একটি ছোট গাড়ি। দুর্ঘটনায় সেই ছোট গাড়ির চালকও জখম হয়েছেন। পথ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বাগডোগরার অদূরে সিঙ্গিঝোরা চা বাগানের সামনে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতদের নাম মনবাহাদুর তামাং (৪৬) ও ওয়াংগেল তামাং (১৩)। মনবাহাদুর ও ওয়াংগেল সম্পর্কে বাবা এবং ছেলে। আর জখম হয়েছেন সুষমা তামাং (৪১) ও সুশান্তকুমার দাস। সুষমা মনবাহাদুরের স্ত্রী, ওয়াংগেলের মা। আর সুশান্ত সেই ছোট গাড়ির চালক। জখমদের দুজনের অবস্থাই আশঙ্কাজনক। মনবাহাদুর, ওয়াংগেল ও সুষমার বাড়ি বাগডোগরার অদূরে এমএম তরাই গ্রামে। আর সুশান্তর বাড়ি বাগডোগরায়।

পুলিশ সূত্রে ও প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনা থেকে জানা গিয়েছে, এদিন স্কুটারে চেপে বাবা-মা এবং ছেলে পুজো দিয়ে বাগডোগরার দিকে আসছিলেন। আর সেই ছোট গাড়িটিও নকশালবাড়ির দিক থেকে বাগডোগরার দিকে আসছিল। ছোট গাড়িটি স্কুটারের পিছনে ধাক্কা দেয়। জানিয়েছেন স্থানীয়রা। ছোট গাড়িটির তীব্র গতি থাকায় স্কুটার এবং ছোট গাড়ি দুটোই দুমড়ে-মুচড়ে যায় এবং সড়কের পাশের নয়ানজুলিতে পড়ে যায়। খবর পেয়ে বাগডোগরা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধারকাজে হাত লাগায়। এলাকার লোকজনও সেই উদ্ধারকাজে হাত লাগান।

*এরপর দশের পাতায়*

# রাতে দু'দফায় বৃষ্টিতে নামল পারদ

**সানি সরকার**

**শিলিগুড়ি, ১৩ জুলাই :** রবি সন্ধ্যায় ইসলামপুরের আকাশ থেকে যখন বৃষ্টি ঝরল, তখন প্রায় ৭০ কিলোমিটার দূরের শিলিগুড়ির আকাশ স্বচ্ছ নীল। বিকেলে যখন বৃষ্টি নামল মালদায়, তখন বালুরঘাটের আকাশে হালকা মেঘের আস্তরণ। পরবর্তীতে বালুরঘাট, মালদায় তেড়ে বৃষ্টি নামে। বজ্রপাত সহ বৃষ্টি নামে রায়গঞ্জ, জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ির মতো বিভিন্ন জায়গায়। তবে বর্ষাকাল হলেও রবিবাসরীয় ছুটির দিনটি বৃষ্টিতে নয়, পণ্ড হয়েছে দিনভরের চড়া রোদ ও ঘাম-জলে। যে কারণেই মালদার গঙ্গা থেকে কোচবিহারের সংকোশ, মাঝের জনপদে এখন একটাই প্রশ্ন, 'টানা ভারী বৃষ্টি কবে'?

'বৃষ্টি শুধু তোমাকে চাই', -উত্তরের এখন এটাই ক্যাচলাইন। নানান চাওয়া-পাওয়াকে দূরে রেখে, আলিপুরদুয়ার থেকে মালদা, বালুরঘাট থেকে কালিম্পং, প্রতিটি শহর এবং গ্রাম চাইছে বৃষ্টি। বজ্রগর্ভ মেঘের গর্ভে জন্ম নেওয়া একপশলা বৃষ্টি নয়, বর্ষার বর্ষণ চাইছে প্রতিটি জনপদ। যে জলে খাল-বিল-পুকুর হবে জলে পরিপূর্ণ, নদী পাবে বর্ষার গতি। সবুজের শ্বাস থাকবে পথের দু'ধারে। সেই চেনা বর্ষার বৃষ্টির জন্য অপেক্ষা করতে হবে আরও কয়েকদিন, মৌসুমি অক্ষরেখার অবস্থান পরিবর্তনের জন্য। স্বাভাবিক অবস্থান থেকে মৌসুমি অক্ষরেখা এখন ঢলে রয়েছে দক্ষিণে। আকাশের যা মতিগতি, তাতে অক্ষরেখাটির উত্তরে সরে আসার ক্ষেত্রে আরও দিন কয়েক লাগবে। আবহাওয়া দপ্তরের সিকিমের কেন্দ্রীয় অধিকর্তা গোপীনাথ রাহা বলছেন, 'ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ১৯ জুলাইয়ের পর। মৌসুমি অক্ষরেখার অবস্থানের পরিবর্তন ঘটলে সেক্ষেত্রে টানা

*এরপর দশের পাতায়*

**দিনভর উত্তাপ**

- স্বাভাবিক তাপমাত্রার থেকে অনুভূতিটা বেশি হওয়ায় বাড়ছে অস্বস্তি
- বাতাসে কিছুটা জলীয় বাষ্প থাকাতেই এমন চরম পরিস্থিতি
- বজ্রগর্ভ মেঘ থেকে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হলেও, ঠান্ডা হচ্ছে না পরিবেশ
- শ্রাবণের শুরুতে উত্তরে ঘুরতে পারে মৌসুমি অক্ষরেখা

# হয়নি সেতু, বর্ষায় খাঁড়ি সাঁতরে পারাপার

**জয়ন্ত সরকার ও পঙ্কজ মহন্ত**

**গঙ্গারামপুর ও বালুরঘাট, ১৩ জুলাই :** গ্রামের বড় খাঁড়িতে সাঁতার কেটেই বাসিন্দাদের হাটে বাজার করতে যেতে হয়। পারাপারের কোনও ব্যবস্থা করা হয়নি। একাধিক জায়গায় জানিয়েও সুরাহা হয়নি। এমনকি বাজারে যেতে সেই সাঁতার কেটেই পার হতে গিয়ে মৃত্যু হয় আদিবাসী তরুণের। সুরাহা চেয়ে চলতি মাসের ৪ তারিখে জেলা শাসকের দ্বারস্থ হয়েছিলেন গঙ্গারামপুর ব্লকের জাহাঙ্গিরপুর অঞ্চলের লক্ষ্মীরামপাড়ার বাসিন্দারা।

বর্ষায় জল থইথই খাঁড়ি। গ্রামবাসী সেই খাঁড়ি পার করে বিভিন্ন কাজে শিববাড়ি এলাকায় যান। কিন্তু সেই খাঁড়ি দিয়ে যাতায়াতের কোনও মাধ্যম এখনও পর্যন্ত গড়ে ওঠেনি। গ্রামের ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার জন্য স্কুলে যেতেও নিত্যদিন হয়রানির শিকার হতে হয়। ঘুরপথে স্কুলে যেতে হয়। জাহাঙ্গিরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কাশিমপুর মৌজায় লক্ষ্মীরামপাড়ায় মূলত তপশিলি উপজাতিদের বসবাস। খাঁড়ির ওপারে শিববাড়িহাট। যেখানে বাজার করতে যেতে সাঁতার কেটে পার হতে হয় বাসিন্দাদের।

এলাকাবাসী ভরত মুর্মু বলেন, 'বর্ষায় ওই খাঁড়ির জল বেড়ে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়। র‍্যাশন ও খাদ্যসামগ্রী পেতে আমাদের হয়রান হতে হয়। কারণ ওই খাঁড়ি পারাপারের কোনও ব্যবস্থা নেই।' একই কথা মঙ্গলি টুডুরও। জানান, সেতু না হলে আন্দোলনে নামবেন তাঁরা।

অনুপমা রায়ের কথায়, 'কাশিমপুর ও লক্ষ্মীরামপাড়ার মাঝে খাঁড়িতে কোনও ব্রিজ নেই। তাই বর্ষায় আমাদের চলাচলে খুব সমস্যায় পড়তে হয়। বর্ষার সময় হয় সাঁতরে, কিংবা কলা গাছের ভেলায় করে আমাদের যাতায়াত করতে হয়। এই খাঁড়িতে একটা ব্রিজের খুব প্রয়োজন।'

সমস্যা প্রসঙ্গে জাহাঙ্গিরপুর অঞ্চলের প্রধান শর্মিলা রায় বলেন, 'আমাদের কাছে এই সমস্যার বিষয়ে কোনও অভিযোগ জমা পড়েনি। তবে ওই এলাকায় যাতায়াতের একটা সমস্যা রয়েছে। জেলা থেকে কাজটি করার কথা শুনেছিলাম।'

বিজেপির দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা সহ সভাপতি প্রদীপ সরকার তৃণমূল সরকারকে কটাক্ষ করে বলেন, 'তৃণমূলের উন্নয়ন মানেই মিথ্যার একটা ফাঁদ। শুধু ওই গ্রাম কেন? এরকম রাস্তাঘাটের সমস্যা বহু জায়গায় রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র প্রায় এই ধরনের চিত্র। কেন্দ্রীয় সরকারের সমস্ত প্রকল্পের টাকা এরা লুটপাট করে খেয়ে ফেলেছে। গ্রামীণ উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে প্রচুর টাকা এসেছে। কিন্তু এরা কোনও কাজ করেনি। এদের কাজই হল কেন্দ্র থেকে টাকা আসবে, আর এরা সেই টাকা মেরে খাবে।'

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পরিষদের সদস্য মৃণাল সরকারের কথায়, 'এর আগে আমরা একটা এস্টিমেট করেছিলাম, ব্রিজ করতে ৫-৬ কোটি টাকা লাগবে। এইজন্য আমরা বিধায়ক এবং উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের কাছে ইতিমধ্যেই প্রস্তাব পাঠিয়েছি। সম্ভবত আগামী অর্থবর্ষে এটি অ্যাপ্রুভ হবে।'

## সমগ্র শিক্ষা মিশনের প্রকল্পে তৃতীয় স্থানে শিলিগুড়ি

# গাছ রোপণে প্রথম কোচবিহার

**গৌরহরি দাস**

**কোচবিহার, ১৩ জুলাই :** সমগ্র শিক্ষা মিশনের নির্দেশ অনুযায়ী 'এক পেড় মা কে নাম' প্রকল্পে স্কুলে গাছ লাগানোয় রাজ্যে প্রথম স্থান পেল কোচবিহার জেলা। তবে শুধু প্রথম হওয়াই নয়, শিক্ষা দপ্তরের পরিসংখ্যানে দেখা গিয়েছে, এই প্রকল্পে গোটা রাজ্যের বাকি ২৫টি জেলার স্কুলগুলি সবমিলিয়ে যে পরিমাণ গাছ লাগিয়েছে, কোচবিহার জেলাই তার থেকেও প্রায় ৬০০ গাছ বেশি লাগিয়েছে। আর এই তথ্য সামনে আসতেই সম্প্রতি রাজ্যের শিক্ষামহলে জোর গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়ে। তার সঙ্গে প্রশ্ন উঠেছে, কোচবিহার এভাবে সরকারি নির্দেশিকা পালন করতে পারলেও রাজ্যের বাকি জেলাগুলির ক্ষেত্রে শিক্ষা দপ্তর বিষয়টি সেভাবে কার্যকরী করতে পারল না কেন? এনিয়ে কোচবিহার জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) সমরচন্দ্র মণ্ডল বলেন, 'রাজ্য সমগ্র শিক্ষা মিশনের নির্দেশে 'এক পেড় মা কে নাম' কর্মসূচিতে গাছ লাগানোয় গোটা রাজ্যে আমরা প্রথম হয়েছি। এতে আমাদের খুবই ভালো লাগছে।'

অন্যদিকে গোটা বিষয়টি নিয়ে কোচবিহার জেলা সমগ্র শিক্ষা মিশনের ডিস্ট্রিক্ট এডুকেশন অফিসার মহাদেব শৈব উচ্ছ্বসিত। তিনি বলেন, ''পড়ুয়াদের গাছ লাগানোর এই প্রকল্পে জেলায় স্কুলগুলির থেকে আমরা অভূতপূর্ব সাড়া পেয়েছি। সেকারণে আমরা ভালো ফল করতে পেরেছি। এতে আমাদের খুবই ভালো লাগছে। 'এক পেড় মা কে নাম' কর্মসূচিতে আমরা সম্পূর্ণ সফল।'' শিক্ষা দপ্তরের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ওই প্রকল্পে কোচবিহার জেলার মোট ৯৫৬টি স্কুল অংশ নিয়েছে। জেলার সব স্কুল মিলে মোট ১৩ হাজার ১৭৩টি গাছ লাগিয়েছে।

নির্ধারিত সময়ে রাজ্যের বাকি ২৫টি জেলা সবমিলিয়ে গাছ লাগিয়েছে মাত্র ১২ হাজার ৫৬৩টি। প্রকল্পে দ্বিতীয় হয়েছে বীরভূম। ওই জেলার ৫৩৯টি স্কুল মোট ২১৩১টি গাছ লাগিয়েছে। এছাড়া তৃতীয় হয়েছে শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলা। সেখানকার ২৪২টি স্কুল মোট ১৫৭১টি গাছ লাগিয়েছে। যদিও রাজ্যের বিভিন্ন জেলার স্কুল নির্ধারিত সময়সীমার পরেও গাছ লাগিয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

বর্তমানে পরিবেশে যথেচ্ছ হারে গাছ কাটার ফলে বিশ্ব ক্রমশ উষ্ণায়নের পথে এগিয়ে চলেছে। এর ফলে বন্যা, ভূমিকম্পের মতো বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগও বাড়ছে পাল্লা দিয়ে। পশ্চিমবঙ্গও তার ব্যতিক্রম নয়। এই অবস্থায় পশ্চিমবঙ্গ সমগ্র শিক্ষা মিশনের তরফে গত ৩০ জুন রাজ্যের প্রতিটি জেলার সমস্ত প্রাথমিক, উচ্চপ্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্কুলে একটি নির্দেশ পাঠানো হয়। তাতে বলা হয়েছিল, ১ থেকে ৭ জুলাই-এর মধ্যে প্রতিটি স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের ন্যূনতম ৩০টি করে গাছ লাগাতে হবে। পড়ুয়ারা গাছ লাগাবে নিজেদের মা-এর নামে। গাছ যে শুধু স্কুলেই লাগাতে হবে এমনটাই নয়, স্কুলের পাশাপাশি নিজেদের বাড়িতে কিংবা স্কুলের সামনে বা সরকারি কোনও ফাঁকা জায়গায় তারা গাছ লাগাতে পারবে। পাশাপাশি গাছ লাগানোয় পড়ুয়াদের উৎসাহ বাড়াতে গাছ লাগানোর পর সেলফি তুলে একটি নির্দিষ্ট সরকারি পোর্টালে আপলোডও করতে বলা হয়েছে। ছবি আপলোড করার সঙ্গে সঙ্গেই ছাত্রছাত্রীরা সার্টিফিকেট পাচ্ছে।



**জেলার সাফল্য**

- কোচবিহার জেলার সব স্কুল মিলে মোট ১৩ হাজার ১৭৩টি গাছ লাগানো হয়েছে
- নির্ধারিত সময়ে রাজ্যের বাকি ২৫টি জেলা সবমিলিয়ে গাছ লাগিয়েছে মাত্র ১২ হাজার ৫৬৩টি
- প্রকল্পে দ্বিতীয় হয়েছে বীরভূম, সেখানে ৫৩৯টি স্কুল মিলে মোট ২ হাজার ১৩১টি গাছ লাগানো হয়েছে
- ২৪২টি স্কুল মোট ১ হাজার ৫৭১টি গাছ লাগিয়ে তৃতীয় স্থান পেয়েছে শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলা

> পড়ুয়াদের গাছ লাগানোর এই প্রকল্পে জেলায় স্কুলগুলি থেকে আমরা অভূতপূর্ব সাড়া পেয়েছি। সেকারণে আমরা ভালো ফল করতে পেরেছি। এতে খুবই ভালো লাগছে। 'এক পেড় মা কে নাম' কর্মসূচিতে আমরা সফল।
>
> **- মহাদেব শৈব**
> *ডিস্ট্রিক্ট এডুকেশন অফিসার*
> *কোচবিহার জেলা সমগ্র শিক্ষা মিশন*

## বন্ধ্যাত্ব ঠেকাতে গবেষণা আলিপুরদুয়ারের চিকিৎসকের

**দামিনী সাহা**

**আলিপুরদুয়ার, ১৩ জুলাই :** বন্ধ্যাত্ব নিয়ে বিশ্বজুড়ে বাড়ছে উদ্বেগ। আর সেবিষয়ে সম্প্রতি প্যারিসে অনুষ্ঠিত ইউরোপীয় সোসাইটি অফ হিউম্যান রিপ্রোডাকশন অ্যান্ড এমব্রিয়োলজি-র বার্ষিক সম্মেলনে ভারতের নিজের গবেষণা উপস্থাপন করলেন আলিপুরদুয়ারের বিশিষ্ট স্ত্রীরোগবিশেষজ্ঞ ডাঃ দেবযানী সেনশর্মা। তাঁর আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল বন্ধ্যাত্ব রুখতে এক নতুন সম্ভাবনাময় উপাদান এনএমএন (নিকোটিনামাইড মনোনিউক্লিওটাইড) নামক একটি অণুর কথা। দেবযানীর গবেষণাপত্রে ডিম্বাণুর ঘাটতির সমস্যার সম্মুখীন হওয়া বন্ধ্যা মহিলাদের ক্ষেত্রে প্রজনন সম্ভাবনা পুনর্জীবিত করার একটি নতুন আশার কথা তুলে ধরা হয়েছে। এমনকি এব্যাপারে আলিপুরদুয়ারে বন্ধ্যাত্বের সমস্যা রয়েছে এমন ৫০ জন মহিলার ওপর একটি প্রাথমিক সমীক্ষাও চালান দেবযানী। গবেষণাটি আন্তর্জাতিক মহলে প্রশংসিতও হয়েছে। এছাড়া প্যারিসে আয়োজিত এই সম্মেলনে ইউরোপ এবং দক্ষিণ আমেরিকার বহু খ্যাতনামা চিকিৎসক ও গবেষক অংশগ্রহণ করেছিলেন।

এই প্রসঙ্গে দেবযানী বলেন, 'ভারতে ওই বিশেষ অণুর ওপর এখনও খুব সীমিত পরিমাণ গবেষণা হয়। কিন্তু আমরা আলিপুরদুয়ারে বন্ধ্যাত্বের সমস্যা রয়েছে এমন ৫০ জন মহিলার ওপর একটি প্রাথমিক সমীক্ষা চালাই। তাঁদের মধ্যে ২৫




জনকে নিয়মিত এনএমএন দেওয়া হয়েছিল। সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, প্রায় ৪৮ শতাংশ মহিলা এক থেকে তিন মাসের মধ্যেই গর্ভধারণ করেন এবং পরে সুস্থ সন্তানের জন্ম দেন।' তিনি আরও জানান, এই চিকিৎসাপদ্ধতির কোনও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই এবং এর খরচও তুলনামূলকভাবে কম। প্রচলিত আইভিএফ পদ্ধতির তুলনায় এটি সহজ পদ্ধতি। বিশেষ করে যাঁদের ডিম্বাণুর সংখ্যা কমে গিয়েছে বা যাঁদের বারবার গর্ভপাত হয়েছে তাঁদের ক্ষেত্রেও এটি কার্যকরী বলে প্রমাণিত হয়েছে। ইতিমধ্যেই ইউরোপের একাধিক দেশ এবং ব্রাজিল সহ দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন দেশ ওই অণুর উপকারিতা নিয়ে যথেষ্ট আগ্রহ দেখিয়েছে। সম্মেলনের অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে দেবযানী বলেন, 'আন্তর্জাতিক স্তরে ভারত তথা আলিপুরদুয়ারের প্রতিনিধিত্ব করতে পেরে আমি গর্বিত। আগামীদিনে বৃহত্তর পরিসরে এই গবেষণাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই।'



*পারাপার।। বালুরঘাটের পাগলিগঞ্জে আত্রেয়ী নদীতে রবিবার ছবিটি তুলেছেন মাজিদুর সরদার।*

## 'আত্মঘাতী' বধূ, স্বামীকে গণপিটুনি

**রায়গঞ্জ, ১৩ জুলাই :** পারিবারিক অশান্তির জেরে রবিবার চলন্ত ট্রেনের সামনে ঝাঁপ দিলেন এক বধূ। মৃতার নাম শ্রাবণী দাস (৩০)। তাঁর বাড়ি রায়গঞ্জ থানার সুভাষগঞ্জের দাসপাড়ায়। এই ঘটনায় গ্রামবাসীরা মৃতের স্বামী সোনা কর্মকারকে বিদ্যুতের খুঁটিতে বেঁধে গণপিটুনি দিলেন। পরে পুলিশ এসে ওই ব্যক্তিকে আটক করে নিয়ে যায়। দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

প্রায় ১৫ বছর আগে বিয়ে হয়েছিল সোনা ও শ্রাবণীর। তাঁদের এক সন্তান রয়েছে। অভিযোগ, বিয়ের কয়েক বছর পর থেকে শ্রাবণীকে প্রায়ই মারধর করতেন সোনা। বিষয়টি স্থানীয়রাও জানতেন বলে দাবি করছেন। রবিবারও দুজনের মধ্যে ব্যাপক ঝামেলা হয়। এরপর বাড়ি থেকে বেরিয়ে নিকটবর্তী রেললাইনে গিয়ে তেলতা-রাধিকাপুরগামী ডিইএমইউ প্যাসেঞ্জার ট্রেনের সামনে ঝাঁপ দেন শ্রাবণী।

মৃতার কাকা ফটিকচন্দ্র দাস বলেন, 'ওরা প্রেম করে বিয়ে করেছিল। তা সত্ত্বেও সোনা দীর্ঘদিন ধরে শ্রাবণীর ওপর অত্যাচার করত। কোনও কাজকর্ম করত না। শ্রাবণীর টিউশনের টাকায় সংসার চলত।' তিনি আরও অভিযোগ করেন, 'রবিবার শ্রাবণীর গায়ে আগুন লাগিয়ে মারধর করে সোনা। তারপর এই ঘটনা ঘটে।' মৃতার মা বুলি দাসের বক্তব্য, 'আমার মেয়ে শারীরিক ও মানসিক অত্যাচারের শিকার। বহুবার বারণ করেছি। কোনও লাভ হয়নি। আমরা ওর চরম শাস্তি চাই।'

অভিযুক্তের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রতিনিধি রানা রক্ষিত।

# স্বাবলম্বী হওয়ার পথে বনছায়া বস্তি

## হোমস্টে গড়তে উৎসাহ বাসিন্দাদের

**সমীর দাস**

**কালচিনি, ১৩ জুলাই :** এতদিন কালচিনি ব্লকে পর্যটকদের ডেস্টিনেশন মূলত ছিল বক্সা পাহাড় ও জয়ন্তীই। তবে এই দুই এলাকায় আদালতের নির্দেশে আপাতত পর্যটকদের রাত্রিনিবাস বন্ধ। তাই পর্যটকদের জন্য নতুন ডেস্টিনেশন তৈরির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে আলিপুরদুয়ার জেলা প্রশাসনের তরফে। এছাড়াও ওই বস্তির বাসিন্দারা যাতে স্বাবলম্বী হতে পারেন তার জন্য সবরকম চেষ্টা চালাচ্ছে আলিপুরদুয়ার জেলা প্রশাসন। কালচিনি ব্লক সদর থেকে প্রায় ১৫ কিলোমিটার দূরে ভাটপাড়া চা বাগান সংলগ্ন বিজয়পুর বস্তির একাংশে গাঙ্গুটিয়া ও ভুটিয়া বনবস্তির মোট ৯৩টি পরিবারকে আর্থিক প্যাকেজ ও জমি দিয়ে রাজ্য সরকারের তরফে প্রায় দেড় বছর আগে পুনর্বাসন দেওয়া হয়। নতুন ওই বস্তির নাম মুখ্যমন্ত্রী রাখেন 'বনছায়া।'

জেলা প্রশাসনের তরফে আবার ওই বস্তিতে পর্যটন বিকাশের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। ওই বস্তির পাশেই পর্যটন দপ্তরের সহযোগিতায় বায়োডাইভারসিটি পার্ক গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। সেখানে অত্যাধুনিক মানের পার্ক তৈরি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আধুনিক পার্কের আদলে সেখানে থাকবে কাফেটারিয়া। পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে কাঠের তৈরি ঝুলন্ত সেতু তৈরির। তবে শুধু পর্যটকরা ঘুরতে এসে ঘুরে চলে গেলে এলাকার বাসিন্দা স্বাবলম্বী হতে পারবেন না। তাই জেলা প্রশাসনের তরফে ওই বস্তির বাসিন্দাদের হোমস্টে খোলার জন্য উৎসাহিত করা হচ্ছে। কয়েক মাস আগে শিবির করে হোমস্টে খুলতে আগ্রহীরা আবেদনপত্র জমা দিয়েছেন। ইতিমধ্যে ১৭ জন আবেদনপত্র জমা করেছেন হোমস্টে খুলবেন বলে। তাঁদের মধ্যে ১০ জনের রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হয়েছে। আর্থিক সহায়তার জন্য সর্বোচ্চ ১ লক্ষ টাকা দেওয়া হচ্ছে জেলা প্রশাসনের তরফে। তার মধ্যে



*বনছায়া বস্তির নতুন বাড়ি। - সংবাদচিত্র*

অর্ধেক ইতিমধ্যেই দেওয়া হয়েছে। সেই টাকা খরচ করে অনেকেই নিজের বাড়িতে হোমস্টে তৈরির কাজ শুরু করেছেন। জেলা প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, কাজের অগ্রগতি দেখে অবশিষ্ট টাকা দেওয়া হবে।

> ওই গ্রামটি যাতে ভবিষ্যতে আদর্শ পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা যায় তার জন্য সবরকমের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। রাস্তাঘাট থেকে শুরু করে পানীয় জলের ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ সংযোগের কাজ ইতিমধ্যে করা হয়েছে।
>
> **- আর বিমলা** *জেলা শাসক*
> *আলিপুরদুয়ার*

বস্তি থেকে ১ কিলোমিটার দূরেই বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের বিস্তীর্ণ বনভূমি। পূর্বদিকে তাকিয়ে যতদূর চোখ যায়, দেখা মেলে বক্সা পাহাড় ও ভুটানের নৈসর্গিক দৃশ্য। শীতের মরশুমে আকাশ পরিষ্কার থাকলে পাহাড় আরও স্পষ্ট হয়। সেই বস্তি থেকে ৫০০ মিটার দূরে রয়েছে রায়মাটাং নদী। এছাড়াও কয়েকটি ঝোরাও রয়েছে খুব কাছে। বর্ষায় সেখানে পাহাড়ি নদী আর ঝোরার জল মুগ্ধ করবে পর্যটকদের।

স্থানীয় বাসিন্দা মণি লামা বলেন, 'বস্তির অনেকেই রুজিরোজগারের জন্য হোমস্টে খোলার পরিকল্পনা নিয়েছেন। নীচের তলায় বাড়ির সদস্যরা থাকবেন, আর ওপরতলায় হোমস্টে থাকবে।' পুজোর আগেই সেগুলি পর্যটকদের জন্য খুলে যাবে, বলছেন তাঁরা।

স্থানীয় অনু লামা বলেন, 'পর্যটনকেন্দ্র পুরোপুরি চালু হলে এলাকায় ছোট ছোট দোকান খুলে মানুষ স্বাবলম্বী হতে পারবেন।'

আলিপুরদুয়ারের জেলা শাসক আর বিমলা বলেন, 'ওই গ্রামটি যাতে ভবিষ্যতে আদর্শ পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা যায় তার জন্য সবরকমের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। রাস্তাঘাট থেকে শুরু করে পানীয় জলের ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ সংযোগের কাজ ইতিমধ্যে করা হয়েছে।'

জেলা শাসক বলেন, 'বাসিন্দারা যে আর্থিক প্যাকেজ পেয়েছেন সেই অর্থ যাতে সঠিকভাবে তাঁরা কাজে লাগাতে পারেন, তার জন্য নিয়মিত সচেতন করা হচ্ছে।'

## আজ টিভিতে



আদিশক্তি আদ্যাপীঠ সন্ধে ৭.৩০ আকাশ আট

### সিনেমা

**জলসা মুভিজ :** দুপুর ১২.৩০ বাঙালী বাবু ইংলিশ মেম, বিকেল ৩.৩০ শ্রীমান ভূতনাথ, সন্ধে ৬.৩০ অন্ধ বিচার, রাত ৯.৩০ সন্তান

**জি বাংলা সিনেমা :** সকাল ৯.০০ বাবা তারকনাথ, বেলা ১১.৩০ পুতুলের প্রতিশোধ, দুপুর ২.৩০ কমলার বনবাস, বিকেল ৪.৩০ সাথীহারা, রাত ১০.৩০ গেম, ১.৩০ বাবার নাম গান্ধীজী

**কালার্স বাংলা সিনেমা :** সকাল ৮.০০ কৃষ্ণা কাবেরী, দুপুর ১.০০ কর্তব্য, বিকেল ৪.০০ চন্দ্রমল্লিকা, সন্ধে ৭.০০ বিদ্রোহ, রাত ১০.০০ দেবতা

**কালার্স বাংলা :** দুপুর ২.০০ ঘরজামাই

**কালার্স সিনেপ্লেক্স এইচডি :** দুপুর ১২.০৬ আভেশম, ২.৪৭ কুইন, বিকেল ৫.১৩ রাজা হিন্দুস্তানি, রাত ৮.১১ সাইরেন ১০৮, ১০.৫১ ব্লাডি ড্যাডি

**জি সিনেমা :** দুপুর ১২.১৯ জয় হো, ২.৪৬ অখণ্ড, বিকেল ৫.৫৯ ভালাত্তি, সন্ধে ৭.৫৫ সূরয়া : দ্য সোলজার, রাত ১১.০০ নাম্বার ওয়ান বিজনেসম্যান

**জি অ্যাকশন :** সকাল ১০.৫৬ ক্র্যাক, দুপুর ১.৪৭ বিজনেসম্যান-টু, বিকেল ৪.৪৪ দেবী, সন্ধে ৭.৩০ রিয়েল টেভর, রাত ১০.২১ সাম্বা

**অ্যান্ড পিকচার্স :** বেলা ১১.১৭ ব্রুস লি-দ্য ফাইটার, দুপুর ১.১০ চোরি চোরি চুপকে চুপকে, বিকেল ৫.০৬ কমান্ডো-আ ওয়ান ম্যান আর্মি, সন্ধে ৭.৩০ উরি-দ্য সার্জিক্যাল স্ট্রাইক, রাত ১০.০৭ খুঁখার

**অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি :** বেলা ১১.৩৪ বধাই হো, দুপুর ২.০৩ বাওয়াল, বিকেল ৪.২১ মনমর্জিয়াঁ, সন্ধে ৭.০০ আলিগড়, রাত ৯.০০ কেদারনাথ, ১০.৫৮ জওয়ানি জানেমন



ওয়ান কাপ, আ থাউজ্যান্ড স্টোরিজ বেলা ১১.৪৩ সোনি বিবিসি আর্থ এইচডি



শ্রীমান ভূতনাথ
বিকেল ৩.৩০ জলসা মুভিজ



কমান্ডো-আ ওয়্যান ম্যান আর্মি বিকেল ৫.০৬ অ্যান্ড পিকচার্স

## আজকের দিনটি

**শ্রীদেবাচার্য্য**
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

**মেষ :** ব্যবসায় অর্থাগম হবে। সংগীত এবং অভিনয় জগতের ব্যক্তিরা নতুন সুযোগ পাবেন। পেটের কারণে ভ্রমণ বাতিল হতে পারে। **বৃষ :** কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির সংবাদ পেতে পারেন। বিদেশে চাকুরিরত সন্তান দেশে ফিরতে পারে। বিদ্যার্থীরা সফল হবেন। **মিথুন :** বস্ত্র, রত্ন, ইলেক্ট্রনিক দ্রব্যের ব্যবসায়ীরা লাভবান হবেন। লটারিতে অর্থপ্রাপ্তি। বিশেষ কোনও কারণে বাড়ি সংস্কার বাতিল হতে পারে। হাড়ের আঘাত ভোগাবে। **কর্কট :** বন্ধুদের সঙ্গে সামান্য বিষয় নিয়ে তর্কবিতর্ক। সন্ধ্যার পর কোনও গুণীব্যক্তির সঙ্গে সময় কাটিয়ে মানসিক তৃপ্তি। নাক-কান-গলার ব্যাধিতে দুর্ভোগ। **সিংহ :** প্রেমে মানসিকভাবে আঘাত পেতে পারেন। অলসতার কারণে খুব ভালো সুযোগ হাতছাড়া হতে পারে। আগুন ব্যবহারে সাবধান থাকুন। **কন্যা :** ব্যবসায় কর্মচারী সমস্যা। বিদ্যার্থীরা তেমন সাফল্য পাবেন না। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের কাছ থেকে সহায়তা পাবেন। প্রেমে দোলাচল থাকবে। **তুলা :** পারিবারিক সূত্রে সম্পত্তি লাভ। বাড়ি পরিবর্তন হতে পারে। মেয়ের বিয়ে স্থির হওয়ায় স্বস্তি। দাম্পত্যে শান্তি থাকবে। **বৃশ্চিক :** ব্যবসায় লাভ। কর্মচারী সমস্যা মিটবে। চাকুরিক্ষেত্রে আয়বৃদ্ধির সুযোগ। সংসারের ছোট্ট সদস্যকে নিয়ে আনন্দ। সামান্য অবহেলার কারণে কোনও বড় সুযোগ হাতছাড়া হতে পারে। **ধনু :** ব্যবসায় উত্থান-পতন থাকবে। নতুন বাড়ি, গাড়ি কেনার স্বপ্ন সফল হবে। মায়ের শরীর নিয়ে চিন্তা। **মকর :** কর্মক্ষেত্রে পরিবর্তনের যোগ। সংসারে প্রত্যেকের সহযোগিতা পাবেন। বহুদিনের আটকে থাকা কোনও কাজের সমাধান হতে পারে। **কুম্ভ :** ব্যবসায় বাড়তি বিনিয়োগে রাশ টানুন। দূরের কোনও বন্ধুর সহায়তায় নতুন সুযোগ। বিদেশে বাসরত স্বজন উপহার পাঠাতে পারেন। শুভ রং সাদা। **মীন :** ভিনরাজ্যে বদলির সম্ভাবনা। সারাদিন কর্মব্যস্ততায় কাটবে। দাম্পত্যে সময় না দিলে সমস্যা।

## দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২৯ আষাঢ়, ১৪৩২, ভাঃ ২৩ আষাঢ়, ১৪ জুলাই, ২০২৫, ২৯ আহার, সংবৎ ৪ শ্রাবণ বদি, ১৮ মহরম। সূঃ উঃ ৫।৪, অঃ ৬।২৩। সোমবার, চতুর্থী রাত্রি ১১।৫৫। ধনিষ্ঠানক্ষত্র দিবা ৭।৪২। আয়ুষ্মানযোগ অপরাহ্ন ৫।৪৫। ববকরণ দিবা ১২।৩৩ গতে বালবকরণ রাত্রি ১১।৫৫ গতে কৌলবকরণ। জন্মে- কুম্ভরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী রাহুর ও বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা, দিবা ৭।৪২ গতে বিংশোত্তরী রাহুর দশা। মৃতে দোষ নাই। যোগিনী- নৈর্ঋতে, রাত্রি ১১।৫৫ গতে দক্ষিণে। কালবেলাদি ৬।৪৪ গতে ৮।২৩ মধ্যে ও ৩।৩ গতে ৪।৪৩ মধ্যে। কালরাত্রি ১০।২৩ গতে ১১।৪৩ মধ্যে। যাত্রা- শুভ পূর্বে নিষেধ, দিবা ৭।৪২ গতে যাত্রা নাই, রাত্রি ১১।৫৫ গতে যাত্রা মধ্যম পুনঃ পূর্বে নিষেধ। শুভকর্ম- নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- চতুর্থীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৮।৩৭ গতে ১০।২৪ মধ্যে এবং রাত্রি ৯।১৩ গতে ১২।৫ মধ্যে ও ১।৩০ গতে ২।৫৬ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- রাত্রি ৩।৩৮ গতে ৪।২১ মধ্যে।


## কর্মখালি

রেস্টুরেন্টের জন্য Cook চাই এবং রুটি করতে জানা ছেলে চাই। বেতন-১০০০০/- - ১৫০০০/-, থাকা-খাওয়া ফ্রি। শিলিগুড়ি। (M) 9749570276.

●

প্রচুর গার্ড/সুপারভাইজার চাই। বেতন 12,500/-, PF+ESI, থাকা ফ্রি, খাওয়া মেস, মাসে ছুটি। M :-8509827671, 8653609553

●

শিলিগুড়ির বিধান মার্কেটে নিকটে প্রাইভেট গাড়ি (Swift Dzire) চালানোর জন্য স্থানীয় ড্রাইভার চাই। M :- 9641618231

●

মাটিগাড়ায় তুম্বাজোতে পঞ্চনন ব্রিজের সামনে মেডিসিন দোকানের জন্য প্রকৃত কর্মঠ স্টাফ চাই। M :- 9832385729

●

Gangtok Mall, Hotel & Dis. Company বিভিন্ন পদে পরিশ্রমী লোক চাই. 94341-17292. (C/116881)

●

দোকানদারি কাজ জানা ছেলে চাই, বেতন-10000-12000/- স্থান-ফুলবাড়ি মিষ্টান্ন ভাণ্ডার, Ph- 7318914451 ফুলবাড়ি।

●

Wanted an Assistant Teacher in English (M.A., B.Ed.) in maternity leave vacancy till 06.12.2025 in UR post. Attend Walk-in-interview on 23.07.2025 with CV, Testimonials and 2 sets Xerox to Amiyo Pal Choudhuri Smriti Vidyalaya (HS) Debidanga, PO-Champasari, Siliguri, 734003. Attendance will not be admissible after 11.30 AM.

## বিক্রয়

আলিপুরদুয়ার সূর্যনগরে 6 Dec টিনের চাল (পাকা বাড়ি) বাউন্ডারি ওয়াল সহ জমি বিক্রয়। M : 9800020321. (C/117024)

## অ্যাফিডেভিট

ড্রাইভিং লাইসেন্স নং WB63 2006 0861939 আমার পিতার নাম ভুল থাকায় গত 10.07.2025, নোটারি পাবলিক, সদর কোচবিহার অ্যাফিডেভিট বলে পিতা Nafaruddin Miya এবং N Uddin Mia এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলেন। Ejaul Haque-সুনীল সরণি বাইলেন, কোতোয়ালি, কোচবিহার। (C/117102)

●

বিদ্যালয় শংসাপত্র এবং ভোটার I Card No. WB/01/005/540668 আমার নাম ভুল থাকায় গত 10-07-25 সদর, কোচবিহার J.M. 2nd Court-এ অ্যাফিডেভিট বলে আমি Pashiruddin Miah এবং Md. Pashiruddin Miah এবং Pacha Miya এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। দুধেরকুঠি দেওয়ানবস, কোতোয়ালি, কোচবিহার। (C/117103)





সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

# নকশালবাড়িতে দখলদারি

নকশালবাড়িতে বামনঝোরার দু'পাশে প্রায় ৫০ বিঘা সরকারি জমি শিলিগুড়ির এক ব্যবসায়ীকে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এর পাশাপাশি ডিআই ফান্ড, রেলের জায়গা দখল করে দেদারে চলছে বেআইনি নির্মাণ। এতে মদতের অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে। প্রশাসন উদাসীন।

## ঝোরায় গার্ডওয়াল, সেচে বঞ্চিত কৃষক

**মহম্মদ হাসিম**

**নকশালবাড়ি, ১৩ জুলাই :** বেআইনি জমি হস্তান্তর তো চলছিলই। তার ওপর সেই জমিতে টাউনশিপ তৈরি করার লক্ষ্যে এলাকায় নির্মিত একটি কালভার্ট ভেঙে পড়ায় তৈরি করা হয়েছে গার্ডওয়াল। তাতে ঝোরার জল আটকে যাওয়ায় সেচের সমস্যা হচ্ছে হাতিঘিসা গ্রাম পঞ্চায়েতের জমিদারগুড়ি গ্রামে।

গার্ডওয়ালটি বামনঝোরায় নির্মিত হয়েছে। ঝোরার দু'পাশের প্রায় ৫০ বিঘা সরকারি জমি শিলিগুড়ির এক ব্যবসায়ীকে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে বলে এলাকাবাসীর অভিযোগ। সরকারি জমি বিক্রির পিছনে স্থানীয় তৃণমূল নেতা গণেশ গোয়ালার মদতপুষ্ট জমির দালালের দিকে আঙুল উঠেছে।

যদিও গণেশের বক্তব্য, 'আমি এসবের সঙ্গে যুক্ত নই। কোনও জমি আমি বিক্রি করিনি। এলাকার বেশ কিছু দালাল আমার বদনাম করার জন্য আমার নামে ভুয়ো খবর ছড়াচ্ছে।' গার্ডওয়াল তৈরির বিরুদ্ধে স্থানীয় বাসিন্দারা তৃণমূলের হাতিঘিসা অঞ্চল সভাপতি এবং নকশালবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ আসরফ আনসারির কাছে অভিযোগ জানিয়েছেন।

ধান চাষের মরশুমে ঝোরাতে জল না থাকায় অনেক কৃষক জমিতে চারা রোপণ করতে পারছেন না। স্থানীয় বাসিন্দা অঞ্জুলি গোয়ালার অভিযোগ, 'ঝোরার জল আটকে চলছে গার্ডওয়াল নির্মাণ। রোপণের সময় কেন এসব করা হচ্ছে? যেখানে জনবসতি নেই, সেখানে কালভার্ট নির্মাণেরও কোনও মানে নেই। জমির দাম বাড়াতে এইসব করা হচ্ছে।'

*বামনঝোরায় এই গার্ডওয়াল নিয়ে উঠছে প্রশ্ন।*

**কী অভিযোগ**

- গার্ডওয়ালটি বামনঝোরায় নির্মিত হয়েছে
- ধান চাষের মরশুমে ঝোরাতে জল নেই
- ঝোরার দু'পাশের প্রায় ৫০ বিঘা সরকারি জমি শিলিগুড়ির এক ব্যবসায়ীকে বিক্রি
- সরকারি জমি বিক্রির পিছনে স্থানীয় তৃণমূল নেতার মদত

তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি আসরফের বক্তব্য, 'দুই বছর আগে সিপিএমের পঞ্চায়েত সদস্যের অনুমতিতে কালভার্ট নির্মাণ হয়েছে। যেটা সম্পূর্ণ বেআইনি।' যদিও গার্ডওয়াল তৈরি এবং জমি বিক্রি নিয়ে তিনি কোনও প্রশ্নের উত্তর দিতে চাননি। আসরাফ যাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন, সেই সিপিএম নেত্রী বাসন্তী দেবনাথও কিছু বলতে চাননি।

নকশালবাড়ির বিএলএলআরও দীপাঞ্জন মজুমদার বলেন, 'নদী হোক কিংবা ঝোরা, কোনও নির্মাণ করতে হলে ভূমি কিংবা সেচ দপ্তরের অনুমতি নিতে হবে। সংশ্লিষ্ট এলাকায় এই ধরনের কোনও অনুমতি নেওয়া হয়নি। আমরা এলাকা দেখে ব্যবস্থা নেব।'

বামনঝোরায় আগে কালভার্ট ছিল না। দু'পাশের জমি বিক্রি করার জন্য জমির দালালরা গত বছর কালভার্ট তৈরি করেন বলে অভিযোগ।

এই বছর বর্ষায় কালভার্টটি ভেঙে গেলে প্রথমে বালির বস্তা দিয়ে জল আটকানো হয়। তারপর প্রায় ৫০ ফুটের গার্ডওয়াল তৈরি শুরু হয়। নদীর জল গার্ডওয়ালে আটকে যাওয়ায় সেচের জল পাচ্ছেন না কৃষকরা।

## ডিআই ফান্ডের জমিতে অবৈধ নির্মাণ

**নকশালবাড়ি, ১৩ জুলাই :** নকশালবাড়িতে যেন ডিআই ফান্ড, রেলের জায়গা দখলের প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। জমি দখল করে দেদার চলছে বেআইনি নির্মাণ। প্রশাসনও উদাসীন। তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত ব্যবসায়ী সমিতি কিংবা গ্রাম পঞ্চায়েত- সকলেই নীরব দর্শক। অবৈধভাবে ঘরবাড়ি নির্মাণ করা হলে কড়া পদক্ষেপ করা হবে, এবিষয়ে নকশালবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতি, গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে প্রচার চালানো হচ্ছে ঠিকই। কিন্তু কে আর তা শুনছে! হুঁশিয়ারির তোয়াক্কা না করে বহালতবিয়তে চলছে অবৈধ নির্মাণ। অভিযোগ, কিছু তৃণমূল নেতাকে কড়ি দিলেই মিলে যাচ্ছে সরকারি জায়গায় নির্মাণের 'অনুমতি'। যদিও নকশালবাড়ি ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি তথা পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ পৃথ্বীশ রায় বলেন, 'আমাদের দলের কেউ এর সঙ্গে জড়িত নন।' উপপ্রধান বিশ্বজিৎ ঘোষের বক্তব্য, 'অবৈধ নির্মাণ নিয়ে আমাদের কাছে কোনও লিখিত অভিযোগ আসেনি। কেউ অভিযোগ জানালে ব্যবস্থা নেব।'

নকশালবাড়িতে ডিআই ফান্ড, পূর্ত দপ্তরের জমি দখল হচ্ছে আকছার। লক্ষ লক্ষ টাকায় জমি হাতবদল হচ্ছে বলে অভিযোগ। ঘাটানি মোড়, স্টেশন মোড়ের সামনে অবৈধভাবে গজিয়ে উঠছে একের পর এক বহুতল। বাজারের প্রধান সড়ক চওড়া হওয়ার কথা থাকলেও দখলদারির জেরে সেটাও আপাতত বন্ধ। এদিকে, নতুন করে যাতে জমি দখল না হয়, সেজন্য শিলিগুড়ি পূর্ত দপ্তরের তরফে থানায় অভিযোগ জানানো হয়েছে। কিন্তু তাতে আখেরে লাভ কিছুই হয়নি। কেন জমি দখল বন্ধ করা যাচ্ছে না? বিরোধীদের বক্তব্য, কালা কারবারে মদত রয়েছে স্থানীয় তৃণমূল নেতাদের। তাই এসব রোখে কার সাধ্যি!

*ঘাটানি মোড় লাগোয়া এলাকায় ডিআই ফান্ডের জমিতে চলছে নির্মাণকাজ।*

**কালা কারবার**

- নকশালবাড়িতে ডিআই ফান্ড, পূর্ত দপ্তরের জমি দখল হচ্ছে আকছার
- লক্ষ লক্ষ টাকায় জমি হাতবদল
- ঘাটানি মোড়, স্টেশন মোড়ের সামনে অবৈধভাবে গজিয়ে উঠছে একের পর এক বহুতল
- অভিযোগ, কিছু তৃণমূল নেতাকে কড়ি দিলেই মিলে যাচ্ছে সরকারি জায়গায় নির্মাণের 'অনুমতি'

স্থানীয় বাসিন্দা তথা ব্যবসায়ী সমিতির বিরোধী গোষ্ঠীর নেতা নিখিল ঘোষ বলেছেন, 'আমরা যখন বোর্ডে ছিলাম, তখন বাজারের জমি দখল হতে দিইনি। এখন তৃণমূল নেতাদের পরোক্ষ মদতে বাজারে ডিআই ফান্ডের জমি দখল করে বহুতল নির্মাণ হচ্ছে। অথচ পঞ্চায়েত সমিতি বারবার বলছে অবৈধ নির্মাণে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' তাঁর সংযোজন, 'পানিঘাটা মোড় থেকে ঘাটানি মোড় পর্যন্ত সরকারি জায়গায় একের পর এক বহুতল নির্মাণ হচ্ছে। ব্যবসায়ী সমিতি, গ্রাম পঞ্চায়েত সবকিছু দেখেও হাত গুটিয়ে বসে রয়েছে।'

অন্যদিকে, স্থানীয় ব্যবসায়ী মহম্মদ আব্বাসের অভিযোগ, 'তিন বছর ধরে বর্ষায় আমার দোকানের টিনের চাল দিয়ে জল পড়ে জিনিসপত্র নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। অথচ হাটবাবু কিংবা ব্যবসায়ী সমিতি দোকান মেরামতের অনুমতি দিচ্ছেন না।' এবিষয়ে সমিতির সভাপতির সাফাই, 'বাজারে সরকারি জায়গায় ঘর সংস্কারের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীকে প্রথমে সমিতির কাছে আবেদন জানাতে হয়। সেটা আমরা ডিআই ফান্ড অফিসে বিবেচনার জন্য পাঠাই। সেখান থেকে অনুমতি দেওয়া হলেও এরপর ব্যবসায়ী সমিতির সকল সদস্য মিলে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেন।'

ডিআই ফান্ড ল্যান্ডের দায়িত্বে থাকা অ্যাসিস্ট্যান্ট তহশিলদার মনোজ রায়ের বক্তব্য, 'বিষয়টি আমার জানা নেই। অফিস খুললে পরিদর্শন করে ব্যবস্থা নেব।'

## বাম ঐক্য শক্ত করার বার্তা সম্মেলনে

**তমালিকা দে**

**শিলিগুড়ি, ১৩ জুলাই :** রবিবার মিত্র সম্মিলনী হলে দার্জিলিং জেলা সিপিআইয়ের ২৬তম জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন দার্জিলিং জেলার কমিউনিস্ট পার্টির নেতা-কর্মীরা, সেইসঙ্গে জেলায় দলকে শক্তিশালী করে তুলেছিলেন যাঁরা তাঁদের অনেকের পরিবারের সদস্যরা। সম্মেলনের প্রথম অধিবেশনে পতাকা উত্তোলন করেন দলের রাজ্য কমিটির সম্পাদক স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়। সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশনে ২১ জনের নতুন জেলা কমিটি গঠন করা হয়। নতুন কমিটির সম্পাদক পদে পুনরায় নিবাচিত হন অনিমেষ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে কমিউনিস্টদের অবদানের কথা ইতিহাসে সুবিদিত। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এক সময়ে ভগৎ সিংদের মতো স্বাধীনতা সংগ্রামীদের আদর্শ কমিউনিজম আজ কোণঠাসা। জাতীয় কংগ্রেসের পরে দেশের পুরাতন রাজনৈতিক দলটি আজ বহুধাবিভক্ত। একশো বছরে পা দিতে চললেও বর্তমান প্রজন্মের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠতে পারেনি। দলের সংগঠন বাড়ানোর জন্য সারাবছর ধরে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও খেলাধুলোর অয়োজন করবে বলে সিপিআই নেতৃত্ব জানিয়েছে।

ক্রমশ শক্তি হারাচ্ছে একসময় দার্জিলিং জেলায় দাপিয়ে বেড়ানো 'লাল পার্টি'। একার পক্ষে সংগঠন বাড়ানো সম্ভব না বুঝেই এই সম্মেলনে সমস্ত বামপন্থী দলকে একজোট হয়ে লড়াইয়ের ডাক দিয়েছে সিপিআই। দলের পুনর্নির্বাচিত জেলা সম্পাদকের কথায়, 'দলের শতবর্ষে আমাদের সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে আরও অনেক কাজ করতে হবে।'

জেলা সম্মেলনে দার্জিলিং জেলায় সংগঠনের বিস্তারে যাঁরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন তাঁদের অবদান তুলে ধরা হয়। প্রয়াত কমিউনিস্ট নেতাদের মরণোত্তর সম্মান তাঁদের পরিবারের সদস্যদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। সিপিআইয়ের বর্ষীয়ান নেতা প্রশান্ত বক্সীকে 'লাইফটাইম রেভলিউশনারি গ্রিটিংস' সম্মান জানান সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়।

সম্মেলনের প্রথম অধিবেশনে

> দলের শতবর্ষে আমাদের সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে আরও অনেক কাজ করতে হবে।
>
> **অনিমেষ বন্দ্যোপাধ্যায়**
> *জেলা সম্পাদক, সিপিআই*

সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দলের প্রয়াত বর্ষীয়ান নেতার পরিবারের সদস্যরা। রতনলাল ব্রাহ্মণের ছেলে তেজেন্দ্রলাল ব্রাহ্মণ, চারু মজুমদারের ভাগ্নে ইন্দ্রনীল ভট্টাচার্য, আনন্দ পাঠকের ছেলে সমন পাঠক, গৌর চক্রবর্তীর ছেলে সাগর চক্রবর্তী, কানু সান্যালের ভাইপো অরিন্দম সান্যাল সহ আরও অনেকে।

এদিনের সম্মেলনের বক্তারা তাঁদের আলোচনায় সিপিআইয়ের ক্রমশ শক্তি হ্রাস পাওয়া নিয়ে দুঃখপ্রকাশ করেন। পাশাপাশি বর্তমান পরিস্থিতির উপর নজর দিয়ে সমস্ত বাম দলকে একজোট হওয়ার কথা তুলে ধরেন। সম্মেলনের সঞ্চালনা করেছেন পার্থ মৈত্র। অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিজয় চৌধুরী, উজ্জ্বল ঘোষ, অরিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ নেতৃত্ব।

*মিত্র সম্মিলনী হলে সিপিআইয়ের ২৬ তম জেলা সম্মেলন। রবিবার।*

## সংখ্যাবৃদ্ধি কালো মাথা কাস্তেচরার

**নকশালবাড়ি, ১৩ জুলাই :** নকশালবাড়িতে কালো মাথা কাস্তেচরা বা ব্ল্যাক হেডেড আইবিস পাখির সংখ্যা বেড়েছে। রবিবার বক জাতীয় এই পাখির বার্ষিক গণনার প্রক্রিয়া শেষ হতে এই তথ্য জানা গিয়েছে। এই নিয়ে পক্ষীগণনা তৃতীয় বছরে পড়ল। রিপোর্টটি বন দপ্তরের ই-পোর্টালে আপলোড করা হবে।

ঐরাবত, অক্টোপিক, বার্ড ওয়াচার সোসাইটি, শিলিগুড়ি ফোটোগ্রাফি অ্যাসোসিয়েশন- এই চারটি সংগঠন সমীক্ষা শেষে জানায়, এবছর নকশালবাড়িতে প্রায় সাড়ে তিনশো এই প্রজাতির পাখি পাওয়া গিয়েছে। গত বছর সংখ্যাটা ছিল তিনশোর কম। প্রতি বছর বর্ষার আগে এই পাখি নকশালবাড়িতে বাসা বাধে। আবার শীত আসার আগে চলে যায়। উত্তরবঙ্গে নকশালবাড়িতেই এদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি।

ঐরাবত-এর কর্মকর্তা অভিযান সাহা বলেন, 'নকশালবাড়ির

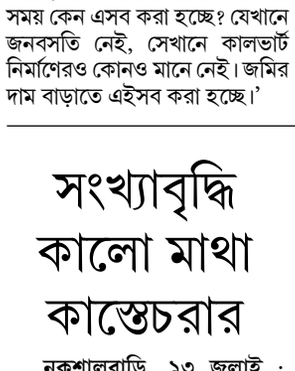

আশপাশে জলাজমিতে চাষাবাদ হলেই এই পাখি দেখা যায়। এরা মূলত খাবারের খোঁজে আসে। বিশেষ করে কাঁকড়া, গুগলি ও ছোট মাছ খায় কাস্তেচরা। কীটনাশক ব্যবহার হওয়াতে খাবারের ঘাটতি দেখা দিয়েছিল। কিন্তু গত তিন বছরে গণনা করে জানা গিয়েছে, প্রতি বছর এদের সংখ্যা বাড়ছে। নেপালের দিকে বংশবিস্তার করছে কাস্তেচরা পাখি। ফুলবাড়ির জলাভূমিতেও এদের দেখা মিলেছে গত বছর।'

এই গণনায় ক্যাটেল ইগ্রেট, লিটল ইগ্রেট, মিডিয়াম ইগ্রেট বক জাতীয় পাখি দেখা গিয়েছে। এ বছর নকশালবাড়ির ৮টি গাছে বাসা বেধেছে পানকৌড়ি ও নাইট হেরন। গত বছর এলাকার মাত্র ৪টি গাছে এরা বাসা বেধেছিল। নকশালবাড়ি ঘাটানি মোড়, পানিঘাটা মোড় বাজার এলাকার গাছে এদের বসতি দেখা যায়।

*কুমোরটুলিতে প্রস্তুতি শুরু। রবিবার ইসলামপুরের হাসপাতাল মোড়ে ছবিটি তুলেছেন সুদীপ্ত ভৌমিক।*

### পর্যাপ্ত বৃষ্টি না হওয়ায় বিপাকে কৃষকরা

## তিস্তাখালের জল চেয়ে পঞ্চায়েতের দ্বারস্থ

**মনজুর আলম**

**চোপড়া, ১৩ জুলাই :** বর্ষা উত্তরে ঢুকলেও বৃষ্টির দেখা নেই। পাশাপাশি চড়া রোদ। ফলে বিপদে পড়েছেন কৃষকরা। চোপড়ায় আমন ধান চাষ করতে সেচ ব্যবহারের সুবিধার জন্য তিস্তাখালের জল চেয়ে গ্রাম পঞ্চায়েতের দ্বারস্থ হয়েছেন তাঁরা। টানা কয়েকদিন এলাকায় ভারী বৃষ্টি না হওয়াতে ধান চাষে ক্ষতির আশঙ্কায় এলাকায় উদ্বেগ বাড়ছে।

যে এলাকায় তিস্তাখাল রয়েছে সেসব জায়গায় সেচের সুবিধার জন্য খালে জল চেয়ে এলাকার কৃষকদের একাংশ সংশ্লিষ্ট এলাকার গ্রাম পঞ্চায়েতের দ্বারস্থ হয়েছেন। কৃষকরা জানিয়েছেন, অনেকে পাম্প শেডের সাহায্যে জমিতে জল দিলেও টাকা খরচ করা সবার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। চোপড়া গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে রবিবার বিষয়টি তিস্তা ডিভিশনের-১ এসডিও'র নজরে আনা হয়েছে। সেই আধিকারিক সৌরভ বিট বলেন, 'বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নজরে আনা হয়েছে। সোমবার থেকে খালে জল ছাড়ার প্রস্তুতি নেওয়া হবে।'

চোপড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান জিয়ারুল রহমান জানিয়েছেন, স্থানীয় পামলি, খুনিয়া, আমতলা এলাকায় অনেক কৃষক দাবি তুলেছেন এলাকায় যেহেতু তিস্তাখাল রয়েছে, এই মুহূর্তে জল ছাড়া হলে কাজে লাগবে। গত বছরও এরকম পরিস্থিতিতে জল ছাড়া হয়েছিল বলে জানিয়েছেন তিনি। অন্যদিকে, চোপড়া গ্রাম

**বাড়ছে উদ্বেগ**

- টানা কয়েকদিন এলাকায় ভারী বৃষ্টি না হওয়াতে ধান চাষে ক্ষতির আশঙ্কায় এলাকায় উদ্বেগ বাড়ছে
- অনেকে পাম্প শেডের সাহায্যে জমিতে জল দিলেও টাকা খরচ করা সবার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না
- এই অবস্থা চলতে থাকলে ধানের ক্ষতি হবার সম্ভাবনা রয়েছে, পাটও নষ্ট হচ্ছে
- এ সময় খালে জল নেই বলে জানিয়েছেন এলাকার বাসিন্দারা

পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান মহম্মদ হানিফ বলেন, 'বৃষ্টির অভাবে এলাকায় উঁচু জমিতে আমন ধান চাষে সমস্যা দেখা দিয়েছে। কিছু জায়গার উপর তিস্তা খালের সেচের সুবিধা রয়েছে। এসময় খালে জল ছাড়া হলে অনেক কৃষক লাভবান হবেন।' এ সময় খালে জল নেই বলে জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দা মহম্মদ কবিরউদ্দিন। জল ছাড়া হলে বিভিন্নভাবে সেচের কাজে লাগানো যাবে বলে তাঁর আশা।

তিস্তা খালের জল ছাড়া হলে এই মুহূর্তে চোপড়া, চুটিয়াখোর মাঝিয়ালি, লক্ষ্মীপুর ও দাসপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বেশ কয়েক হাজার কৃষক লাভবান হবেন বলে স্থানীয়রা জানিয়েছেন। লক্ষ্মীপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় খালে জল ছাড়া হলে কাটগাঁও, যাত্রাগাছ, লক্ষ্মীপুর, নয়াবাড়ি সহ বেশ কয়েকটি এলাকা উপকৃত হবে। চুটিয়াখোর গ্রাম পঞ্চায়েতের কৃষকরা জানিয়েছেন, তিস্তায় জল ছাড়া হলে পেঁয়াজপোখর, টাটাশ্রী, খুনিয়া, শীতলাগাঁও ও বলরামপুর মৌজার অনেক কৃষক উপকৃত হবেন।

ওই এলাকার কৃষকরা জানিয়েছেন, এই অবস্থা চলতে থাকলে ধানের ক্ষতি হবার সম্ভাবনা রয়েছে। অন্যদিকে, পাটও নষ্ট হচ্ছে। আর এক সপ্তাহ এরকম চলতে থাকলে আমন চাষে প্রভাব পড়বে বলে জানিয়েছেন তাঁরা। ইসলামপুর মহকুমা কৃষি দপ্তরের আধিকারিক মেহেফুজ আহমেদের কথায়, 'সোমবার থেকে তিস্তাখালে জল ছাড়ার কথা রয়েছে। এতে অনেক কৃষকই উপকৃত হবেন।'

## রক্তদান শিবির

**নকশালবাড়ি ও বাগডোগরা, ১৩ জুলাই :** পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চের নকশালবাড়ি শাখার তরফে রবিবার নকশালবাড়ি ইউনাইটেড ক্লাবে একটি রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। শিবিরে ৪৬ ইউনিট রক্ত সংগৃহীত হয়েছে। উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ, পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চের সদস্য ঋত্বিক বিশ্বাস, প্রাণগোবিন্দ নাগ প্রমুখ।

পাশাপাশি, এদিন গোঁসাইপুর বড় রাজাঝাড়জোতে রাজবংশী যুব সংঘ ক্লাবের উদ্যোগে একটি রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। শিবিরে ২৪ ইউনিট রক্ত সংগ্রহ করা হয়। উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রক্ত জমা করা হয়েছে।

INDIAN ARMY
www.joinindianarmy.nic.in
66TH SHORT SERVICE COMMISION (TECHNICAL) MEN (APRIL 2026)

আলোকপাতের বিষয়সমূহ

(নিম্নে উল্লিখিত তথ্য শুধুমাত্র সাধারণ সচেতনতার জন্য দেওয়া হয়েছে এবং আইনত অবৈধ)
(কার্যক্রমটির সমস্ত বিজ্ঞপ্তি www.joinindianarmy.nic.in-এ প্রকাশিত হয়েছে – এটি শুধুমাত্র সরকারি বিজ্ঞপ্তি যেটি শুধুমাত্র এই কার্যক্রমের জন্য উল্লেখযোগ্য)

| শ্রেণি | বিবরণ | বিজ্ঞপ্তিটির অনুচ্ছেদ নং |
|---|---|---|
| প্রবেশের ধরন | শর্ট সার্ভিস এন্ট্রি (প্রযুক্তিগত) (এসএসসি (টি)-৬৬) পুরুষ | অনুচ্ছেদ-১ |
| বয়স | ২০-২৭ বছর ১ লা এপ্রিল ২০২৬-এর হিসেবে | অনুচ্ছেদ-২ |
| খোলা রয়েছে | অবিবাহিত পুরুষ | অনুচ্ছেদ- ১ |
| শিক্ষাগত যোগ্যতা | ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি তালিকায় উল্লিখিত যে কোনও শাখায় | অনুচ্ছেদ-৩ |
| গ্রহণযোগ্য শাখাগুলি | তালিকায় উল্লেখ করা হয়েছে | অনুচ্ছেদ-৩ |
| আবেদন কী করে করবেন? | www.joinindianarmy.nic.in-এ অনলাইনে আবেদন করুন | অনুচ্ছেদ-১১ |
| আবেদন খোলা থাকবে | ১৬ই জুলাই ২০২৫ থেকে ১৪ই অগাস্ট ২০২৫ পর্যন্ত | অনুচ্ছেদ-১৫ |
| চিকিৎসার মানদন্ড/ পরীক্ষা | www.joinindianarmy.nic.in-এ উল্লেখ করা হয়েছে | অনুচ্ছেদ-৫ |
| বাছাইকরণের পদ্ধতি | আবেদন>সংক্ষিপ্ত তালিকা> এসএসবি> চিকিৎসা> মেধাতালিকা> যোগদান পত্র | অনুচ্ছেদ-৪ |
| সংক্ষিপ্ত তালিকার জন্য কাট অফ% নম্বর প্রকাশের তারিখ | সেপ্টেম্বর ২০২৫-এর প্রথম সপ্তাহ | - |
| এসএসবি-এর জন্য সময়কাল এবং তারিখ | পাঁচদিনের এসএসবি অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৫ (এসএসবি তারিখের জন্য নিবাচনের প্রক্রিয়া খোলা থাকবে সেপ্টেম্বর ২০২৫-এর দুই সপ্তাহ পর্যন্ত) | - |
| পূর্ব কমিশন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান | আধিকারিক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, গয়া, বিহার | অনুচ্ছেদ-৭ |
| প্রশিক্ষণের সময়কাল | ৪৯ সপ্তাহ এপ্রিল ২০২৬ থেকে মার্চ ২০২৭ | অনুচ্ছেদ-৭ (বি) |
| প্রশিক্ষণের সময়কালে সৈনিকের বেতন | টাকা ৫৬,১০০ প্রতি মাসে | অনুচ্ছেদ ৯ |
| প্রশিক্ষণের পরবর্তীতে পদমর্যাদা | লিউটেনেন্ট | অনুচ্ছেদ-৯(বি) |
| সম্পাদনার বেতন | সিটিসি আনুমানিক ১৭-১৮ লক্ষ বছর প্রতি (বিনামূল্যে চিকিৎসা ব্যবস্থা এবং বছরে একবার নিজের আদি শহরে ভ্রমণের অধিদেয় বাদ দিয়ে) | - |
| কমিশনের ধরন | শর্ট সার্ভিস কমিশন | অনুচ্ছেদ ৬(এ) |
| সর্বনিম্ন কার্যকালীন সময়কাল | ১০ বছর | অনুচ্ছেদ ৭(জি) |
| সর্বোচ্চ কার্যকালীন সময়কাল | ১৪ বছর | অনুচ্ছেদ ৭ (জি) |
| কর্ম মুক্তির বিকল্প | প্রথম ৫ বছরের পরবর্তীতে, দ্বিতীয় ১০ বছরের পরবর্তীতে এবং তৃতীয় ১৪ বছরের পরবর্তীতে | অনুচ্ছেদ ৭(জি) |
| স্থায়ী কমিশনের বিকল্প | ১০ বছরের পরবর্তীতে অনুচ্ছেদ | ৭(জি) |
| প্রাথমিক অস্ত্র/ কমিশনের জন্য পরিষেবা | ইঞ্জিনিয়ারের সৈন্যদল, সিগন্যাল এবং ইলেকট্রনিক্স এবং মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ারের সৈন্যদল, প্রার্থীরা অন্যান্য অস্ত্র/ পরিষেবা সম্পাদনা করতে পারবেন | - |
| কর্ম মুক্তির সুবিধাগুলি | মুক্তি দিবস অবধি পরিষেবার উপর নির্ভর করবে | - |

CBC 10601/11/0027/2526

*চাঁদমণি টি এস্টেট জুনিয়ার বেসিক স্কুলের জমিতে টিনের বেড়া।*

# চাঁদমণির স্কুলের জমি আজও দখলে

## এসজেডিএ-কে চিঠি শিক্ষা দপ্তরের

**রণজিৎ ঘোষ**

**শিলিগুড়ি, ১৩ জুলাই :** বিদ্যালয়ের ওপর জমি হাঙরদের কুনজর। চাঁদমণি টি এস্টেট জুনিয়ার বেসিক স্কুলের জমি কার্যত গ্রাস করে প্রোমোটাররাজের অভিযোগ উঠেছে আগেই। এখনও পর্যন্ত অবশ্য জায়গাটি দখলমুক্ত করতে পারেনি প্রশাসন, যা নিয়ে শিক্ষা দপ্তরের অন্দরে প্রশ্ন উঠছে।

এপ্রসঙ্গে শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যান দিলীপ রায় বললেন, 'আমরা স্কুলের জমি দখলমুক্ত করার আবেদন জানিয়ে জেলা প্রশাসন, শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষকে (এসজেডিএ) চিঠি দিয়েছি। তারপরেও কিছুদিন কেটেছে। পদক্ষেপ করা হয়নি। আগামী সপ্তাহে এসজেডিএ-র চেয়ারম্যানের সঙ্গে দেখা করে এব্যাপারে কথা বলব।' সংস্থার চেয়ারম্যান দিলীপ দুগারের আশ্বাস, 'আমি খোঁজখবর নিয়ে স্কুলের জমি দখলমুক্ত রাখতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেব।'

মাটিগাড়ার উপনগরী সংলগ্ন এলাকায় চাঁদমণি টি এস্টেট জুনিয়ার বেসিক স্কুল নামে বহু পুরানো প্রাথমিক বিদ্যালয়টি রয়েছে। প্রাতঃকালীন সময়ে এখানে পঠনপাঠন চলে। ২০১১ সাল থেকে দুপুরে একই ভবনে একটি জুনিয়ার হাইস্কুলও চলছে। খাতায়-কলমে চাঁদমণির শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটির মোট ১.০৯ একর জমি রয়েছে। কিন্তু বর্তমানে স্কুলের ভাঙাচোরা ভবন বাদ দিলে বাকি প্রায় পুরো জমিই টিন দিয়ে ঘিরে ফেলেছে একটি নির্মাণকারী সংস্থা।

বেশ কিছুদিন ধরে স্কুলটিকে অন্যত্র সরিয়ে পুরো জায়গা দখলের চেষ্টা চলছে বলে অভিযোগ। প্রশাসনকে রীতিমতো অন্ধকারে রেখে বর্তমান স্কুল ভবন থেকে অনেকটা দূরে ফাঁকা জমিতে নতুন তিনতলা ভবন তৈরি করা হয়। এমনকি সেখানে চাঁদমণি টি এস্টেট জুনিয়ার বেসিক স্কুলের বোর্ড ঝোলানো হয়েছিল। অথচ প্রশাসনের কোনও দপ্তর থেকে সেই নির্মাণ হয়নি। এই সংক্রান্ত খবর ধারাবাহিকভাবে উত্তরবঙ্গ সংবাদে

**চুপ কেন!**

- কিছুদিন ধরেই স্কুলটিকে অন্যত্র সরিয়ে জমি দখলের চেষ্টা চলছে বলে অভিযোগ
- সাম্প্রতিক ঘটনা, বর্তমান ভবনের গা ঘেঁষে টিনের ঘেরা দেওয়া
- ডিপিএসসি'র তরফে চিঠি দেওয়া হয় জেলা প্রশাসন, এসজেডিএ-কে
- অভিযোগ পেয়ে প্রশাসনিক কর্তাদের পরিদর্শন, তবুও ব্যবস্থা নেই

প্রকাশিত হওয়ার পর নড়েচড়ে বসে প্রশাসন। পরবর্তীতে ভবনটি ভেঙে ফেলতে বাধ্য হয় ওই প্রোমোটার।

এর কিছুদিন পর চাঁদমণির বর্তমান স্কুল ভবনটি ঘেঁষে টিনের ঘেরা দিয়ে এক নির্মাণকারী সংস্থা পুরো জমির দখল নিয়ে নিয়েছে। বিষয়টি নজরে আসতেই স্কুলের তরফে মাটিগাড়া ব্লক প্রশাসন, এসজেডিএ-কে জানানো হয়। প্রশাসনিক আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে এসে পরিস্থিতি ঘুরে দেখেন। তারপরেও দখলমুক্ত করা হয়নি। ফলে প্রশাসনের ভূমিকায় প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। মাটিগাড়ার বিডিও বিশ্বজিৎ দাসের দাবি, 'আমরা জমি পরিদর্শনে গিয়েছিলাম। কিন্তু ওটা এসজেডিএ'র জমি। তাই ওরা এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে।'

# এই পথ যদি না ভাঙাচোরা হয়, তবে...

'বেহাল রাস্তা' শব্দটি আজকাল জলভাতের মতো। যেদিকে তাকাও, সেদিকেই ভাঙাচোরা। খানাখন্দ। পিচের চাদর ওঠা। গর্তে জল জমা। লোকজন অভিযোগ জানাতে জানাতে ক্লান্ত হয়ে একসময় চুপ করে যায়। প্রশাসন আমল দেয় না। বহু অপেক্ষার পর সংস্কার হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে বেশিদিন টেকসই হয় না। তিন এলাকা ঘুরে মানুষের দুর্ভোগ দেখলেন **প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস**

## নামেই ভিআইপি, চেহারা কঙ্কালসার

'ভুলভুলাইয়া' সিনেমার একটি দৃশ্যে 'ছোটে পণ্ডিত' চরিত্রে রাজপাল যাদবকে পানি অর্থাৎ জল এড়িয়ে চলার পরামর্শ দিয়েছিলেন অক্ষয় কুমার। তারপর থেকে যতবারই অক্ষয় 'পানি' বলে চিৎকার করেছেন, ততবারই রাজপাল একলাফ দিয়ে জমে থাকা জল থেকে নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করেছেন।

ওভাবে 'পানি' বলে হয়তো চিৎকার করতে হয় না কাউকে, কিন্তু বৃষ্টিপাতের পর ইস্টার্ন বাইপাসের ভিআইপি রোড দিয়ে চলার সময় অনেক পথচারীকেই রীতিমতো লাফ দিয়ে গর্তে জমে থাকা জল থেকে নিজের জুতো, প্যান্ট বাঁচাতে হয়। সমস্যা কিন্তু আজকালের নয়। শিলিগুড়ি ও আশপাশের জনপদের

### ইস্টার্ন বাইপাস

বাসিন্দাদের যদি জিজ্ঞেস করা হয়, 'কেমন গো ওই রাস্তাটি?' খানিকটা তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে জবাব আসে, 'ওটা শুধু নামেই ভিআইপি, কাজে লবডঙ্কা'।

পিচের চাদর উঠেছে দীর্ঘদিন হল। সেই রাস্তা ধরে দিনভর গাড়ি ছোটে। ফলে ভাঙা রাস্তা আরও ভাঙে। ছোট গর্ত ধীরে ধীরে বড় হয়। প্রতি বর্ষায় ভোগান্তি কয়েকগুণ বাড়ে। বছরের অন্যসময় আবার ধুলোর ঝড় ওঠে। শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা, চলাফেরা করাই দুষ্কর হয়। অভিযোগ, মাঝেমধ্যেই নাকি গর্তে আটকে যায় টোটো-বাইকের চাকা। আবেদন জানালে মেলে শুধু আশ্বাস। স্থানীয় অজিত রায়ের কথায়, 'প্রশাসনিক আধিকারিক থেকে জনপ্রতিনিধি, বলেছি তো সবাইকে। সাধারণ মানুষ বিক্ষোভও দেখিয়েছেন। একবার দেখলাম কিছু জায়গায় কাজ শুরু হল। কিন্তু পরিস্থিতি সেই আগের মতোই রয়ে গেল। ভাঙা রাস্তা, গর্ত, তাতে জমা জল- সবমিলিয়ে পরিস্থিতি দিন-দিন খুব খারাপ হচ্ছে।'

ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়ের যুক্তি, 'শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (এসজেডিএ) তরফে রাস্তাটি দেখভালের কথা। ওরা মাঝেমধ্যে অল্প অল্প করে কী যে কাজ করছে, জানি না। টেন্ডার হয়েছে বহুবার। কয়েকমাস পর আবারও ভেঙে যায়। স্থায়ী সমাধান হচ্ছে না। আমরা বিধানসভায় এই অসুবিধের প্রসঙ্গ তুলেছিলাম। লাভ হয়নি।' ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মিতালি মালাকারের আশ্বাস, 'আগের বছর রাস্তার একাংশে কাজ শুরু হয়েছিল। বছর না ঘুরতেই ফের বেহাল। কিছুদিন পর এসজেডিএ'র সঙ্গে ফের যোগাযোগ করব।'

পথের দু'পাশে একাধিক বাড়ি আর দোকান। সেই বাড়ির মালিক, দোকানদাররা তিতিবিরক্ত। শুকনো মরশুমে ধুলো উড়ে বেড়ায়। গাড়ি গেলেও ধুলো ওড়ে। চাকার চাপে উঠে যাওয়া পাথর ছিটকে আসে। এলাকার বাসিন্দা শিল্পী দাসের ক্ষোভ, 'আজ অবধি যে কত ছোট-বড় দুর্ঘটনা চোখের সামনে ঘটতে দেখেছি, হিসেব করে বলা যাবে না। গত শনিবার একজন নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে স্কুটার নিয়ে পড়ে গেলেন। এভাবে হুট করে পড়ে গেলে পেছন থেকে জোর গতিতে আসা বড় গাড়ি তো পিষে দিয়ে চলে যেতে পারে। দায় কে নেবে তখন?'

তারপর মুচকি হেসে বললেন, 'রাস্তাটি আদৌ কোনওদিন ঠিক হবে কি না, সেই সন্দেহ আছে।'

## খেলা বন্ধ, তাই মন খারাপ

ডাবগ্রাম ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের তেলিপাড়ার প্রগতি প্রাথমিক স্কুলের সামনের রাস্তাটি জলকাদায় মাখামাখি হয়ে থাকে বর্ষায়। আসা-যাওয়ার পথে পিছলে পড়ে হাত-পা ছড়েছে বেশ কয়েকজন বাচ্চার। অগত্যা খুদেদের খেলতে





*খানাখন্দে ভরা ভিআইপি রোড (বাঁদিকে)। কোলে তুলে রাস্তা পারাপার। খাই-খাই বাজার সংলগ্ন রাস্তায়।*

### তেলিপাড়া

মানা করেন শিক্ষকরা। শিশুমন কি আর অত কিছু বোঝে, ছোটাছুটি করতে না পেরে তাই মনমরা হয়ে ওরা বসে থাকে টিফিন টাইমে। বিদ্যালয়ের আশপাশের একাধিক রাস্তার অবস্থাও প্রায় এক। বেহাল।

স্থানীয় সোমা রায়ের প্রতিক্রিয়া, 'একে তো কাঁচা রাস্তা, দোসর খানাখন্দ। সেখানেই জল জমে। কাদায় সাইকেল-বাইকের চাকা আটকে যায়। কীভাবে সেই রাস্তায় খেলাধুলো করবে বলুন তো বাচ্চারা।'

শান্তি পাল ক্ষোভ উগরে দিলেন জনপ্রতিনিধির ওপর, 'বহুবছর ধরেই তো ভোগান্তি চলছে। পঞ্চায়েত সদস্য সব জানেন।' প্রগতি প্রাথমিক স্কুলের পড়ুয়া শ্রেয়া রায়। তার মা অনীতা রায় বললেন, 'আমার মেয়েই তো দু'-তিনবার পড়েছে ওই রাস্তায় ছোটাছুটি করতে গিয়ে। যে কোনওদিন বড় বিপদ ঘটতে পারে। সবার আগে স্কুলের সামনে রাস্তাটি ঠিক করে দিতে পারে। কারও হেলদোল দেখি না এই নিয়ে।'

এলাকার পঞ্চায়েত সদস্য তৃণমূল কংগ্রেসের কবিতা রায়। তাঁর সাফাই, 'আমি বিরোধী দলের জনপ্রতিনিধি হওয়ায় পঞ্চায়েত প্রধান কাজ করতে দিচ্ছেন না। এখানকার মানুষের সমস্যা প্রধানকে জানিয়েছি। সুরাহা মেলেনি। তারপর এসজেডি-কে জানাই। দেখা যাক, কবে কাজ শুরু হয়।' যদিও ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মিতালি মালাকারের দাবি, 'এটা মিথ্যে অভিযোগ। আমি সব পঞ্চায়েত সদস্যকে সমানভাবে কাজ দিই। তবে যেটা প্রয়োজন, সেটা সঠিকভাবে জানাতে হয়। তবেই সমাধান হবে।'

## কোলে উঠে খুদেদের যাতায়াত

সকাল সকাল স্নান সেরে ইউনিফর্ম পরে খুদে তৈরি হয়েছে স্কুলে যাবে বলে। ঝাঁ চকচকে জুতো। নোংরা হলেই স্যর-ম্যাডামদের বকাঝকা শুনতে হবে। কিন্তু বাড়ির গলিতে জল থইথই অবস্থা। এদিকে চড়া রোদ। অতঃপর মুশকিল আসান হলেন খুদের দাদা। কোলে তুলে মাথায় ছাতা ধরে সাবধানি পা ফেলে পার করলেন জায়গাটি। দিনকয়েক আগের ঘটনা।

কাঁচা রাস্তায় হালকা বৃষ্টিতেই জল জমে যায়। শোচনীয় দশা খাই-খাই বাজার সংলগ্ন উত্তর একতিয়াশালের বেশ কয়েকটি রাস্তার। নিকাশিনালার জলও উঠে আসে রাস্তার ওপর। প্রশাসনের ওপর আস্থা হারিয়ে স্থানীয়দের একাংশ নিজেরাই উদ্যোগ নিয়ে বেডমিশালি ফেলেছিলেন একবার। তাতে অবশ্য লাভ হয়নি খুব একটা।

ইস্টার্ন বাইপাস থেকে খাই খাই বাজারের দিকে যাওয়ার পথ, হরি মন্দিরের রাস্তার অবস্থা মোটেই ভালো নয়। স্থানীয় দীনেশ দাসের কথায়, 'রাস্তা তো কখনোই ঠিক করতে দেখিনি আমি। নিকাশি ব্যবস্থা ভালো না। জমা জলে মশার লার্ভা কিলবিল করে। ভারী বৃষ্টিতে সেই জল উপচে ওঠে। স্কুলে যাওয়ার সময় বিপদে পড়ে বাচ্চারা।'

অভিযোগ, গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যের হেলদোল নেই। জনপ্রতিনিধি তিলোত্তমা রায় অবশ্য দাবি করলেন, 'পরিস্থিতি খুব খারাপ, সেটা আমরা

### উত্তর একতিয়াশাল

জানি। জেলা পরিষদকে সবকিছু জানানো হয়েছে। আশ্বাস মিলেছে, তাড়াতাড়ি সংস্কার করা হবে।' আদৌ কবে সমস্যার সমাধান হবে, তা নিয়ে সংশয়ে স্থানীয়রাই। কথা বলতে গিয়ে নিজেদের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিলেন গ্রামবাসী। এই যেমন সোমা রায়ের আশঙ্কা, 'ছেলেমেয়েরা টোটোয় চেপে স্কুলে যায়। এদিকে, আমরা বাড়িতে ভয়ে ভয়ে থাকি। টোটো যখন-তখন উলটে যেতে পারে। মাঝেমধ্যে আমরাই কোলে তুলে রাস্তাটুকু পার করিয়ে দিই। পঞ্চায়েত সদস্য যে এসে দেখে যাবেন, বেশিরভাগ সময় সেটা হয় না। কার কাছে দুঃখের কথা বলব বলুন তো।'

উত্তর একতিয়াশালে হরি মন্দির সংলগ্ন এলাকায় থাকেন অনিমেষ রায়। বলছিলেন, 'রাস্তা, নিকাশি থেকে জঞ্জাল সমস্যা- কিছুই তো বাদ যায় না। কপালে দুর্ভোগ লেগেই আছে।'

## উত্তর ভারত থেকে নেপাল হয়ে উত্তরবঙ্গে

# জাল ওষুধের রুট

**মোস্তাক মোরশেদ হোসেন**

**বীরপাড়া, ১৩ জুলাই :** ভিনরাজ্য থেকে নেপাল হয়ে লক্ষ লক্ষ সিডেটিভ ট্যাবলেট ঢুকছে উত্তরবঙ্গে। যে কোনও ওষুধেরই রোগনিরাময় গুণ থাকে। কিন্তু নেশার জন্য ব্যবহৃত এই ট্যাবলেটগুলির সিংহভাগই নকল বা জাল, বলছে পুলিশ। সূত্রের খবর, নয়ডা, উত্তরপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ডে তৈরি নকল ট্যাবলেটগুলির একটা বড় অংশ আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার রুটে পাচার হয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশে। আরেকটি অংশ ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে ওই দুটি জেলার আনাচে-কানাচে।

মদের বেআইনি কারবার বরাবরই ছিল। তবে আলিপুরদুয়ারে দিন-দিন পুলিশের মাথাব্যথা বাড়ছে সিডেটিভ ট্যাবলেট নিয়ে। লাগাতার অভিযান, গ্রেপ্তারির পরও জেলায় সক্রিয় সিডেটিভ ট্যাবলেট পাচারচক্রগুলি। ওষুধ ব্যবসায়ী সংগঠনের একটি সূত্র মোতাবেক, উত্তরাখণ্ড, উত্তরপ্রদেশ থেকে নেপালকে সহজ রুট হিসেবে ব্যবহার করে উত্তরবঙ্গে পাচার করা হচ্ছে এইসব ট্যাবলেট যেগুলি মূলত নেশা করতেই কাজে লাগে।

সেসব ট্যাবলেট ওষুধ হিসেবে নকল হতে পারে কিন্তু নেশার বাজারে সেগুলির চাহিদা তুঙ্গে। নকল হলেও এসব ট্যাবলেটের পাতার গায়ে এমআরপি লেখা থাকে। তবে মুদ্রিত এমআরপি অনুযায়ী বিক্রি করার থেকে হোলসেলেই এধরনের ওষুধ বেশি দামে বিক্রি হয়। একাধিকবার হাতবদল হয়ে বেশ কয়েকগুণ বেশি দামে সেগুলি পৌঁছায় নেশাখোরদের হাতে। আলিপুরদুয়ার জেলা পুলিশের এক কর্তা বলছেন, 'উত্তরাখণ্ডে এধরনের নেশার জন্য ট্যাবলেট তৈরি একপ্রকার কুটিরশিল্পে পরিণত



**কালা কারবার**

- উত্তরাখণ্ড, উত্তরপ্রদেশ থেকে নেপালে ওষুধ পাচারে সহজ রুট তৈরি হয়েছে
- নেশার জন্য ব্যবহৃত সেই ওষুধগুলি নকল
- কিন্তু নেশার বাজারে সেগুলির চাহিদা তুঙ্গে
- নকল হলেও পাতার গায়ে এমআরপি লেখা থাকে
- হোলসেলেই এধরনের ওষুধ বেশি দামে বিক্রি হয়
- একাধিকবার হাতবদল হয়ে বেশি দামে সেগুলি পৌঁছায় নেশাখোরদের হাতে

হয়েছে। এগুলি মূলত জাল ওষুধ। ওই ওষুধ সেবনে কড়া নেশা হয়। অথচ এগুলি আদৌ ওষুধই নয়। জাল ওষুধ হিসেবে এগুলি কেবলমাত্র নেশা করার জন্যই ব্যবহৃত হয়।'

পুলিশ লাগাতার অভিযান চালাচ্ছে। ধরা পড়ছে পাচারকারীরা। বাজেয়াপ্ত করা হচ্ছে হাজার হাজার সিডেটিভ ট্যাবলেট। কিন্তু সিংহভাগ সামগ্রী যে নাগালের বাইরে থেকে যাচ্ছে তা মানছে পুলিশও। কারণ একেক সময় একেক ধরনের পরিবহণ ব্যবহার করে ট্যাবলেট পাচার করছে চক্রগুলি। পুলিশি অভিযানে দেখা গিয়েছে, পরিস্থিতি বুঝে বাস, ট্রেন, ট্রাক সবই ব্যবহার করছে পাচারকারীরা। বহু সিডেটিভ ট্যাবলেট পাচারকারীকে বমাল গ্রেপ্তারের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন জেলা পুলিশের সাব-ইনস্পেক্টর পদমর্যাদার এক পুলিশ আধিকারিক বলছেন, 'কখন কী ধরনের পরিবহণ ব্যবহার করে ট্যাবলেট পাচার করা হচ্ছে সেটাই বোঝা যাচ্ছে না। কারণ পাচারকারীরা অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেয়।'

পুলিশ তাহলে আটকাচ্ছে না কেন? এখানে একটা বাস্তব সমস্যা রয়েছে। জয়গাঁর এসডিপিও প্রশান্ত দেবনাথ বলছেন, 'সড়কপথে হাজার হাজার গাড়ি চলাচল করে। কোন গাড়িতে কে কী পাচার করছে, আগাম খবর না থাকলে বোঝা মুশকিল। কারণ প্রতিটি গাড়ি আটকে তল্লাশি চালানো কার্যত অসম্ভব।'

কয়েক মাস আগে নিশিগঞ্জ থেকে বাসে চাপিয়ে ৩৭ কেজি ৬০ গ্রাম গাঁজা বর্ধমানে পাচারের সময় ফালাকাটায় বমাল ধরা পড়ে ৩ পাচারকারী। তারপর শিলিগুড়িতে একটি ভুট্টাবোঝাই ট্রাক থেকে প্রচুর সিডেটিভ ট্যাবলেট বাজেয়াপ্ত করা হয়। ২০২৩ সালের ২১ অগাস্ট বীরপাড়ায় ২৩ হাজার সিডেটিভ ক্যাপসুল ও ট্যাবলেট সহ পুলিশের হাতে ধরা পড়েন ২ পাচারকারী।



পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

**সবুজ সুন্দরী।।** *লেপচাখায় ছবিটি তুলেছেন আলিপুরদুয়ারের অনুপম চৌধুরী।*

# সিজারের সময় কাটল মূত্রনালি

**আলিপুরদুয়ার, ১৩ জুলাই :** এক গর্ভবতী মহিলার সিজার করার সময় তাঁর মূত্রনালি কাটা নিয়ে রবিবার আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে তুমুল হইচই শুরু হল। রোগীর পরিবারের অভিযোগ, সিজার করার সময় রোগীর মূত্রনালি কাটা হয়েছে। সেই থেকেই শনিবার ফের তাঁর রক্তপাত শুরু হয়।

রবিবার হাসপাতালের বিরুদ্ধে পুলিশের কাছেও অভিযোগ জানায় মহিলার পরিবার। তবে শেষে জেলা হাসপাতালের কয়েকজন সিনিয়ার চিকিৎসকের আশ্বাসে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। অন্যদিকে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, চিকিৎসকরা সিজার করার সময় ওই রোগীর মূত্রনালি কাটতে বাধ্য হয়েছেন। যদিও মহিলার মূত্রনালিতে ফের অস্ত্রোপচার করা হয়েছে। গত ৮ জুলাই আলপনা বর্মন বিশ্বাস নামে কোচবিহার জেলার রামপুরের এক মহিলার সিজার করেন জেলা হাসপাতালের স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা।

হাসপাতাল সুপার ডাঃ পরিতোষ মণ্ডল বলেন, 'আপাতত রোগীকে সিসিইউতে রেখে চিকিৎসা করানো হচ্ছে। রোগীর সিজার করার সময় দেখা যায় যে জরায়ুর খুব কাছে মূত্রনালি ছিল। ওই নালি না কেটে বাচ্চাকে বের করা যেত না। রোগী আপাতত সুস্থ রয়েছেন। তবে কিছু লোক চক্রান্ত করে রোগীর বাড়ির লোকেদের ভুল বোঝাচ্ছেন।'

# এনজেপিতে উদ্ধার দুই কিশোরী

**মালদা, ১৩ জুলাই :** একদিন আগেই মালদার সরকারি হোম থেকে পালিয়ে যায় দুই নাবালিকা। শিলিগুড়ি হয়ে বিহার যাওয়ার পথে পুলিশি তৎপরতায় রবিবার উদ্ধার হল দুই কন্যা।

শনিবার সকালে মালদা শহরের রামনগর কাছারির সরকারি হোম 'শৈশালী' থেকে পালিয়ে যায় দুই নাবালিকা। এদের একজনের বাড়ি মালদা শহরে। অন্যজন বিহারের বাসিন্দা। অভিযোগ ওঠে, নিরাপত্তারক্ষীদের সামনে দিয়েই পালিয়ে যায় দুই কিশোরী। হোম কর্তৃপক্ষ ইংরেজবাজার থানায় অভিযোগ দায়ের করলে তদন্তে নামে পুলিশ। হোম চত্বরে লাগানো সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যায়, ওই দুই নাবালিকা প্রথমে হোমের দ্বিতলে থাকা বাথরুমের এগজস্ট ফ্যান খুলে ফেলে সেই ফুটো দিয়ে একে একে বের হয়ে আসে। সেখান থেকে কার্নিশ বেয়ে একতলায় নামে। নীচে নামতে ব্যবহার করে একটি লোহার ফ্রেম। ফ্রেম বেয়ে উঠে পড়ে প্রায় সাড়ে আট ফুট উঁচু দেওয়ালের ওপর। শুধু তাই নয়, দেওয়ালের ওপর লাগানো কাঁটাতারের রিং অনায়াসে পার করে ঝাঁপ দেয় বাইরে। এরপরে টোটোয় চেপে পগারপার।

তদন্তে নেমে খবর আসে, এনজেপি স্টেশনের কাছে একটি হোটেলে দুই নাবালিকা খাওয়াদাওয়া করছে। গোয়েন্দারা কথা বলেন হোটেলের মালিকের সঙ্গে। তাঁকে বলা হয়, দুই কিশোরী যেন পালাতে না পারে। ইংরেজবাজার থানার পুলিশ তখন যোগাযোগ করে শিলিগুড়ি পুলিশের সঙ্গে। মালদা থেকে একটি দল গাড়ি করে এনজেপি উদ্দেশে রওনা দেয়। রাতেই গোয়েন্দারা পৌঁছান এনজেপির ওই হোটেলে। তার পর তাদের উদ্ধার করা হয়। রবিবার দুই নাবালিকাকে ফিরিয়ে আনা হয়েছে মালদায়। আদালতে পেশ করার পরে সরকারি হোম শৈশালীতে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।

# গাড়ির ধাক্কায় মৃত

**চোপড়া, ১৩ জুলাই :** দুর্ঘটনায় জখম নাবালিকার মৃত্যুতে উত্তেজনা ছড়াল চুটিয়াখোর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। রবিবার সকালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় দুর্ঘটনায় জখম নেহা পারভিনের (৭)। এদিন সকালে, স্থানীয়দের সঙ্গে মৃত নাবালিকার আত্মীয়রা দুর্ঘটনায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপের দাবিতে কালীগঞ্জের নির্ভয়চণ্ডীতে রাজ্য সড়ক অবরোধ করেন। ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে পুলিশ।

মৃতার পরিবার জানিয়েছে, নেহা স্থানীয় বেসরকারি ইংরেজিমাধ্যম স্কুলের ছাত্রী ছিল। ৮ জুলাই সন্ধ্যায় রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকার সময় একটি ছোট চারচাকার গাড়ি এসে নাবালিকাকে ধাক্কা মারে। ধাক্কায় গুরুতর জখম হয় সে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় প্রথমে তাকে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে পরে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। শনিবার গভীর রাতে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসারত অবস্থায় মৃত্যু হয় মেয়েটির। মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় উত্তেজনা তৈরি হয়। রবিবার সকালে স্থানীয়রা রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। স্থানীয়দের অভিযোগ, গাড়িটি স্থানীয় তৃণমূল নেতা জাকির আবেদিনের।

মৃতার মা আনজু বেগম বলেন, 'ঘটনার দিন সন্ধ্যাবেলায় আমার মেয়ে বাড়ির সামনে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে ছিল। দ্রুতগতিতে একটি চারচাকার গাড়ি এসে মেয়েকে ধাক্কা মারে। বাড়ি থেকে দৌড়ে বেরিয়ে এসে দেখি জাকির আবেদিন সহ মোট তিনজন মেয়েকে হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু তাঁরা তাদের গাড়িতে আমার মেয়ের জখমের কথা অস্বীকার করেন।' থানায় লিখিত অভিযোগ জানানো সত্ত্বেও পুলিশ কোনওরকম পদক্ষেপ করেনি বলে অভিযোগ করেছে মৃতার পরিবার। তবে বিক্ষোভ শুরু হলে চোপড়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে। অন্যদিকে, সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল নেতা জাকির আবেদিন। তাঁর দাবি, 'ওইদিন শিশুটি রাস্তার ধারে জখম অবস্থায় পড়ে ছিল। তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাই।' এদিন বিকেলে ময়নাতদন্তের পর মৃতদেহ গ্রামে এসে পৌঁছায়। চোপড়া থানার পুলিশ জানিয়েছে, দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িটিকে আটক করা হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

# ২ দিন পর দেহ উদ্ধার

**খড়িবাড়ি, ১৩ জুলাই :** রবিবার খড়িবাড়ি বুড়াগঞ্জের একটি পরিত্যক্ত বাড়ির বারান্দা সংলগ্ন ঘর থেকে মৃতদেহ উদ্ধার হয়। খুন করা হয়েছে বলে দাবি পরিবারের। ঘটনাটি খড়িবাড়ি থানার বুড়াগঞ্জের তেলিভিটা গ্রামের। মৃতের নাম বুধলাল মুর্মু (৪৯)। মৃত ওই এলাকার বাসিন্দা।

বুধলালের পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন, গত ২ দিন ধরে নিখোঁজ ছিলেন বুধলাল। পরিবারের সদস্যরা এলাকার বিভিন্ন জায়গায় খোঁজাখুঁজি করেছিলেন। এদিন সকালে বুধলালের বাড়ির কিছু দূরে গ্রামের একটি পরিত্যক্ত বাড়ি থেকে দুর্গন্ধ ছড়ানোয় স্থানীয়রা ওই বাড়ির বারান্দা সংলগ্ন একটি খোলা ঘরের ভেতরে মৃতদেহ দেখতে পান। খবর পেয়ে খড়িবাড়ি থানার ওসি অভিজিৎ বিশ্বাস সহ পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠিয়েছে। মৃতের ভাই সামু মুর্মুর সন্দেহ, তাঁর দাদাকে এই পরিত্যক্ত বাড়িতে নিয়ে এসে খুন করা হয়েছে। খড়িবাড়ি থানার ওসি বলেন, 'একটি পচনশীল মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছে। ঘটনায় অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা করা হয়েছে।'

# স্কুলপোশাকে রাস্তায় মারপিট, চুলোচুলি

**শুভাশিস বসাক**

**ধূপগুড়ি, ১৩ জুলাই :** রাস্তার ধারে একদল ছাত্রী মারপিট করছে। প্রত্যেকেরই পরনে স্কুল ইউনিফর্ম। আশপাশের লোকজন মারামারি থামাতে এগিয়ে আসছে ঠিকই, কিন্তু তাতে লাভ হচ্ছে না। এমনই একটি ভিডিও সম্প্রতি ভাইরাল হয়েছে। যদিও সেই ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ। খোঁজ নিয়ে জানা গেল, সেই ভিডিও ধূপগুড়ির। স্থানীয় একটি স্কুলের জনাকয়েক ছাত্রীর মধ্যে মারপিট হয়েছে।

ঘটনায় নাম জড়িয়েছে ডাউকিমারি হাইস্কুলের। স্কুল কর্তৃপক্ষ সূত্রে খবর, শনিবার স্কুলে সিটে বসা নিয়ে দুই পক্ষের পড়ুয়াদের মধ্যে ঝামেলা বাধে। কিন্তু কোনও পক্ষই স্কুল কর্তৃপক্ষকে ঝামেলার বিষয়ে কিছুই জানায়নি। তারা স্কুল ছুটির পর বাইরে গিয়ে ঝামেলা শুরু করে। ছাত্রীরা স্কুলের বাইরে গিয়ে এভাবে মারপিটে জড়িয়ে যাওয়ার ঘটনায় স্কুল কর্তৃপক্ষও যথেষ্ট লজ্জিত। তারা তো প্রথম দিকে পড়ুয়াদের নিজেদের স্কুলের ছাত্রী বলে স্বীকার করতেই চায়নি। তবে শেষ পর্যন্ত চাপের



*পড়ুয়াদের মধ্যে মারপিটের সেই ভাইরাল ভিডিও।*

মুখে স্কুল কর্তৃপক্ষ জানায়, ভিডিওয় যাদের দেখা যাচ্ছে, তারা সকলেই সেই স্কুলের নবম শ্রেণির ছাত্রী। কিন্তু পড়ুয়ারা নিজেদের মধ্যে বিবাদের বিষয়টি স্কুল কর্তৃপক্ষকে না জানিয়ে স্কুলের বাইরে গিয়ে ঝামেলা করল, যা ভেবে পাচ্ছে না কর্তৃপক্ষ।

পড়ুয়ারা এভাবে প্রকাশ্যে মারপিটে জড়িয়ে পড়া নিয়ে তুমুল সমালোচনা হচ্ছে ঝাড়আলতা-১ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, কেউ লাথি মারছে, কেউ চুল ধরে টানছে। সিটে বসা নিয়ে সেই বিবাদ শুরু। স্কুলেই তা নিয়ে একচোট বচসা হয়। কিন্তু তখন কেউ স্কুল কর্তৃপক্ষ বা কোনও শিক্ষককে কিছু জানায়নি। স্কুল থেকে

**বসা নিয়ে ঝামেলা**

- শনিবার স্কুলে সিটে বসা নিয়ে পড়ুয়াদের দুই পক্ষের মধ্যে ঝামেলা বাধে
- কিন্তু কোনও পক্ষই স্কুল কর্তৃপক্ষকে ঝামেলার বিষয়ে কিছু জানায়নি
- তারা ছুটির পর বাইরে গিয়ে ফের ঝামেলা শুরু করে
- ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, কেউ লাথি মারছে ও কেউ চুল ধরে টানছে, ঘটনায় স্কুল কর্তৃপক্ষও যথেষ্ট লজ্জিত

বেরিয়ে তারা বিষয়টি নিজেদের হাতে তুলে নেয়। সেই ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, দশজনের বেশি ছাত্রী আচমকাই প্রথমে বচসা এবং পরে মারামারিতে জড়িয়ে পড়ে। কেউ কাউকে লাথি মেরে পিচের রাস্তার ওপর শুইয়ে দেয়, তো কেউ চুল ধরে টেনে রেখে ভুল স্বীকার করতে বলে। স্থানীয় বাসিন্দারা মারপিট ছাড়াতে এসেও বিপাকে পড়েন। কোনও ছাত্রীই কারও কথা শুনতে চাইছিল না।

স্কুলের এক শিক্ষকের কথায়, 'সিটে বসা নিয়ে ঝামেলা। কে সামনে বসবে, কে পিছনে বসবে, তা নিয়ে। সেজন্যই ওরা বাইরে গিয়ে মারামারি করেছে। স্কুল চত্বরে এই ঘটনা ঘটলে স্কুল দায়িত্ব নিতে পারত। কিন্তু তেমনটা হয়নি।' স্কুলের টিচার ইনচার্জ রামকৃষ্ণ রায়ও একই সুরে বলেন, 'সোমবার স্কুলে গিয়ে পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে। তারপরই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।' ঠিক কী নিয়ে ঝামেলা, সেটা তিনি ভালো করে জানেন না বলে দাবি ভারপ্রাপ্ত শিক্ষকের।

## তৎপর রাজ্য

হাইকোর্টের নির্দেশের পর বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকদের ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে তৎপর হয়েছে প্রশাসন। সোমবার হাইকোর্টে এই সংক্রান্ত মামলার শুনানিতে তথ্য জানাবে রাজ্য।



## পুলিশি তদন্ত

জাল লাইসেন্স রাখার অভিযোগে কলকাতা পুলিশের এসটিএফ গ্রেপ্তার করল তিন নিরাপত্তারক্ষীকে। তাঁদের থেকে আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজও উদ্ধার হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।



## ফের বৃষ্টি

সক্রিয় মৌসুমি অক্ষরেখা ও ঘূর্ণাবর্তের প্রভাবে রাজ্যে বৃষ্টির পূর্বাভাস দিল আবহাওয়া দপ্তর। সোমবার দক্ষিণের জেলাগুলিতে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। রবিবারও বিচ্ছিন্নভাবে বৃষ্টি হয়েছে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায়।



## উত্তপ্ত তেহট্ট

মদ্যপ অবস্থায় দলেরই কর্মীর বাড়ি ভাঙচুরের অভিযোগ উঠল বিজেপির পঞ্চায়েত প্রধান ও তাঁর অনুগামীদের বিরুদ্ধে। তেহট্ট থানা এলাকার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

# ১৬ জুলাই পথে মমতা

## ভিনরাজ্যে বাঙালি হেনস্তার প্রতিবাদ তৃণমূলের

**নয়নিকা নিয়োগী**

**কলকাতা, ১৩ জুলাই :** আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে বাঙালি অস্মিতাকেই ভোট অঙ্কের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে চাইছেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ভিনরাজ্যে বাঙালিদের 'বাংলাদেশি' আখ্যা দিয়ে আটক করা নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরেই সরব তৃণমূলের সর্বস্তরের নেতৃত্ব।

সেই আবহেই ১৬ জুলাই পথে নামছেন মুখ্যমন্ত্রী। বেলা ১টায় কলেজ স্কোয়ার থেকে ডোরিনা ক্রসিং পর্যন্ত চলবে মিছিল। প্রতিবাদ মিছিলে শামিল হবেন হাওড়া, সল্টলেক, ভাঙড় ও দমদম সহ সর্বস্তরের তৃণমূল নেতা ও কর্মী-সমর্থকরা।

রবিবার মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য এই কথা জানিয়েছেন। একুশে জুলাইয়ের মঞ্চেও বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিকদের অত্যাচারের বিষয় নিয়ে সরব হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর। এরই মধ্যে ১৮ জুলাই বঙ্গ সফরে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সেই কারণে ১৬ জুলাই মুখ্যমন্ত্রীর পথে নামাকে 'প্রস্তুতি পর্ব' বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।



*ভিনরাজ্যে আটক হরিশচন্দ্রপুরের শ্রমিকদের চিন্তিত পরিবার। -ফাইল চিত্র*

কলকাতার পাশাপাশি ওইদিন বাংলাজুড়ে দলের সবকটি সাংগঠনিক জেলায় বেলা ২টো থেকে বিকাল ৪টে পর্যন্ত প্রতিবাদ মিছিল আয়োজনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

চন্দ্রিমার প্রশ্ন, 'দিল্লি, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান ও ওডিশার মতো বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে বাংলা বললেই কেন অপমান ও অত্যাচারের শিকার হতে হচ্ছে বাংলার মানুষকে? এটা কোন দেশ?' রবিবার দিল্লির বাঙালি কলোনি পরিদর্শনে গিয়েছিলেন সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা। চন্দ্রিমার অভিযোগ, 'দিল্লিতে বাঙালিদের বৈধ পরিচয়পত্র থাকা সত্ত্বেও উচ্ছেদ করা হচ্ছে। ইলেক্ট্রিক ও জলের লাইন কেটে দিচ্ছে। এর ওপর এনআরসির মাধ্যমে আরও অত্যাচার করছে কেন্দ্রীয় সরকার।' মিছিলের উদ্দেশ্য, বাঙালিদের রক্ষা করা।

অসমের মুখ্যমন্ত্রীর সাম্প্রতিক মন্তব্য উল্লেখের পাশাপাশি চন্দ্রিমা কোচবিহারের উত্তম ব্রজবাসী, অসমের আরতি ঘোষের উদাহরণ তুলে ধরেছেন। এই পরিস্থিতিতে প্রতিবাদে নেতৃত্ব দিতে বুধবার কলকাতার রাজপথে নামবেন মুখ্যমন্ত্রী। একুশে জুলাইয়ের আগেই এই মহামিছিলকে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। বাঙালি অস্মিতাকে কাজে লাগিয়ে ভোটের অঙ্কে কিছুটা প্রভাব পড়তে পারে বলে আশা করছে শাসকদলের অন্দরমহল।



*গগনে গরজে মেঘ ঘন বরষা... রবিবার কলকাতায়। ছবি : পিটিআই*

## মোদির সভায় যাবেন দিলীপ

**কলকাতা, ১৩ জুলাই :** বঙ্গ বিজেপিতে দিলীপ ঘোষ 'এপিসোডে' আপাতত 'সন্ধি'র বাতাবরণ। দিল্লিতে দলের কেন্দ্রীয় নেতাদের হস্তক্ষেপে বঙ্গ বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপের সাম্প্রতিক বিতর্কিত অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। শনিবার রাতে সস্ত্রীক দিল্লি থেকে ফেরার পর প্রবীণ নেতার কথাবার্তায় তার সুস্পষ্ট আভাস মিলেছে। ওইসব প্রসঙ্গ এখন 'ক্লোজড চ্যাপ্টার' বলে রবিবার 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'কে জানিয়েছেন তিনি। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা কলকাতা সফরে এলেও 'অভিমানী' দিলীপ তাঁর সভায় যাননি। তবে ১৮ জুলাই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দুর্গাপুর আসার কথা। সেখানে তিনি অবশ্যই যাবেন। আগ বাড়িয়ে দিলীপই সে কথা জানিয়ে দিলেন।

দিলীপ জানান, প্রধানমন্ত্রীর সফর নিয়ে তাঁর সঙ্গে বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বা অন্য কারও কথা হয়নি এখনও। কেন্দ্রীয় স্তরে কারও সঙ্গেই এই সফর নিয়ে কথা হয়নি। তবু তিনি মনস্থির করে ফেলেছেন, দুর্গাপুরে ১৮ জুলাই প্রধানমন্ত্রীর সভায় তিনি যাবেনই।

খুব শীঘ্রই বিজেপির পূর্ণাঙ্গ রাজ্য কমিটি ঘোষণা করা হতে পারে। এদিন বঙ্গ বিজেপি সূত্রের এই খবরে দিলীপ কোনও মন্তব্যই করেননি। তবে আপাতত তাঁকে নিয়ে বঙ্গ বিজেপিতে যে 'সন্ধির' বাতাবরণ তৈরি হয়েছে, 'ঠোঁটকাটা' দিলীপের কথাবার্তায় এদিন তার সুস্পষ্ট আভাস মিলেছে। দিলীপ জানিয়েছেন, 'তিনি দায়িত্ব নিতে তৈরি। দল যা বলবে তাই হবে।'

## মারছে তৃণমূল, মরছে তৃণমূল

# শুভেন্দুর স্লোগানে শমীকের সুর

**কলকাতা, ১৩ জুলাই :** রাজ্যে তিন জেলায় তৃণমূলের ৩ কর্মী খুনে দলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বকেই উসকে দিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। রবিবার কাঁথিতে কন্যা সুরক্ষা যাত্রায় শুভেন্দু বলেন, 'মরছে তৃণমূল, মারছে তৃণমূল। অবস্থা এমনই যে হয়তো কিছুদিনের মধ্যে তৃণমূলের কর্মীরাই রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসনের দাবি জানাবে।'

তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বকে কটাক্ষ করতে শুভেন্দুর এদিনের স্লোগানের সঙ্গে শমীকের সাম্প্রতিক স্লোগানের মিল খুঁজে পাচ্ছেন অনেকেই। রাজ্য সভাপতি হওয়ার পর সংখ্যালঘু মুসলিমদের উদ্দেশে বার্তা দিতে গিয়ে শমীক বলেছিলেন, মরছে মুসলমান, মারছে মুসলমান। এই অবস্থা এখন রাজ্যে। তৃণমূলের রাজত্বে দলের ভোটব্যাংক সংখ্যালঘু মুসলিমরাই যে খাদের কিনারে সেই মন্তব্য করে মুসলিম সমাজকে বার্তা দিয়েছিলেন শমীক।

তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রসঙ্গে শমীক বলেছিলেন, তৃণমূলই তৃণমূলের শত্রু। ভাঙড়ে তৃণমূল নেতা খুনের বিষয়ে বিজেপির দিকে অভিযোগের আঙুল তোলায় পালটা প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে শমীক বলেন, ভাঙড়ে বিজেপির শক্তি কতটা সেটা সবাই জানে। তৃণমূলের কর্মী খুনের ব্যাপারে বিরোধীদের দিকে আঙুল তুলে কোনও লাভ নেই। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীও বলেছিলেন, কারা খুন করেছে সেটা আরাবুল আর শওকতকে জিজ্ঞাসা করুন, ওঁরাই ভালো বলতে পারবেন। এদিন মালদার ঘটনার পর তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বকে কটাক্ষ করতে গিয়ে কাঁথিতে শুভেন্দু বলেন, 'তিন দিনে তিন উইকেট পড়ে গিয়েছে। পরিস্থিতি যা তাতে কিছুদিনের মধ্যেই হয়তো তৃণমূল কর্মীরাই রাষ্ট্রপতি শাসনের দাবি তুলবেন।'

বিজেপির মতে, ২৬-এর বিধানসভা ভোট যত এগিয়ে আসবে জেলায় জেলায় তৃণমূলের এই গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ততই রক্তক্ষয়ী চেহারা নেবে। রাজ্যের আইনশৃঙ্খলার প্রশ্নে বারবারই শাসক দলের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে বিজেপি।

ভোট পরবর্তী সন্ত্রাসে দলের শতাধিক কর্মী খুন ও হাজারো কর্মীর ঘরছাড়া হওয়ার অভিযোগ করে বিধানসভা নির্বাচনের আগে ও ভোটের ফল বেরোনোর পর অন্তত একমাস কেন্দ্রীয় বাহিনীর হাতে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা রক্ষার ভার দেওয়ার জন্য নির্বাচন কমিশনের কাছে দাবি জানিয়েছে বিজেপি। ঘুরপথে উঠেছে রাষ্ট্রপতি শাসনের দাবিও। এই আবহে এদিন ভোটের আগেই তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে জেলায় জেলায় লাগাতার খুন-জখমের ঘটনায় ঘুরপথে ফের রাষ্ট্রপতি শাসনের দাবিই তুললেন শুভেন্দু।

### শাসক নেতাই ধৃত ভাঙড়ে

**কলকাতা, ১৩ জুলাই :** ভাঙড়ে তৃণমূল নেতা খুনে অবশেষে গ্রেপ্তার করা হল ওই দলেরই আরেক নেতাকে। ধৃত মোফাজ্জেল মোল্লা মৃত রাজ্জাক খাঁয়ের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। সূত্রের খবর, রাজ্জাক খুনে অন্যতম মাস্টারমাইন্ড ছিলেন এই মোফাজ্জেল। এলাকার সিসিটিভির ফুটেজের সূত্র ধরে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তার আগে তাঁকে দীর্ঘ সময় ধরে জেরা করা হয়। বক্তব্যে অসংগতি পাওয়ার পরে গ্রেপ্তার করা হয় তাঁকে। জানা গিয়েছে, এলাকায় দাপুটে তৃণমূল নেতা হিসেবে পরিচিত মোফাজ্জেল। মূলত এলাকা দখল নিয়েই দু'জনের মধ্যে বচসা তৈরি হয়েছিল। তার জেরেই এই খুন কি না তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

উত্তর কাশীপুর থানার পাশাপাশি কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা দপ্তরের গুন্ডা দমন শাখা ও স্পেশাল ব্রাঞ্চের অফিসাররা জানতে পেরেছেন, দীর্ঘদিন ধরে রাজ্জাকের সঙ্গে মোফাজ্জেলের বিবাদ চলছিল।

## আজ বৈঠকে মন্ত্রীদের সতর্ক করার সম্ভাবনা

**স্বরূপ বিশ্বাস**

**কলকাতা, ১৩ জুলাই :** নির্ধারিত অ্যাজেন্ডার বাইরে গিয়ে সোমবার মন্ত্রীসভার বৈঠকে সতীর্থ মন্ত্রীদের দপ্তরের কাজকর্মে সক্রিয়তা বাড়াতে বার্তা দিতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নবান্নে মুখ্যমন্ত্রীর সচিবালয় সূত্রের খবর, অনেকদিন কেন্দ্রীয়ভাবে নবান্ন সভাঘরে প্রশাসনিক বৈঠক ডাকেননি মুখ্যমন্ত্রী। আপাতত তাঁর জেলাসফরও বন্ধ। ২১ জুলাই শহিদ সমাবেশের আগে জেলায় গিয়ে প্রশাসনিক বৈঠকও করতে পারছেন না তিনি। নিয়োগ দুর্নীতি, ডিএ মামলা সেই সঙ্গে নতুন শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে জটিলতা ছিলই। আবার সম্প্রতি কলেজ ক্যাম্পাসগুলিতে বিভিন্ন বিতর্কিত ঘটনায় রাজ্য সরকারের অস্বস্তি দিন দিন বেড়েই চলেছে। এই অবস্থায় সরকারি কাজকর্মেও একটা বিরূপ প্রভাব পড়ছে। সামনের বছরের শুরুতেই বিধানসভা ভোট। সেটা মাথায় রেখে মুখ্যমন্ত্রী এখন সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের কাজে গতি আনতে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মন্ত্রীদের সক্রিয় করতে তাঁদের সতর্ক করতে চান।

নবান্ন সূত্রের খবর, অতিবৃষ্টি ও ডিভিসি সহ বিভিন্ন জলাধারের বাঁধের ছাড়া জলে দক্ষিণবঙ্গের কয়েকটি জেলায় বন্যা পরিস্থিতির আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। এ ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রী আগাম সতর্ক করতে চান সেচ, পূর্ত (সড়ক), স্বাস্থ্য ও প্রাকৃতিক বিপর্যয় দপ্তরগুলিকে। জেলা প্রশাসনগুলিকে এই ব্যাপারে সতর্ক ও তৈরি থাকার জন্য সোমবার মন্ত্রীসভার বৈঠকে নির্দেশ দেবেন তিনি।

শিক্ষা দপ্তরকেও বর্তমানে কলেজ ক্যাম্পাসগুলিতে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিতে বার্তা দিতে পারেন তিনি। এ বিষয়ে বৈঠকে সরাসরি তাঁর সঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর কথা হতে পারে বলে মুখ্যমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ মহলের খবর। সরকারি জমি বেদখল হওয়া নিয়ে ইতিমধ্যেই সরব হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। বিভিন্ন দপ্তরের অধীনে যেসব খাস জমি রয়েছে, তা ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের হাতে তুলে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। সেই অনুযায়ী আশানুরূপ কাজও এখনও হয়নি বলে প্রশাসনিক সূত্রের খবর। বৈঠকে সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলির মন্ত্রীদের এ ব্যাপারে আরও সক্রিয় হতে নির্দেশ দেবেন তিনি।



*বন্ধু চল, বলটা দে... কলকাতার চাঁপাতলা ঘাটে রবিবার। আবির চৌধুরীর তোলা ছবি।*

## পদ্ম সভাপতির উত্তর সফর আজ থেকে

**অরূপ দত্ত**

**কলকাতা, ১৩ জুলাই :** রাজ্য সভাপতি হওয়ার পর উত্তরবঙ্গ দিয়ে জেলা সফর শুরু করলেন শমীক ভট্টাচার্য। সোমবার থেকে তিনদিনের সফরে আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি ও শিলিগুড়ি যাবেন তিনি। পরের দফায় রায়গঞ্জ, বালুরঘাট, মালদা যাওয়ার কথা তাঁর। রাজ্য সভাপতি হওয়ার পর ১৫ দিনের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ বিজেপির চেহারা তুলে ধরার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন শমীক। উত্তরবঙ্গ সফরের মধ্যে দিয়ে সেই লক্ষ্যেই পদক্ষেপ করতে চলেছেন তিনি।

জেলা সফরের জন্য উত্তরবঙ্গকে বেছে নেওয়া সম্পর্কে এদিন শমীক বলেন, 'সামনেই দক্ষিণবঙ্গে প্রধানমন্ত্রী আসছেন। না হলে দক্ষিণবঙ্গ দিয়েও সফর শুরু হতে পারত। তবে এটা ঠিক উত্তরবঙ্গের সঙ্গে বিজেপির নাড়ির টান। '২৬-এ উত্তরবঙ্গের প্রতি রাজ্য সরকারের বঞ্চনার জবাব দেওয়ার জন্য বিজেপিকে সঙ্গে নিয়ে তৈরি হচ্ছে উত্তরবঙ্গের মানুষ।' শমীকের এবারের সফর মূলত সংবর্ধনা সভা হলেও সেই সভায় দলের পুরোনো কর্মীদের ফেরানোর জন্য বিশেষ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে জেলা নেতৃত্বকে। সংবর্ধনা



সভার মঞ্চে এবং প্রথম সারিতে যাতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় সব স্তরের পুরোনো কর্মীরা উপস্থিত থাকেন, সেই ব্যাপারে জেলা নেতৃত্বকে বিশেষ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এই বিষয়ে এদিন শমীক বলেন, 'দলের পুরোনো কর্মীদের ফেরানোর বিষয়টা শুধু কথার কথা নয়, দলীয় দপ্তর ও সংবর্ধনা সভাগুলি দেখলেই তা বোঝা যাবে।' ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে উত্তরবঙ্গে ৩০টি আসন জিতেছিল বিজেপি। কিন্তু উপনির্বাচনে হেরে যাওয়া ও দলবদলের জেরে ৬টি আসন হারাতে হয়েছে বিজেপিকে।

জন বারলা থেকে শুরু করে অনন্ত মহারাজের মতো নেতৃত্বের দলবদল ও বেসুরো মনোভাব চিন্তায় রেখেছে বিজেপিকে। এই পরিস্থিতিতে '২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে উত্তরবঙ্গ থেকে ঘুরে দাঁড়ানো বিজেপির কাছে বড় চ্যালেঞ্জ। সেই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় দলকে ঐক্যবদ্ধ করে ঝাঁপানোই শমীকের লক্ষ্য। উত্তরবঙ্গে বিজেপির এই শক্তিক্ষয়কে মাথায় রেখেও এদিন শমীক বলেন, 'কে ছিলেন, কে আছেন সেটা বড় কথা হবে না। '২৬-এর নির্বাচনে উত্তরবঙ্গে তৃণমূল সাফ, এটাই বিজেপির লক্ষ্য।'

সম্প্রতি রাজবংশী সম্প্রদায়ের নেতা রাজ্যসভার সাংসদ অনন্ত মহারাজ শমীকের রাজ্য সভাপতি হওয়া নিয়ে প্রকাশ্যেই বিরূপ মন্তব্য করেছিলেন। তা সত্ত্বেও এদিন শমীক বলেন, 'উনি শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। ব্যক্তিগত পছন্দ, অপছন্দ নিয়ে প্রকাশ্যে মন্তব্য না করলেই ভালো। ক্ষণিকের ভুল বোঝাবুঝি থেকে কেউ যদি দূরে সরে গিয়েও থাকেন, ফিরে আসতে তাঁর কোনও বাধা নেই।'

সোমবার শিলিগুড়িতে আরএসএস-এর কেন্দ্রীয় দপ্তর মাধব ভবনে যাবেন শমীক। সোম থেকে বুধবার যথাক্রমে আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি ও শিলিগুড়িতে দলীয় সংবর্ধনায় অংশ নেবেন তিনি।

## ধর্ষণে নিশানায় জিম ট্রেনার

**কলকাতা, ১৩ জুলাই :** ফের যৌন হেনস্তার অভিযোগ উত্তর ২৪ পরগনার নিউ ব্যারাকপুরে। সুযোগ বুঝে জিম প্রশিক্ষক তরুণীকে ধর্ষণের চেষ্টা করেন বলেই অভিযোগ। তরুণীর দাবি, ঘটনার সময় তাঁর সঙ্গে থাকা বন্ধু অভিযুক্তের হাত থেকে তরুণীকে রক্ষা করতে গেলে বন্ধুকেও নির্মমভাবে মারধর করেন অভিযুক্ত। ওই জিম প্রশিক্ষককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

তরুণীর দাবি, শনিবার রাতে তাঁকে নিজের বাড়িতে ডেকেছিলেন জিম প্রশিক্ষক। সেখানে দুই বন্ধুর সঙ্গে যান অভিযোগকারিণী। তারপরই মদের আসর বসে। তখনই প্রশিক্ষক ধর্ষণের চেষ্টা করেন তরুণীকে। সেই সময় তরুণী ও তাঁর দুই বন্ধু পালানোর চেষ্টা করলে দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়। কোনওক্রমে অভিযুক্তকে ধাক্কা দিয়ে দরজা খুলে পালিয়ে যান তরুণী ও তাঁর বন্ধুরা। তারপরই থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। তবে পরিচিতদের একাংশের মত, অভিযোগকারী তরুণীর সঙ্গে গত এক বছর ধরে সম্পর্কে ছিলেন ওই জিম প্রশিক্ষক। অভিযুক্তকে সোমবার আদালতে পেশ করা হবে।

# ছেলে নির্দোষ, দাবি অভিযুক্তের মায়ের

## আইআইএম-এর তদন্তে নয় সদস্যের সিট

**রিমি শীল**

**কলকাতা, ১৩ জুলাই :** কলকাতার আইআইএম বয়েজ হস্টেলে যৌন নির্যাতনের ঘটনায় নির্যাতিতা কেন মেডিকেল টেস্ট করাতে রাজি হলেন না, কেনই বা পরনের জামাকাপড়ও দেননি, তা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন অভিযুক্তের আইনজীবী। পরবর্তী শুনানিতে এই বিষয়গুলি নিয়ে আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হবে বলে রবিবার 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'কে জানালেন তিনি। অভিযুক্ত ১৯ জুলাই পর্যন্ত পুলিশি হেপাজতে রয়েছে। তিনি জানিয়েছেন, শুনানির দিন এগিয়ে আনার বিষয়ে আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হবে। তারপর নির্যাতিতার অভিযোগের ফাঁকগুলি তুলে ধরা হবে আদালতে। এই মামলার গ্রহণযোগ্যতা কতদূর এগোবে, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। ইতিমধ্যেই অভিযুক্তের মা দাবি করেছেন, তাঁর ছেলে নির্দোষ। তার কোনও মানসিক সমস্যাও নেই। কিন্তু বিষয়টি নিয়ে রাজনৈতিক স্তরে জলঘোলা হতে শুরু করেছে। এই ঘটনায় তড়িঘড়ি স্বতঃপ্রণোদিত মামলা রুজু করেছে রাজ্য মহিলা কমিশন। কিন্তু অভিযোগ নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছে জাতীয় মহিলা কমিশন। পুলিশের তরফে ৯ সদস্যের বিশেষ তদন্তকারী দল বা সিট গঠন করা হয়েছে। ঘটনার তদন্তে পুলিশের নজরে রয়েছে একাধিক বিষয়।

ঘটনা চাউর হতেই তরুণীর বাবা ধর্ষণের অভিযোগ নস্যাৎ করেন। সময় যত এগিয়েছে, কিছু বিষয় নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। তরুণী সকাল ১১টা ৪৫ মিনিট থেকে রাত ৮টা ৩৫ পর্যন্ত ঘটনাস্থলে ছিলেন। আবার ওই সময় বেরিয়ে থানায় অভিযোগ করতে চলে গেলেন। ক্যাম্পাস থেকে বেরোনোর সময় তাঁকে ওই অবস্থায় দেখে কেউ এগিয়ে এলেন না বা কীভাবে তিনি থানায় পৌঁছোলেন। তাঁর বাবার দাবি নিয়েও ধোঁয়াশা রয়েছে। ধর্ষণের অভিযোগ প্রমাণ করতে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মেডিকেল টেস্ট ও মেডিকো লিগ্যাল টেস্ট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অভিযোগ জানানোর ৪৮ ঘণ্টা পেরোলেও তা করানো হয়নি। ফলে নির্যাতন প্রমাণ করা জটিল হয়ে উঠতে পারে। এক্ষেত্রে তরুণী কেন ওই টেস্ট করাতে রাজি হলেন না ও পরনের জামাকাপড় দিলেন না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। সূত্রের খবর, নিজের ফোনের পাসওয়ার্ডও দিতে চাননি নির্যাতিতা। এই বিষয়গুলি অভিযুক্তের পক্ষে ইতিবাচক হয়ে উঠতে পারে বলে মনে করছেন আইনজীবীরা। অভিযুক্তের আইনজীবী এই বিষয়গুলি হাতিয়ার করতে চাইছেন। যে অভিযোগপত্র সামনে এসেছে, তাতে কাকে উদ্দেশ্য করে নির্যাতিতা ওই দিনের ঘটনা সম্পর্কে জানিয়েছেন তাও স্পষ্ট নয়। তিনি উল্লেখ করেছেন, 'সেক্সুয়াল অ্যাসল্ট' হয়েছে। 'রেপ' শব্দটি উল্লেখ করা হয়নি। কিন্তু আদালতে দেওয়া পুলিশি ব্যাখ্যা অনুযায়ী উল্লেখ করা হয়েছে, অভিযুক্ত জোরপূর্বক শারীরিক সম্পর্ক করেছে। এমনকি ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ধর্ষণের ধারা (৬৪) উল্লেখ করা হয়েছে। এই প্রেক্ষিতে বিষয়টিতে সন্দিহান জাতীয় মহিলা কমিশন। কমিশনের সদস্য অর্চনা মজুমদার জানান, বিষয়টি নিশ্চিত করতে নির্যাতিতার বাবার সঙ্গে যোগাযোগ করা





হলেও তা করা যায়নি। ফলে ঘটনাক্রম অনুযায়ী পরবর্তীতে বিবৃতি দেওয়া হবে। তবে সক্রিয় হয়েছে রাজ্য মহিলা কমিশন। চেয়ারপার্সন লীনা গঙ্গোপাধ্যায় জানান, এটি স্পর্শকাতর বিষয়। মামলা রুজু হয়েছে। পরিবার যাতে এখনই অস্বস্তি বোধ না করে সেই চেষ্টা করা হচ্ছে। থানার সঙ্গেও কথা হচ্ছে।

তদন্তে নেমে বেগ পেতে হচ্ছে পুলিশকে। ক্যাম্পাসের সমস্ত জায়গার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে ওই দিন নির্যাতিতা কোথায় কোথায় গিয়েছিলেন তা দেখা হচ্ছে। অভিযুক্তের পোশাক বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। তার মেডিকো লিগ্যাল টেস্ট করাতে চাইছেন তদন্তকারীরা। অভিযুক্তের সমাজমাধ্যমও নজরে রাখা হয়েছে। আইআইএম ক্যালকাটা কর্তৃপক্ষকে চিঠি পাঠিয়ে নিরাপত্তা সংক্রান্ত তথ্য জানতে চেয়েছে কলকাতা পুলিশ। নির্যাতিতার ফোনের টাওয়ার লোকেশন ডিটেলস হাতে পেয়েছেন তদন্তকারীরা। দুজনের কথোপকথন খতিয়ে দেখা হবে। বেশ কয়েকজনের বয়ান রেকর্ড করা হয়েছে। লেকভিউ হস্টেলের ১৫১ নম্বর রুমটি সিল করা হয়েছে।

## রিসার্চ ল্যাবরেটরির রজত জয়ন্তী



*হোমিও রিসার্চ ল্যাবরেটরির রজত জয়ন্তী পালন। -সংবাদ চিত্র*

**কলকাতা, ১৩ জুলাই :** ২৫ বছরে পা দিল ডা. এসসি দেব হোমিয়ো রিসার্চ ল্যাবরেটরি প্রাইভেট লিমিটেড। রজত জয়ন্তী বর্ষ উপলক্ষ্যে আয়োজিত বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দেশ-বিদেশের পরিচিত চিকিৎসক থেকে শুরু করে হোমিয়োপ্যাথিক নিয়ামক সংস্থার বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

এর পাশাপাশি ঊষা উত্থুপ, কল্যাণ সেন বরাট, রূপঙ্কর বাগচী ও ডোনা গঙ্গোপাধ্যায় সহ জনপ্রিয় শিল্পীদের উপস্থিতি ছিল আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। এই অনুষ্ঠান থেকে প্রতিটি হোমিয়োপ্যাথি ওষুধ প্রস্তুতকারক সংস্থাকে হোমিয়োপ্যাথির সার্বিক উন্নতিতে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন সংস্থার কর্ণধার শ্রী চঞ্চলচন্দ্র দেব।

# রাজ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধি দেশের হারের চেয়ে কম

**কলকাতা, ১৩ জুলাই :** দেশের নীতি নির্ধারক সংস্থার রিপোর্টে স্বস্তিতে রাজ্য। সদ্যপ্রকাশিত নীতি আয়োগের রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার জাতীয় গড়ের তুলনায় কম। রিপোর্ট অনুযায়ী জনসংখ্যা বৃদ্ধির জাতীয় গড় ০.৯ শতাংশ। কিন্তু বাংলায় এই হার ০.৫ শতাংশ।

রাজ্যে অনুপ্রবেশ বাড়ছে বলে বার বার দাবি করেছে বিজেপি। নীতি আয়োগের 'সামারি রিপোর্ট ফর দ্য স্টেট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল' সেই অভিযোগ খারিজ করেছে বলে মত রাজনৈতিক মহলের। এতে ইতিবাচক দিক দেখছে তৃণমূল। এমনকি শহুরে এলাকাতেও জনসংখ্যা বাড়ছে। জনসংখ্যার ৩৬.৮ শতাংশ শহুরে এলাকার। যা জাতীয় গড়ের তুলনায় কিছুটা বেশি। জনসংখ্যার ঘনত্বেও দেশের গড়ের তুলনায় বাংলা এগিয়ে।

রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, ভারতের মোট জনসংখ্যার ৭.১ শতাংশ রয়েছে এই রাজ্যে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কম।

**রিপোর্ট নীতি আয়োগের**

অনুপ্রবেশ ইস্যুকে হাতিয়ার করে বার বার রাজ্যের শাসক দলের বিরুদ্ধে সুর চড়ায় বিজেপি। এই পরিস্থিতিতে নীতি আয়োগের এই রিপোর্ট রাজ্যের শাসক দলকে স্বস্তি দিয়েছে। তৃণমূলের মতে, অনুপ্রবেশ ব্যাপক হারে হলে জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার দেশের গড়ের নীচে থাকত না। ফলে অনুপ্রবেশ ইস্যুতে এনআরসি বা সিএএ চালুর বিপক্ষেও সুর চড়াতে পারবে রাজ্যের শাসক দল।

রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, বাংলার জনঘনত্ব প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ১১০৬ জন। যা জাতীয় গড়ের তুলনায় বেশি। এছাড়াও ন্যাশনাল ফ্যামিলি হেল্থ সার্ভে অনুযায়ী, নারী-পুরুষের অনুপাত এই রাজ্যে জাতীয় গড়ের তুলনায় বেশি। মহিলাদের জোরপূর্বক কাজে নিযুক্তকরণও জাতীয় গড়ের তুলনায় কম। স্বাক্ষরতার হারও বেড়েছে। এই রাজ্যে স্কুল ছুটের সংখ্যা কম। এবং দশম ও দ্বাদশ শ্রেণিতে পাশের হারও জাতীয় গড়ের তুলনায় বেশি।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ৫৭ সংখ্যা, সোমবার, ২৯ আষাঢ় ১৪৩২

# সেই তিমিরে

ক'দিন পরেই আরজি কর মেডিকেল কলেজে চিকিৎসক পড়ুয়াকে ধর্ষণ-খুনের বর্ষপূর্তি। আনন্দোৎসবের বর্ষপূর্তি হলে হইহুল্লোড়, নাচগান, জমিয়ে খাওয়াদাওয়া ইত্যাদি হয়। কিন্তু আরজি কর মেডিকেলের সেই ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে আছে বিষাদ, আতঙ্ক, ক্ষোভ, আক্ষেপ। সরকারি হাসপাতালে গভীর রাতে কর্তব্যরত অবস্থায় ওই ঘটনার নেপথ্যে দুর্নীতির বিরুদ্ধে ওই তরুণী চিকিৎসক পড়ুয়ার প্রতিবাদ অন্যতম কারণ বলে চর্চা হয়েছিল।

ওই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে চিকিৎসকদের কর্মবিরতি-ধর্না-আন্দোলন, নাগরিক সমাজের বিক্ষোভ-প্রতিবাদ, পাড়ায় পাড়ায় 'রাত দখল' ইত্যাদি কম হয়নি। ঘটনার পর অন্তত দু'মাস বিক্ষোভের ঢেউয়ে অচল হয়ে গিয়েছিল কলকাতা। আন্দোলনের আঁচ পড়েছিল অন্যান্য রাজ্য, এমনকি বিদেশে। অচলাবস্থা তৈরি হয়েছিল সরকারি, বেসরকারি সব হাসপাতাল ও নার্সিংহোমের পরিষেবায়।

অনেকে ভেবেছিলেন, পার্ক স্ট্রিট, কামদুনি, কালিয়াগঞ্জ, হাঁসখালি, মথুরাপুরের মতো আরজি করে এই ধর্ষণ-খুনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের ভাবমূর্তির দফারফা হবে। মুখ্যমন্ত্রীর আবেদনে সাড়া দিয়ে মানুষ দুর্গোৎসবে শামিল হবেন না। বাস্তবে ঘটল উলটো। গত বছর মহালয়ার আগের দিন পিতৃপক্ষেই মুখ্যমন্ত্রী পুজোর উদ্বোধন শুরু করে দিলেন।

সব হিসেব ভুল প্রমাণিত করে তিলোত্তমা হয়ে উঠল উৎসবনগরী। দু'দিন আগেও যাঁরা স্লোগান দিয়ে মিছিলে গলা ফাটিয়েছিলেন, তাঁদেরও অনেকে রাত জেগে ঘুরে ঘুরে প্রতিমা দেখলেন। শুধু তাই নয়, পুজোর পরপর রাজ্যের বেশ কয়েকটি বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনেও তৃণমূলের জয়জয়কার দেখা গেল। সবক'টি উপনির্বাচনই ছিল গ্রামীণ এলাকার কেন্দ্রে।

অর্থাৎ আরজি করের সেই মর্মান্তিক ঘটনার প্রভাব গ্রামগঞ্জের মানুষকে স্পর্শ করল না। শহরাঞ্চলের প্রতিষ্ঠান-বিরোধী হাওয়া গ্রামের ভোটে আটকে গেল। লোকসভা ভোটের পর এরাজ্যে যে ১১ বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচন হয়েছে, তার সবক'টিতেই জয়ী হয়েছে তৃণমূল। চিকিৎসক পড়ুয়ার ওপর সেই অত্যাচারের চর্চা কিন্তু এখনও আছে।

নিম্ন আদালত একজনকে সাজা দিলেও তাতে অখুশি নির্যাতিতার বাবা-মা। সিবিআই তদন্ত নিয়েও তাঁদের বিস্তর অভিযোগ। পরিবারের দাবি মেনে হাইকোর্টে নতুন করে বিচার শুরু হয়েছে। তবে বাবা-মায়ের ওই ধর্ষণ-খুনের ঘটনাস্থল দেখতে চাওয়ার আবেদন নাকচ করেছে আদালতে।

এর মধ্যে কলকাতা সহ গোটা রাজ্যে ধর্ষণ, নারী নির্যাতনের বিরাম নেই। সম্প্রতি কসবার সাউথ ক্যালকাটা ল' কলেজে প্রথম বর্ষের ছাত্রীকে গণধর্ষণের ঘটনা সামনে এসেছে। তারপর কলকাতার আইআইএম ক্যাম্পাসে এক তরুণীকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ উঠেছে। কসবা কাণ্ডে অভিযুক্ত তিনজনই তৃণমূল কর্মী। গণধর্ষণ ঘটে প্রথমে কলেজের ইউনিয়ন রুমে, পরে নিরাপত্তারক্ষীর রুমে।

রাজ্যে কোনও কলেজে ছাত্র সংসদ না থাকায় এক জনস্বার্থ মামলায় হাইকোর্ট সব কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে আপাতত ইউনিয়ন রুম বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছে। অনেকের আশা ছিল, এসব ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে প্রশাসন নারী নির্যাতন ঠেকাতে কঠোর ব্যবস্থা নেবে, এধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতে দেবে না। বাস্তবে বঙ্গে প্রায়শই যৌন হেনস্তা, ধর্ষণ ঘটে চলেছে।

বিরোধীরা কিছু বলতে গেলেই তৃণমূল যোগী-রাজ্যের তুলনা টানে। অথচ কসবা কাণ্ডে মূল অভিযুক্ত মনোজিতের মতো দাদাগিরির অভিযোগ অন্যান্য কলেজ থেকেও আসছে। সর্বত্র হুমকি-সংস্কৃতির দাপট। আরজি করের নির্যাতিতার পরিবার আইন কলেজের নির্যাতিতা এবং তাঁর পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছে। আহ্বান জানিয়েছেন তাঁদের মতো রাস্তায় নেমে আন্দোলন করার।

বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ৯ অগাস্ট পতাকাহীন 'অরাজনৈতিক' নবান্ন অভিযানের ডাক দিয়েছেন। তাতে যোগ দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন আরজি করের নির্যাতিতার বাবা-মা। কসবা কাণ্ডের নির্যাতিতার বাবা-মা অবশ্য রাজ্য পুলিশের তদন্তে সন্তুষ্ট। এখনও পর্যন্ত রাস্তায় নামতে দেখা যায়নি তাঁদের। এই আত্মতুষ্টি শেষ অবধি থাকবে তো? নাকি তাঁরাও একদিন পথে নামতে বাধ্য হবেন?

## অমৃতধারা

বেদান্তের মূল কথা হচ্ছে আত্মবিশ্বাস। আধ্যাত্মিকতা মানে নির্ভীকতা, আধ্যাত্মিকতা মানে দুর্বলতা নয়। আধ্যাত্মিক জগতের মূল কথা হচ্ছে-নিজের মনকে তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখ, মন কী চাইছে। গুরু নয়, শাস্ত্র নয়, তোমার মনই তোমায় আসল কথা বলে দিচ্ছে। আমরা যে দোষারোপ করি, সেটাই তো বড় দোষের। উচ্চ সত্যের কথা যাঁরা বিশ্বাস করেন না, ভাবেন-আহার, নিদ্রা আর ভোগ, এছাড়া আর কিছু নেই পৃথিবীতে, এদেরই বদ্ধজীব বলা হয়, অজ্ঞানী জীব বলা হয়। আধ্যাত্মিক শাস্ত্রে বলেছে, তাঁরা চোখ ঢাকা বলদের মতো বদ্ধ।

- ভগবান

# সবে মিলে করি কাজ, নাহি ভয়

### এআইয়ের দাপটে কিছু পুনরাবৃত্তমূলক কাজকর্ম কমার আশঙ্কা। কিন্তু সৃজনশীল, পরিষেবামূলক কাজগুলি থাকবেই।

**ইন্দ্রনীল দত্ত**



কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স। সংক্ষেপে 'এআই'। বিশ্বে এই মুহূর্তে অন্যতম আলোচিত শব্দ, যার সঙ্গে এখন ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে উদ্বেগ, আতঙ্ক ও স্বপ্ন। মানব সভ্যতার ইতিহাসে এমনটা অবশ্য প্রথম নয়। নতুন প্রযুক্তির আবিষ্কারের ক্ষেত্রে অতীতেও এমনটা ঘটেছে। কম্পিউটার যখন আমাদের দরজায় টোকা দিল, তখনও এমন উদ্বেগ গ্রাস করেছিল আমাদের। রাজনৈতিক দাদারা বুঝিয়েছিলেন, কম্পিউটার নামক রাহু আমাদের সকলের চাকরি গ্রাস করবে। ঘরে ঘরে বেকারের সংখ্যা বাড়বে। আমরা অনেকেই হয়তো তা বিশ্বাসও করেছিলাম।

কিন্তু সেই আশঙ্কা ও উদ্বেগের দোলাচল পেরিয়ে, অচিরেই যে বাস্তবের সম্মুখীন হয়েছিলাম, তা ছিল একেবারেই উলটো। আমরা দেখলাম, কম্পিউটার আসার পর কিছু চাকরি হয়তো চিরতরে লুপ্ত হয়ে গেল, কিন্তু অনেক বেশি সংখ্যক বিকল্প কাজের সংস্থান হল। অনেক ক্ষেত্রে আবার ব্যাপারটা দাঁড়াল পারস্পরিক সহযোগিতার। অর্থাৎ যে কাজটি প্রাক-কম্পিউটার যুগে একজন কর্মীর করতে এক হপ্তা লাগত, তিনি সেই কাজ কম্পিউটারের সাহায্যে ১০ মিনিটে এবং নির্ভুলভাবে করে ফেলতে পারলেন!

নয়ের দশকে কম্পিউটারের পর এল আরও এক নতুন প্রযুক্তি- ইন্টারনেট, যা আমাদের রোজকার জীবনধারাটাই পুরোপুরি পালটে দিল। জীবন যে আরও সহজ হল তাই শুধু নয়, তৈরি হল প্রচুর নতুন কাজের সুযোগ। অনলাইন ফুড ডেলিভারির অ্যাপ তৈরি করতে যেমন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারের প্রয়োজন পড়ল, তেমনি সেই অ্যাপের মাধ্যমে খাবারের প্যাকেট বাড়ির দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে প্রয়োজন হল ডেলিভারিম্যানের। এআই নিয়ে লিখতে গিয়ে ভূমিকায় এই যে কম্পিউটারের প্রসঙ্গ উত্থাপন করতে হল, তা অনেকের কাছে হয়তো ধান ভানতে শিবের গীতের মতো মনে হতে পারে, কিন্তু এই কৃত্রিম মেধাবী প্রযুক্তি নিয়ে ইদানীং কাজের বাজারে যে তুমুল উদ্বেগ ছড়িয়েছে, তার জন্য এই শিবের গীত গাওয়াটা বোধহয় অপরিহার্য ছিল।

প্রথমেই বলে রাখি, এআই নিয়ে উদ্বেগ একেবারেই অমূলক নয়। এআই প্রযুক্তি এখনও তার শৈশবে রয়েছে, কিন্তু এরই মধ্যে তার যে নেতিবাচক প্রভাব কাজের বাজারে পড়েছে, তা নিয়ে আপাতদৃষ্টিতে শঙ্কিত হওয়া স্বাভাবিক! সম্প্রতি মেটার সিইও মার্ক জুকেরবার্গ এক ইন্টারভিউতে বলেছিলেন, 'এআই প্রযুক্তি বর্তমানে যে দক্ষতা অর্জন করেছে, তাতে সে সহজেই সেই ধরনের সফটওয়্যার প্রোগ্রাম লিখে ফেলতে পারছে, যে কাজটা আমরা এখন মিড লেভেল সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারদের দিয়ে করিয়ে থাকি। তাই ২০২৫ সাল থেকে আমাদের আর মিড লেভেল ইঞ্জিনিয়ার দরকার নেই।' জুকের বার্গের এই বক্তব্যের কিছুদিন পরেই মেটা ঘোষণা করে, তারা চলতি বছরে তাদের মোট কর্মীর পাঁচ শতাংশ বা প্রায় ৩৬০০ জনকে ছাঁটাই করবে। শুধু মেটা নয়, মাইক্রোসফটও সেই পথে ইতিমধ্যে হাঁটতে শুরু করেছে। তারা চলতি বছরে ১৫ হাজার কর্মী ছাঁটাইয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। গুগল, অ্যামাজন সহ অন্যান্য বহুজাতিক টেক কোম্পানিগুলোতেও আগামীদিনে এআই প্রযুক্তির জন্য প্রচুর কর্মী ছাঁটাইয়ের সম্ভাবনা রয়েছে। শুধু টেক কোম্পানিগুলোতেই যে ছাঁটাই হবে তা নয়। এআই সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারদের চাকরি যেমন কেড়ে নেবে, তেমনি অন্য একাধিক কাজেও আগামীদিনে মানুষের চাহিদা হয়তো ফুরিয়ে যাবে বা অনেকাংশে কমবে। এই ধরনের কাজের মধ্যে রয়েছে, হিসেবনিকেশের কাজ, গ্রাফিক ডিজাইনিং, অফিসের সাধারণ ক্লারিক্যাল কাজ, শেয়ার মার্কেট সহ অন্যান্য ক্ষেত্রে ডেটা বিশ্লেষণের কাজ, সাধারণ সংবাদ লেখার কাজ ইত্যাদি। ওয়ার্ল্ড ইকনমিক ফোরামের এক সাম্প্রতিক রিপোর্ট (ফিউচার অফ দ্য জবস রিপোর্ট ২০২৫)-এ বলা হয়েছে, ২০৩০ সাল নাগাদ বিশ্বে ১৭০ মিলিয়ন (১ মিলিয়ন = ১০ লাখ) নতুন কর্মসংস্থান তৈরি হবে ঠিকই, কিন্তু একই সঙ্গে ৯২ মিলিয়ন চাকরি বিলুপ্ত হবে বা সেই সকল চাকরির জন্য আর মানুষের প্রয়োজন পড়বে না।



স্বপ্ন।। এআই-কে সঙ্গী করে ভবিষ্যতের কাজের বাজারের ছবিটি এঁকেছে এআই নিজেই।

এতগুলো নিরাশাব্যঞ্জক কথা ও তথ্যের পর এবার কিছু আশার কথা বলা যাক। এখনও পর্যন্ত এআই প্রযুক্তির গতিপ্রকৃতি দেখে প্রযুক্তি বিশারদ এবং অর্থনীতিবিদরা মনে করছেন, এই প্রযুক্তি আরও উন্নত হলেও, তার কার্যকারিতা মূলত পুনরাবৃত্তমূলক কাজকর্মের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। পুরনাবৃত্তমূলক কাজের অর্থ হল, যে ধরনের কাজ গতানুগতিক পদ্ধতিতে করা হয় এবং সৃষ্টিশীলতার প্রয়োজন হয় না। যেমন, ব্যাংকের আয়ব্যয়ের হিসাব, সফটওয়্যার কোড লেখা ও তার পরিমার্জন করা, ক্লারিক্যাল কাজ, সাধারণ ডিজাইনিং-এর কাজ ইত্যাদি। কিন্তু যেসব কাজে সৃষ্টিশীলতার প্রয়োজন, তা এআই করতে পারবে না। একটা উদাহরণ দিয়ে পাঠকদের বিষয়টি বোঝানোর চেষ্টা করছি। ধরা যাক, কোথাও ট্রেন দুর্ঘটনা ঘটেছে। এক্ষেত্রে দুর্ঘটনাটি কবে ও কখন ঘটেছে, ট্রেনটি কোথা থেকে কোথায় যাচ্ছিল, কতজন যাত্রী নিহত ও আহত ইত্যাদি তথ্য এআই-কে দেওয়া হলে, সেই সকল তথ্যের ভিত্তিতে এআই সহজেই প্রকাশযোগ্য একটি খবর লিখে ফেলতে পারবে। কিন্তু খবর যদি অন্তর্তদন্তমূলক বা বিশ্লেষণাত্মকমূলক হয়, যেমন ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের প্রভাবে উত্তরবঙ্গের সীমান্ত বর্তমানে কতটা স্পর্শকাতর বা চিনের আগ্রাসী নীতির জন্য চিকেন নেকের নিরাপত্তা কতটা গুরুত্বপূর্ণ, উত্তরবঙ্গে মাদক ব্যবসার সুলুকসন্ধান – এই ধরনের খবর লেখার জন্য মানব-সাংবাদিক ছাড়া গতি নেই। এছাড়া যেসকল পেশার মূল ভিত্তি মানবিক সেবা ও পরিষেবা, যেমন শিক্ষকতা, চিকিৎসা, নার্সিং, থেরাপি, সেই সকল পেশাও এআই মানুষের থেকে কেড়ে নিতে পারবে না। এছাড়া, এআই প্রযুক্তির উন্নয়নের জন্য আগামীদিনে এআই সিস্টেম ডিজাইনিং, সুপারভাইজিং ও মেইনটেনান্সের জন্য ডেটা সায়েন্টিস্ট, এআই ট্রেনার, প্রম্পট ইঞ্জিনিয়ার, সাইবার সিকিউরিটি এক্সপার্ট, রোবট ইঞ্জিনিয়ার, ডেটা কিউরেটর, এআই এথিকস অফিসারের মতো পেশার প্রচুর চাহিদা বাড়বে।

উনবিংশ শতাব্দীতে শিল্পবিপ্লব শুরু হওয়ার পরে মানবসভ্যতা ক্রমাগত যন্ত্রনির্ভর হয়ে পড়েছে। প্রযুক্তির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যেমন পুরোনো অনেক কাজ বা চাকরি বর্তমানে লুপ্ত হয়ে গিয়েছে, তেমনই তৈরি হয়েছে নতুন কর্মসংস্থান। আজ থেকে প্রায় ১৫০ বছর আগে মোটরগাড়ি আবিষ্কারের পরে ঘোড়ায় টানা গাড়ির অবলুপ্তি ঘটেছে, কিন্তু একইসঙ্গে মোটরগাড়ি বহুমুখী কর্মসংস্থানও তৈরি করেছে। গত এক দশকে সাইকেল-রিকশা প্রায় লুপ্ত হয়েছে, কিন্তু ই-রিকশা বা টোটো এসেছে। মাত্র ৫০ বছর আগেও আমরা ভাবতে পারতাম না কীভাবে কম্পিউটার ও ইন্টারনেট প্রযুক্তি বিশ্বজুড়ে কোটি কাজের সুযোগ তৈরি করবে। আসলে, সভ্যতা যেমন থেমে থাকে না, তেমনি প্রযুক্তিও স্থবির নয়। প্রযুক্তি অনেকটা নদীর মতো, সর্বদা সামনের দিকে বহমান, তার এক পাড় ভাঙে, অন্য পাড় গড়ে ওঠে– চলার পথে পুরানো অনেক জীবিকার অবলুপ্তি ঘটায়, তেমনি নতুন কাজের সুযোগও তৈরি করে। এআই সবেমাত্র আমাদের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে। আগামী কয়েক বছর পরে সে যখন আমাদের অন্দরমহলে ঢুকে পড়বে, তখন হয়তো আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এমন সব পরিবর্তন ঘটবে, যার জেরে তৈরি হবে এমন অনেক নতুন নতুন জীবিকা যা আমরা হয়তো এখনও সুদূরতম কল্পনাতেও ভাবতে পারছি না। প্রযুক্তি এভাবেই শতাব্দীর পর শতাব্দী আমাদের উপকৃত করেছে, চমকে দিয়েছে, নতুন কাজের সুযোগ করে দিয়েছে। এআই প্রযুক্তির ক্ষেত্রেও যে তার অন্যথা হবে না তা নিশ্চিত। তাই আসুন, এআই-কে আপন করে নেওয়া যাক, তাকে সাদরে গ্রহণ করি, একমাত্র তবেই পারব নিজেদেরকে আগামীদিনের কাজের বাজার ও জীবনশৈলীর জন্য উপযোগী করে তুলতে।

*(লেখক অক্ষরকর্মী। জলপাইগুড়ির বাসিন্দা।)*

## আজ

**১৮৫৪**



আজকের দিনে জন্ম হয়েছিল শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতের রচয়িতা মহেন্দ্রনাথ গুপ্তর।

**১৮৯৭**



আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বিপ্লবী সত্যরঞ্জন বক্সী।

## আলোচিত



বহু সাংসদই নানা বিষয় নিয়ে চটে আছেন। আসলে সাংসদদের কেউ সম্মান করে না। বহু সাংসদ মনে করেন, পঞ্চায়েত প্রধান ও বিধায়কদের কাছে বেশি বাজেট থাকে। মন্ডীর মতো জায়গায় বিপর্যয় মোকাবিলায় মন্ত্রকের দরকার পড়ে। যা আমার হাতে নেই

- কঙ্গনা রানাওয়াত

## ভাইরাল/১



বাচ্চা সহ ডোবায় স্নান করতে নেমেছিল হাতিটি। জলে গা এলিয়ে শুয়ে পড়ে বাচ্চাটি। হঠাৎ এক কুমির আক্রমণ করতেই সন্তানকে বাঁচাতে তাকে লাথি মেরে সরিয়ে দেয় মা হাতি। লাথি খেয়ে পালিয়ে যায় কুমির।

## ভাইরাল/২



অন্য পুরুষের সঙ্গে স্ত্রী পালিয়ে গিয়েছিলেন। সেই স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদ হয়েছে। খুশিতে বালতি বালতি দুধ দিয়ে স্নান সারলেন অসমের নলবাড়ি জেলার এক ব্যক্তি। তাঁর কথায়, 'আজ থেকে আমি মুক্ত।'

## জনমন জনমত

# কলেজ বন্ধে গভীর সংকট

প্রতিদিনের মতো আজও মহাবিদ্যালয়ের সামনে পড়ুয়াদের দেখা যায়, তবে হাতে বই নয়, আছে হতাশা, ক্ষোভ আর অনিশ্চয়তার ছায়া। ফলে অনেক শিক্ষার্থীই মহাবিদ্যালয় ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হচ্ছে, যা এই এলাকার গরিব ও মধ্যবিত্ত পরিবারের কাছে এক গভীর সংকটের বার্তা।

আমরা যখন মধুসূদন হোড় মহাবিদ্যালয়ে পড়েছি তখন প্রথম বর্ষ ছাড়া ঠিকঠাক মতো আর ক্লাস হয়নি। আর প্রায় একইসঙ্গে ঘোকসাডাঙ্গা বীরেন্দ্র মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তা সরকারি হল, কিন্তু মধুসূদন হোড় মহাবিদ্যালয় কেন হল না তার মানে বুঝিনি। ভর্তি ফি হোক, রেজিস্ট্রেশন ফি হোক– সবকিছুতেই অন্য মহাবিদ্যালয়ের তুলনায় বেশি টাকা নেওয়া হয়েছে। এর ফলে অনেক গরিব ছাত্রছাত্রীর অসুবিধা হয়েছে।

যাইহোক, ওখানে বাংলা বিষয়ে সাম্মানিক করেছি। ওই মহাবিদ্যালয়ের অবদান ভুলতে পারি না। তবে শিক্ষার পরিকাঠামো উন্নত হোক, যোগ্য শিক্ষক নিযুক্ত হোক এবং মহাবিদ্যালয়কে অতি দ্রুত সরকারি আওতায় আনার ব্যবস্থা করা হোক এই আশা রাখছি।

**মজিনুর রহমান**
**মাথাভাঙ্গা, কোচবিহার।**

## বৃষ্টিহীন বর্ষা

আষাঢ় প্রায় শেষ। শ্রাবণ দোরগোড়ায়। অথচ আকাশে ভেসে বেড়াচ্ছে মেঘের ভেলা। বৃষ্টি নেই এক ফোঁটা। চাষের মাঠ শুকিয়ে চৈত্রের ধুধু। শরৎচন্দ্রের ভাষায়, 'দিগন্তজোড়া মাঠখানা জ্বলিয়া পুড়িয়া ফুটিফাটা হইয়া আছে।' কিন্তু এটা তো বর্ষাকাল। জল থইথই কই? চাষিদের মাথায় হাত। সারাবছরের খাদ্য উৎপাদনের এটাই সময়। শুধু তাঁদের পরিবার কেন, সব শ্রেণির মানুষের। সবই প্রকৃতির খেলা। এখানে কারও হাত নেই। কিন্তু এর জন্য দায়ী আমরা নিজেই। কেউ অস্বীকার করতে পারব না, যার মূল কারণ বৃক্ষচ্ছেদন। এর মাশুল তো দিতেই হবে। তবুও আমি শেষে বলব, 'আয় বৃষ্টি ঝেঁপে ধান দেব মেপে'।

**মনোজকুমার রায়**
**দক্ষিণ ঝাড় আলতা, ধূপগুড়ি।**

**পত্রলেখকদের প্রতি**

যাঁরা জনমত বিভাগে মতামত জানিয়ে চিঠি পাঠাতে চান তাঁরা নিম্নলিখিত ই-মেল বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ব্যবহার করতে পারেন। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার নিজের মতামত পাঠান। নিজের এলাকার সমস্যাদি নিয়ে বিশদে লিখতে পারেন। সঙ্গে ছবি পাঠালে ভালো হয়। এছাড়াও সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠানো যাবে।

-ঃ ঠিকানা ঃ-
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

ই-মেল
janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ
9735739677

# উত্তরের বোটানিকাল গার্ডেনে 'বিপদ'

### লাভার রাস্তা অপরূপ। আশপাশে ভেষজগুণে সমৃদ্ধ প্রচুর গাছ। তবে রাস্তা তৈরি হলে সেগুলি কাটা পড়ার আশঙ্কা।

**রূপন সরকার**



চিনা ভাষায় 'তাও-তে-চিং' অথবা গৌতম বুদ্ধের কথায় 'ত-থা-ত', অর্থাৎ প্রকৃতিই সব। মানুষের উন্নতি সম্ভব একমাত্র প্রকৃতির পথ ধরে। প্রকৃতি থেকে আমাদের সৃষ্টি এবং প্রকৃতিই আমাদের রক্ষাকর্তা। প্রকৃতিকে ঈশ্বর বলা চলে, আবার প্রকৃতির ধারণা থেকে ঈশ্বরের ধারণা প্রচলিত। প্রকৃতির নিয়ম অমান্য করা মানে মানবসভ্যতার ধ্বংসকে ডেকে আনা।

প্রকৃতির টানেই মানুষ বেরিয়ে পড়ে। আমরা বেরিয়েছিলাম লাভার পথে। কালিম্পং জেলার লাভা এমন একটি পর্যটনকেন্দ্র, যার আকর্ষণ তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য যত না, তার থেকে বেশি আবহাওয়াজনিত কারণে। এই আবহাওয়ার খেলা শুরু হয় লাভা পৌঁছানোর আট/দশ কিলোমিটার আগে থেকেই। মালবাজার থেকে রওনা দিয়ে গরুবাথান হয়ে পাপরখেতিকে পেছনে ফেলে এগিয়ে চলার পথে অদ্ভুত ঠান্ডা বাতাস গাড়ির জানলা দিয়ে ভেতরে ঢুকবে।

মেঘেদের আনাগোনা বড় বিচিত্র। কখন যে পুরো এলাকা মেঘে ঢেকে যাবে, বোঝা মুশকিল। রাস্তাঘাট, পর্বতের ভাঁজ, বাড়িঘর, ছোট ছোট জনপদ- সব এক নিমেষে অদৃশ্য হয়ে যায়। দূরে পাহাড়ের কোলে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত দৃশ্যমান বাড়িগুলো আর দেখা যায় না। ভরদুপুরে যেন সন্ধ্যা নামে। ভয় জাগে এই মেঘ ভেঙে বাড়ি ফেরা যাবে তো! তখনই ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি আসে। একপশলা বৃষ্টি সব ভিজিয়ে দিয়ে চলে যায়।

বৃষ্টির পর ধীরে ধীরে মেঘের ফাঁক থেকে সূর্য উঠে আসে। সূর্যের আলোয় মেঘের ভেসে যাওয়া দেখে মুগ্ধ হতে হয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার দিনের আলো ফুটে ওঠে। হারিয়ে যাওয়া চেনা ছবি আবার ধরা দেয়। এমন খামখেয়ালি আবহাওয়া লাভার পথে। কিছুটা দূরে দূরে একটি করে ছোট্ট দোকান। নানা খাবারের পাশাপাশি পাহাড়ি সবজি স্কোয়াশ, স্কোয়াশের ডাঁটা, পাহাড়ি মুলো, পাহাড়ি বাঁধাকপি ইত্যাদি।



নিসর্গ।। লাভাগামী রাস্তা।

লাভার রাস্তাকে এককথায় 'বোটানিকাল গার্ডেন' বলা যায়। লাভার পথে এমন সব প্রজাতির গাছপালা পাওয়া যায়, যেগুলো একদিকে ভেষজগুণে সমৃদ্ধ, অন্যদিকে বাড়িঘরের রূপসজ্জা তথা ফুলের বাগানের জন্য উপযোগী। পর্যটকরা লাভার রাস্তায় পাইন বনের সৌন্দর্য উপভোগ করেন। কিন্তু অনেকের চোখের আড়ালে থেকে যায় ফার্নের জঙ্গল। ফার্নের বিভিন্ন প্রজাতি। এছাড়াও দেখা মেলে বিভিন্ন প্রজাতির ক্যালাডিয়াম।

পাহাড়ি রাস্তার ধারে কিছুটা দূরে দূরে ছোট ছোট জনপদগুলির আকর্ষণও কম নয়। এরকম জনপদে দাঁড়িয়ে মোমো খেতে খেতে মোমো বিক্রেতার সঙ্গে আলাপে জানা গেল, লাভার রাস্তাকে ফোর লেন বানিয়ে চিন সীমান্ত পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে ভারত সরকারের। ইতিমধ্যেই পাহাড়ের কিছু জায়গায় ব্রিজ তৈরি শুরু হয়ে গিয়েছে। মনে যতটা আনন্দে ছিল, ততটাই খারাপ হয়ে গেল পাহাড় কেটে রাস্তা তৈরি দেখে।

এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে কতশত গাছ কাটা যাবে, নষ্ট হবে বাস্তুতন্ত্র। যে আবহাওয়ার কারণে লাভার পথ বারবার টেনে নিয়ে আসে, তা আর থাকবে তো! আশঙ্কায় মনটা যখন ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে, তখনই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আন্তর্জাতিক সম্পর্কের কথা মনে পড়ে যায়। চিনের চোখরাঙানি তো ছিলই, বর্তমানে শেখ হাসিনা পরবর্তী বাংলাদেশের মনোভাব ভারতের সীমান্ত নিরাপত্তার জন্য অশনিসংকেত তৈরি করেছে। সেদিক থেকে দেখলে এই প্রকৃতি ধ্বংসের বিলাসিতাকে কিছুটা লঘু করে দেখা যায়। আবার প্রকৃতিই যদি না বাঁচে, তাহলে মানবসভ্যতা সংকটের মুখে পড়বে। উত্তরের আবহাওয়ার পরিবর্তন সেই ইঙ্গিত দিয়ে চলেছে।

*(লেখক অধ্যাপক। জলপাইগুড়ির বাসিন্দা)*

**সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com**

## শব্দরঙ্গ ■ ৪১৯১

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | | ২ | ★ | ৩ | ★ | ★ | ★ |
| | ★ | ৪ | | | ★ | ৫ | ৬ |
| ৭ | | | ★ | | ★ | ★ | |
| ★ | ★ | ★ | ★ | ৮ | | | |
| ৯ | | | ১০ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| | ★ | ★ | | ★ | ১১ | | ১২ |
| ১৩ | | ★ | ১৪ | | | ★ | |
| ★ | ★ | ★ | | ★ | ১৫ | | |

**পাশাপাশি :** ১। পশ্চিমবঙ্গের নিকট প্রতিবেশী রাজ্য ৪। আপত্তি, অজুহাত ৫। মরণশীল, নশ্বর ৭। হঠাৎ ভয় পেয়ে পিছিয়ে যাওয়া, ঘাবড়ে যাওয়া ৮। ধীরে প্রবাহিত বায়ু, মৃদু বাতাস ৯। নষ্ট, ধ্বংস ১১। ক্ষুদ্র অংশ, কণা ১৩। গাছ, বৃক্ষ ১৪। পণ্ড, কেঁচে গেছে এমন ১৫। চোখের পলক, অপলক বৃষ্টি।

**উপর-নীচ :** ১। সাদা, সাদাটে ২। সুযোগ, কাজ হাসিল করার উপযুক্ত সুযোগ, উত্তম উপায় ৩। অন্যের দেশ, বিদেশ ৬। রঞ্জিত, রংযুক্ত, নানা রংয়ে শোভিত ৯। ভাঁজ, স্তর ১০। বিপর্যস্ত, তছনছ ১১। সাধারণত জলজ লতাবিশেষ, শাকবিশেষ ১২। পালকিবাহক হিন্দু সম্প্রদায়বিশেষ, কোনজনের।

**সমাধান ■ ৪১৯০**

**পাশাপাশি :** ১। নষ্টমতি ৩। বাটিকা ৫। কপিকেতন ৭। মঘবা ৯। তরাস ১১। বনিবনাও ১৪। শতক ১৫। দমবাজ।

**উপর-নীচ :** ১। নরোত্তম ২। তির্যক ৩। বানকে ৪। কামিন ৬। তম্বুরা ৮। ঘরনি ১০। সরসিজ ১১। বন্দিশ ১২। বন্দুক ১৩। ওস্তাদ।

## বিন্দুবিসর্গ




সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জল্পেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৮০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯১৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯১৮৩৫৩১৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫১৩৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪১০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৪৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal. Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

### অন্ধকার আর চক্রান্তের উপাখ্যান দিল্লির বিভিন্ন বস্তিতে

# নির্বিচারে বাঙালি উচ্ছেদ

**নবনীতা মণ্ডল**



*জয় হিন্দ কলোনিতে তৃণমূলের প্রতিনিধিদল। রবিবার নয়াদিল্লিতে।*

**নয়াদিল্লি, ১৩ জুলাই :** বাংলাভাষী, পরিযায়ী আর দরিদ্র, এই তিন পরিচয়ের ভারই যেন সবচেয়ে বেশি দমন করা হচ্ছে দেশের জাতীয় রাজধানীর মাটিতে। জয় হিন্দ ক্যাম্প, ভূমিহীন ক্যাম্প, মাদ্রাজি ক্যাম্প- সব একে একে নিঃশব্দে হারিয়ে যাচ্ছে নয়াদিল্লির মানচিত্র থেকে। বসন্তকুঞ্জের 'জয় হিন্দ ক্যাম্প' হল বিলাসবহুল আবাসনের আড়ালে থাকা একটি বস্তি। মূলত পশ্চিমবঙ্গের দুই মেদিনীপুর, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, কোচবিহার থেকে আসা বাংলাভাষী পরিযায়ী শ্রমজীবী মানুষরাই বাস করেন এখানে। অথচ তিনদিন ধরেই এখানে জল নেই, নেই বিদ্যুৎও। গরমে হাঁসফাঁস করছে শিশু থেকে বৃদ্ধ। পচা নর্দমার দুর্গন্ধ, বর্ষার জমা জল আর অসহ্য আর্দ্রতায় বেঁচে থাকাই যেন দায়।

হাউজিং অ্যান্ড ল্যান্ড রাইটস নেটওয়ার্ক-এর সাম্প্রতিক রিপোর্ট বলছে, ২০২২ থেকে ২০২৩-এর মধ্যে শুধুমাত্র দিল্লিতেই বলপূর্বক উচ্ছেদের শিকার হয়েছেন ২.৭৮ লক্ষ মানুষ যা সারাদেশের মধ্যে সর্বোচ্চ। সৌন্দর্যায়ন ও উন্নয়ন প্রকল্পের আড়ালে অঘোষিত যুদ্ধ শুরু হয়েছে শহরের গরিব, প্রান্তিক মানুষদের বিরুদ্ধে। এই লড়াইয়ে বারবার নিশানা হচ্ছেন বাংলা ভাষাভাষী মানুষরা। কারণ রাজধানীর বেশিরভাগ অধিকৃত বস্তিতেই বাস প্রায় ৮০ শতাংশ বাংলা ভাষাভাষী মানুষের।

জয় হিন্দ ক্যাম্প-এর ঘটনার পরই জানাজানি হতেই সরব হয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সরব হয়েছে সিপিএম সহ কয়েকটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনও। দক্ষিণ দিল্লির 'ভূমিহীন ক্যাম্প' থেকে উচ্ছেদ হওয়া মালদার বাসিন্দা গৃহকর্মী সুলেখা বলেন, 'আমার ছেলেমেয়েকে স্কুল ছাড়তে হবে কি না, তা নিয়েই এখন ভাবছি।' অপরদিকে বছর পঁয়তাল্লিশের মালতী হালদার ভূমিহীন ক্যাম্পে আছেন গত আট মাস ধরে। তাঁর প্রশ্ন, 'আমরা কি ভারতের নাগরিক নই? তাহলে আমাদের এত উপেক্ষা কেন?'

২০২৪ সালের শেষ দিকে দক্ষিণ দিল্লির বিভিন্ন এলাকায় চালানো উচ্ছেদ অভিযানের সময় প্রায় ২৭,০০০ মানুষ বাস্তুচ্যুত হন। তাঁদের একাংশকে ছুড়ে ফেলা হয় এই ভূমিহীন ক্যাম্পে। গুজরাট, ওডিশা, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও ছত্তিশগড় থেকে আসা মানুষজন, যাঁদের অধিকাংশই নির্মাণ শ্রমিক, গৃহকর্মী, ফুটপাথ ব্যবসায়ী কিংবা রিকশাচালক। গৃহবধূ রুবিনা খাতুন বলেন, 'আমরা নিজের হাতে ঘর তৈরি করেছিলাম। সরকার এসে ভেঙে দিল। বলল পুনর্বাসন দেবে। এখন ৮ মাস ধরে এই ক্যাম্পে আছি, পাকা ঘর তো দূরের কথা, একটা টিনের ছাউনি পাইনি।' তাঁর দুই সন্তানের একজন তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ে, আরেকজন নবমে। তাদের স্কুল ৭ কিলোমিটার দূরে। ওতো দূরে স্কুলে যাবে কী, খাওয়ার টাকাই জোটে না, বলেন রুবিনা। সন্ধ্যার পর এখানে আলো থাকে না। মহিলারা শৌচাগারে যেতে ভয় পান। বিশুদ্ধ জলের কোনও স্থায়ী উৎস নেই। তাঁদের হাতে রয়েছে র‍্যাশন কার্ড, ভোটার আইডি, বিদ্যুৎ বিল এমনকি আয়কর রিটার্নও। তবু তারা ঘোষিত 'অযোগ্য'। পুনর্বাসনের তালিকায় নাম নেই বেশিরভাগেরই। জানা গিয়েছে, অধিকাংশ জরিপ করা হয়েছিল উচ্ছেদের মাত্র ৩ দিন আগে। সেই তালিকা চ্যালেঞ্জ করার কোনও সুযোগ দেওয়া হয়নি। একইভাবে তৈমুর নগর, উজিরপুর, অশোক বিহার, সৈনিক ফার্ম এইসব জায়গায় চলেছে নির্বিচারে ভাঙচুর। কাউকে ৪ দিন আগে, কাউকে ৩ দিন আগে দেওয়া হয়েছে নোটিশ।

রাজধানীর এক সময়ের স্বপ্ন ছিল 'সবার জন্য ঘর'। এখন তা পরিণত হয়েছে এক ভয়াবহ দুঃস্বপ্নে। পুনর্বাসনের নামে যেসব ফ্ল্যাট দেওয়া হচ্ছে, সেগুলির অধিকাংশই বাসযোগ্য নয়। বহু পরিবারে র‍্যাশন কার্ড, ইলেক্ট্রিক বিল, পরিচয়পত্র থাকা সত্ত্বেও ঘোষণা করা হচ্ছে 'অযোগ্য' বলে। ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ আরবান অ্যাফেয়ার্সের প্রাক্তন ডিরেক্টর হিতেশ বৈদ্য বলেন, 'এটা পরিকল্পনা নয়, এটা পরিকল্পনাকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার।' প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল বলছেন, বিজেপি গত ৫ বছরে ৪৮টি বস্তি ভাঙতে চেয়েছিল, তাঁর সরকার ৩৭টি বাঁচিয়েছে। বিজেপি বলছে, 'যা কিছু হচ্ছে সবই আদালতের নির্দেশে হচ্ছে।'

## হেনস্তার প্রতিবাদ তৃণমূলের

**নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৩ জুলাই :** জাতীয় রাজধানী সহ বিজেপিশাসিত রাজ্যগুলিতে বাঙালিদের বেছে বেছে নিশানা করা হচ্ছে বলে রবিবার ফের তোপ দাগল তৃণমূল। এর আগে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জয় হিন্দ কলোনির বাসিন্দাদের দুরবস্থা নিয়ে সরব হয়েছিলেন। তাঁর নির্দেশে রবিবার রাজ্যসভায় তৃণমূলের তিন সাংসদ সুখেন্দুশেখর রায়, সাগরিকা ঘোষ এবং সাকেত গোখলে বসন্তকুঞ্জের জয় হিন্দ কলোনিতে যান। সেখানকার পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলেন এবং তাঁদের পাশে দাঁড়ানোর আশ্বাস দেন। সুখেন্দুশেখর রায় বলেন, 'দিল্লিতে কয়েক ডজন বস্তি আছে। কিন্তু ভোটের রাজনীতির জন্য বেছে বেছে বাঙালিদের ওপর অত্যাচার করা হচ্ছে।'

সুখেন্দু বলেন, 'মানবিক কারণে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের এদের পাশে এসে দাঁড়ানো উচিত ছিল কিন্তু দাঁড়ায়নি। এদের একটাই অপরাধ এরা বাংলা ভাষায় কথা বলে।' সাগরিকা ঘোষ বলেন, 'জয় হিন্দ কলোনির সকলেই জানিয়েছেন, তাঁদের কাছে সমস্ত বৈধ কাগজপত্র রয়েছে। তাহলে কীসের ভিত্তিতে তাঁদের বাংলাদেশি বলা হচ্ছে?'

এদিকে বিভিন্ন রাজ্যে বাংলাভাষী পরিযায়ী শ্রমিকদের হেনস্তা বন্ধের আর্জি জানিয়ে রবিবার রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে একটি চিঠি দিয়েছেন প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরী। ওই পরিযায়ী শ্রমিকদের জীবন, জীবিকা ও সম্মান রক্ষায় কেন্দ্রকে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য রাষ্ট্রপতির হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করেন তিনি।




*ভাইরাল ছবিতে ব্যবসায়ী লালচাঁদ সোহাগের খুনের দৃশ্য। (ডানদিকে) প্রতিবাদে বিক্ষোভ বাংলাদেশে।*

# হিন্দু ব্যবসায়ী খুনে উত্তাল বাংলাদেশ

**ঢাকা, ১৩ জুলাই :** বাংলাদেশে যেন মাৎস্যন্যায় চলছে। কোনও সভ্য সরকার আছে বলে মনেই হচ্ছে না!

ঢাকার ব্যস্ত সড়কে পাথর দিয়ে থেঁতলে এক হিন্দু ব্যবসায়ীকে খুন করার ঘটনায় সেখানে তীব্র বিক্ষোভ শুরু হয়েছে। নিহত ব্যক্তির নাম লালচাঁদ সোহাগ। বুধবার তাঁকে খুন করে দুষ্কৃতীরা। ঘটনায় আঙুল উঠেছে বিএনপির যুবদল, ছাত্রদল ও স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা-কর্মীদের দিকে। হত্যাকাণ্ডে যুক্ত সন্দেহে এখনও পর্যন্ত দুই সশস্ত্র ব্যক্তি সহ মোট ৫ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

ঢাকার মিটফোর্ড হাসপাতালের সামনে বুধবার লালচাঁদ সোহাগ নামে ওই হিন্দু ব্যবসায়ীকে পিটিয়ে খুন করে একদল উন্মত্ত জনতা। এই ঘটনার ভিডিও ছড়িয়ে পড়ার পরই দেশজুড়ে ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। অগুনতি পড়ুয়া হাতে প্ল্যাকার্ড, গলায় স্লোগান নিয়ে রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ দেখান।

হত্যাকাণ্ডের ভিডিও দেখে মর্মাহত নির্বাসিত বাংলাদেশি সাহিত্যিক তসলিমা নাসরিন। তিনি ফেসবুক পোস্টে লিখেছেন, 'কোনও সংবেদনশীল মানুষ যদি ভিডিওটি দেখেন, বেদনায় কুঁকড়ে উঠবেন, নিজেকে মনুষ্য সমাজের কেউ ভাবতে তাঁর ভয় হবে, ঘৃণা হবে।'

হত্যাকাণ্ডের প্রেক্ষিতে ঢাকার কোতোয়ালি থানায় লালচাঁদের বোন মঞ্জুয়ারা বেগম ১৯ জনের নাম উল্লেখ করে অভিযোগ দায়ের করেছেন। অভিযোগে আরও ১৫-২০ জন অজ্ঞাত ব্যক্তিকেও অভিযুক্ত করা হয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, সোহাগকে দোকান থেকে টেনে বের করে লোহার রড আর কংক্রিটের চাঙড় দিয়ে পিটিয়ে মেরে ফেলা হয়। তারপর দেহের ওপর দাঁড়িয়ে হামলাকারীরা নাচানাচি করে।

শনিবার প্রতিবাদে রাস্তায় নামেন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় যেমন ব্র্যাক, এনএসইউ, ইস্ট-ওয়েস্ট এবং সরকারি ইডেন কলেজের ছাত্রছাত্রীরা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়েও বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। 'জাহাঙ্গির নগর এগেইনস্ট রিপ্রেশন' ব্যানারে শিক্ষার্থীরা স্লোগান দেন, 'মানুষ মারার অধিকার কে দিল? চাঁদাবাজি আর সন্ত্রাসে সরকারের কী ভূমিকা?'

জাহাঙ্গির নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সোশালিস্ট স্টুডেন্ট ফ্রন্টের নেতা সাজিব আহমেদ জেনিচ বলেন, 'অন্তর্বর্তীকালীন সরকার আসার পরেও গুম, খুন, ধর্ষণ আর বিচারবহির্ভূত হত্যার বিরুদ্ধে আমাদের যে লড়াই করতে হচ্ছে, এটা জাতির পক্ষে লজ্জাজনক। আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে প্রশাসন পুরো ব্যর্থ।'

বিএনপির যুব শাখার সঙ্গে অভিযুক্তদের যোগসূত্র থাকলেও দলটি চারজনকে বহিষ্কার করেছে।

## মালগাড়িতে আগুন

**চেন্নাই, ১৩ জুলাই :** তামিলনাড়ুর চেন্নাই থেকে জোলারপেটগামী ডিজেলবোঝাই একটি মালগাড়ির পাঁচটি কামরায় আগুন ধরে যাওয়াকে কেন্দ্র করে রবিবার ব্যাপক আতঙ্ক ছড়ায় তিরুভাল্লুরে। ঘটনাটি ঘটেছে এই স্টেশনের কাছে। ওই জায়গায় রেললাইনের দু'ধারে কয়েকশো মানুষ বসবাস করেন। মালগাড়িতে আগুন লাগার খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তাঁদের বিভিন্ন সরকারি কমিউনিটি সেন্টারে নিয়ে যায়। সেখানেই তাঁদের আশ্রয় দেওয়া হয়েছে। চারটি কামরা পুড়ে গেলেও আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে চেন্নাই থেকে মাইসুরু ও কোয়েম্বাটোরগামী তিনটি বন্দে ভারত ও শতাব্দী ট্রেন বাতিল করা হয়। চেন্নাই থেকে বেঙ্গালুরুগামী ডাবল ডেকার এক্সপ্রেসও বাতিল হয়েছে।

## ফুটপাথে গাড়ি, জখম ৫

**নয়াদিল্লি, ১৩ জুলাই :** ফুটপাথে ঘুমন্ত অবস্থায় আট বছরের বালিকা সহ গাড়িচাপা পড়লেন পাঁচ ফুটপাথবাসী। তাঁরা আহত হয়েছেন। ঘটনাস্থল রাজধানীর বসন্তবিহার। এখানে শিবা ক্যাম্পের বাইরে ফুটপাথে ঘুমোচ্ছিলেন তাঁরা। তাঁদের চিকিৎসা চলছে। অভিযোগ, চালক মদ্যপ অবস্থায় ওই কাণ্ড ঘটান। পুলিশ গাড়িচালক উৎসব শেখরকে চিহ্নিত করে গ্রেপ্তার করেছে। তিনি যে অ্যালকোহল পান করেছিলেন মেডিকেল পরীক্ষায় তা প্রমাণিত হয়েছে। রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী উৎসব শেখর দ্বারকার বাসিন্দা। তিনি নয়ডা থেকে গাড়ি চালিয়ে ফেরার পথে দুর্ঘটনাটি ঘটে। ফুটপাথবাসীরা রাজস্থানের। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। রুজু হয়েছে মামলা।

## ধর্মান্তরণ নিয়ে ক্ষোভ যোগীর

**লখনউ, ১৩ জুলাই :** ধর্মান্তরণ নিয়ে গভীর চক্রান্ত চলছে। এটা কোনওভাবেই বরদাস্ত করা হবে না। শনিবার এভাবেই হুঁশিয়ারি দিলেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। এদিন অবৈধ ধর্মান্তরণকে 'দেশের সম্মান নষ্ট করা'র এবং 'সমাজকে দুর্বল করার গভীর চক্রান্ত' বলে মন্তব্য করে তিনি বলেন, 'এই ধরনের কার্যকলাপ কোনওভাবে সহ্য করা হবে না এবং রাজ্য সরকার কঠোর পদক্ষেপ নিচ্ছে।'

শনিবার যোগী বলেন, বলরামপুরে সম্প্রতি বড়সড়ো এক অবৈধ ধর্মান্তরণ চক্র ধরা পড়েছে, যাদের কাছে বিপুল পরিমাণ বিদেশি অর্থ সাহায্য আসত। তদন্তে দেখা গিয়েছে, প্রায় ১০০ কোটির বেশি টাকা ৪০টি ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে লেনদেন হয়েছে, যেখানে ধর্মান্তরণের নির্দিষ্ট 'দর' ঠিক করা ছিল। যোগী আরও বলেন, পিছিয়ে পড়া শ্রেণি, বিশেষ করে তপশিলি জাতি ও উপজাতির গরিব মানুষদের লোভ দেখিয়ে বা জোর করে ধর্মান্তরণ করা হচ্ছে, যা সংবিধানের মূল চেতনার বিরোধী।

# চালকদের ভুল মানতে নারাজ বিশেষজ্ঞরা

**নয়াদিল্লি, ১৩ জুলাই :** আহমেদাবাদ বিমান দুর্ঘটনার কারণ হিসেবে প্রাথমিক তদন্ত রিপোর্টে জ্বালানি সুইচ বন্ধ করাকেই দায়ী করেছে এয়ারক্রাফট অ্যাক্সিডেন্ট ইনভেস্টিগেশন ব্যুরো (এএআইবি)। ওই সুইচ কে বন্ধ করেছিল বা কীভাবে বন্ধ হয়েছিল, সেই সম্পর্কে কিছু বলা না হলেও ১৫ পাতার তদন্ত রিপোর্টে প্রচ্ছন্নভাবে অভিশপ্ত ড্রিমলাইনারের দুই পাইলটের দিকেই আঙুল তোলা হয়েছে। কিন্তু তাতে সন্তুষ্ট নয় বিশেষজ্ঞ মহল। সেই কারণে ওই রিপোর্টকে শনিবারই খারিজ করে দেয় পাইলটদের সংগঠন এয়ারলাইন পাইলটস অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া (আলপা)। রবিবার সেই সুরে সুর মিলিয়ে ভারতীয় বায়ুসেনার প্রাক্তন ডিরেক্টর সঞ্জীব কাপুরও বলেছেন, 'কোনও সুস্থ মস্তিষ্কের পাইলট বিমান আকাশে ওড়ার সঙ্গে সঙ্গে ইচ্ছাকৃতভাবে জ্বালানি সুইচ বন্ধ করে দিতে পারেন না। এটা একদম বাজে কথা।' একটি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, 'একজন পাইলট কেন আকাশে ওড়ার পরপরই ইঞ্জিন বন্ধ করার জন্য বিমানটিকে ১৭০ ডিগ্রি ঘুরিয়ে দেবেন? এটা সমস্ত যুক্তিবুদ্ধির ঊর্ধ্বে।'

রিপোর্টে বলা হয়েছিল, বিমানটি আকাশে ওড়ার সঙ্গে সঙ্গে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে বিমানের দুটি



ইঞ্জিনের জ্বালানি সুইচ রান থেকে কাট অফ করে দেওয়া হয়েছিল। জ্বালানি না পেয়ে বিমানের দুটি ইঞ্জিনই বন্ধ হয়ে যায়। বায়ুসেনার প্রাক্তন ডিরেক্টর বলেন, 'একজন পাইলট হালকা চালে কখনও মে-ডে কল করেন না। মে-ডের তাৎপর্যই হল সাংঘাতিক গুরুতর কিছু ঘটেছে। দুটি ইঞ্জিনই যে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল এই বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু কীভাবে ইঞ্জিন দুটি বন্ধ হয়ে গেল, সেই সম্পর্কে কিছুই বলা হয়নি রিপোর্টে।' ঘটনা হল, কেন্দ্রীয় বিমান পরিবহণমন্ত্রী রামমোহন নাইডুও প্রাথমিক তদন্ত রিপোর্ট দেখে সিদ্ধান্তে উপনীত না হওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু পাইলটদের গাফিলতির দিকে আঙুল ওঠার ইঙ্গিত থাকায় অসন্তুষ্ট বিশেষজ্ঞরা। সঞ্জীব কাপুর এও বলেন, 'এই রিপোর্টটি প্রকাশ্যে আসতে সময় লেগেছে ২০ দিন। এটা দীর্ঘ সময়। তদন্তকারীদের কাছে সমস্ত তথ্য ছিল। এই রিপোর্ট আরও বিস্তারিত হওয়া উচিত ছিল।' শুধু বিশেষজ্ঞরাই নন, যাঁরা ওই ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছিলেন তাঁদের অন্যতম ১৯ বছরের পড়ুয়া সঙ্কেত গোস্বামীর বাবা অতুল গোস্বামীও বলেন, 'আমার ছেলের লন্ডনে যাওয়ার কথা ছিল। আমাদের পরিবার ওঁর ওপর নির্ভরশীল ছিল। আমরা এই রিপোর্টে মোটেই সন্তুষ্ট নই। আমরা চাই সরকার পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তদন্ত করে দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিক।'

## বিহারে ভোটার তালিকায় বিদেশি

**পাটনা, ১৩ জুলাই :** বিহারের ভোটার তালিকায় বিপুল বিদেশি নাগরিকের সন্ধান পেল নির্বাচন কমিশন। ভোটার তালিকার এসআইআর বা স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন প্রক্রিয়ায় নেপাল, বাংলাদেশ এবং মায়ানমারের বিপুল সংখ্যক মানুষজন বিহারে বসবাস করছেন বলে একটি সূত্র দাবি করেছে। যদিও নির্বাচন কমিশনের সূত্রের ওই দাবি পত্রপাঠ খারিজ করে দিয়েছেন বিহারের বিরোধী দলনেতা তেজস্বী যাদব। তাঁর কটাক্ষ, 'এই সূত্র হচ্ছে তারাই যারা দাবি করেছিল আমরা ইসলামাবাদ, করাচি, লাহোর দখল করে ফেলেছি।' বিহারে এসআইআর প্রক্রিয়ার ৮০ শতাংশ সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছে বলে কমিশন যে দাবি

### কটাক্ষ তেজস্বীর

করেছে তাও নস্যাৎ করে দিয়েছেন লালু-পুত্র। বুথ লেভেল আধিকারিকরা এসআইআর করার সময় ওই তথ্য পেয়েছিলেন বলে জানা গিয়েছে।

কমিশনের আধিকারিকরা জানিয়েছেন, বিহারের ভোটার তালিকায় বিদেশিদের সন্ধান পাওয়ার পরই তা খতিয়ে দেখা শুরু হয়েছে। ৩০ সেপ্টেম্বর চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশিত হবে। তাতে ওই ভোটারদের নাম থাকবে না। ২৫ জুন থেকে শুরু হওয়া এসআইআর প্রক্রিয়া ২৬ জুলাই পর্যন্ত চলবে। বিহারের ভোটার তালিকায় বিদেশিদের হদিস মেলায় তোপ দেগেছে বিজেপি। দলের আইটি সেলের প্রধান অমিত মালব্যের অভিযোগ, নিজেদের ভোটব্যাংক তৈরি করতে বিরোধী দলগুলি বিদেশি নাগরিকদের ভোটার তালিকায় নাম ঢোকানোর চেষ্টা করেছে। জবাবে তেজস্বী বলেন, 'এসআইআর শেষবার হয়েছিল ২০০৩ সালে। তারপর থেকে ২০১৪, ২০১৯ এবং ২০২৪ সালে ভোট হয়েছে। সেই নির্বাচনগুলিতে আমরা তিন থেকে চার লক্ষ ভোটে হেরেছিলাম। তার মানে কি বিদেশিরা প্রধানমন্ত্রী মোদিকে ভোট দিয়েছিলেন? এসআইআর পুরোপুরি ভাঁওতা। সমস্ত নির্বাচন প্রতারণা করে জিতেছিল ওরা। কমিশন একটি রাজনৈতিক দলের সেল হিসেবে কাজ করছে।'

### সরব তৃণমূল

## ওডিশায় গায়ে আগুন ছাত্রীর

**ভুবনেশ্বর, ১৩ জুলাই :** বিভাগীয় প্রধানের বিরুদ্ধে যৌন নিগ্রহের অভিযোগ তুলে শনিবার কলেজ ক্যাম্পাসের মধ্যে গায়ে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছেন এক ছাত্রী। তাঁকে বাঁচাতে গিয়ে গুরুতরভাবে পুড়ে গিয়েছেন আরও এক ছাত্রী। একজনের শরীরের ৯৫ শতাংশ পুড়ে গিয়েছে। অন্যজনের ৬৫ শতাংশ পুড়েছে। ওডিশার বালেশ্বরের এফএম (অটোনমাস) কলেজের ঘটনায় বিরোধীদের প্রবল সমালোচনার মুখে পড়েছে ওডিশায় ক্ষমতাসীন বিজেপি সরকার। তদন্তের জন্য পুলিশের বিশেষ দল গঠনের নির্দেশ দিয়েছে ওডিশা সরকার। মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়া দুই ছাত্রীর চিকিৎসার যাবতীয় খরচ বহন করার কথা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মোহনচরণ মাঝি।

অভিযুক্ত বিভাগীয় প্রধানকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বরখাস্ত করা হয়েছে কলেজের অধ্যক্ষকে। অভিযুক্ত বিভাগীয় প্রধানের বিরুদ্ধে এক সপ্তাহ আগে কলেজ কমিটির কাছে অভিযোগ জানিয়েছেন ওই ছাত্রী। কয়েকদিন কেটে গেলেও সংশ্লিষ্ট অধ্যাপকের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি। প্রতিবাদে গায়ে আগুন লাগান অভিযোগকারিণী। রাজ্য সরকারের দিকে আঙুল তুলেছে বিরোধীরা। বিজেডি প্রধান নবীন পট্টনায়েক বলেন, 'বারবার অভিযোগ জানিয়েও ওই ছাত্রী ন্যায়বিচার পাননি।' তৃণমূল কংগ্রেসের এক্স হ্যান্ডেলে লেখা হয়েছে, 'আলাদা আলাদা দিন, আলাদা আলাদা শিকার। বিজেপি সরকারের তত্ত্বাবধানে সব জায়গায় এক ধরনের পচন ছড়াচ্ছে। ওডিশার বালেশ্বরে একজন ছাত্রীকে তাঁর বিভাগীয় প্রধান কুপ্রস্তাব দিয়েছিলেন। প্রস্তাব না মানলে ছাত্রীর ভবিষ্যৎ নষ্ট করার হুমকি দেন। গায়ে পেট্রোল ঢেলে নিজেকে শেষ করে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন ওই ছাত্রী। তাঁর শরীরের ৯৫ শতাংশ পুড়ে গিয়েছে। ছাত্রীকে বাঁচাতে গিয়ে তাঁর সহপাঠীর শরীরের ৭০ শতাংশ পুড়ে গিয়েছে।'

## ফাঁসি দিন, আর্তি বাবার

**চণ্ডীগড়, ১৩ জুলাই :** হরিয়ানার টেনিস খেলোয়াড় রাধিকা যাদবের মৃত্যু হয়েছে বাবা দীপক যাদবের গুলিতে। ঘাতক বাবা নিজেই মেয়েকে গুলিতে ঝাঁঝরা করে দেওয়ার কথা পুলিশের কাছে স্বীকার করে নিয়েছেন। খুনি কে তা নিয়ে ধোঁয়াশা নেই, তবে রহস্য দানা বাঁধছে খুনের কারণ নিয়ে। সূত্রের খবর, পুলিশ হেপাজতে থাকাকালীন দীপক একাধিকবার তাঁকে ফাঁসি দেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'আমি আমার মেয়েকে মেরে ফেলেছি, আমাকে ফাঁসি দিন।'

দাদার ফাঁসির সাজা চেয়েছেন রাধিকার কাকা বিজয় যাদবও। তাঁর সাফ কথা, 'উনি মেয়েকে মেরে ফেলার কথা স্বীকার করেছেন। ওঁকে যেন ফাঁসি দেওয়া হয়।' প্রাথমিক তদন্তের গতিপ্রকৃতি এবং রাধিকার বন্ধুদের কথায় ইঙ্গিত, বাবার পুরুষতান্ত্রিক মনোভাব এবং অতিরিক্ত সন্দেহ প্রবণতার মাশুল গুনতে হয়েছে ২৫ বছরের মেয়েটিকে। যদিও সব সময় পরিবারকে খুশি করে চলার চেষ্টা করতেন রাধিকা।

তাঁর বন্ধু হিমাংশিকা সিং রাজপুত সমাজমাধ্যমে করা এক পোস্টে জানিয়েছেন, রাধিকা কী ধরনের পোশাক পরবেন, কোথায় যাবেন, কী খাবেন, কার সঙ্গে মিশবেন, কাকে ভিডিও কল করবেন সব কিছু ঠিক করে দিত তাঁর পরিবার। রাধিকার বাবা-মা মেয়ের প্রতিটি কাজের দিকে নজর রাখতেন। তাঁদের সন্দেহ প্রবণতা রাধিকার জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছিল। হিমাংশিকা লিখেছেন, 'রাধিকার জীবনে স্বাধীনতা বলে কিছু ছিল না। ওঁকে সবসময় অপমান সহ্য করতে হত।' বন্ধু জানিয়েছেন, নিজের পায়ে দাঁড়ানোর স্বপ্ন দেখতেন রাধিকা। সেই কারণে চোট পাওয়ার পর নিজের টেনিস অ্যাকাডেমি শুরু করেছিলেন। বহু ছেলে-মেয়ে তাঁর কাছে প্রশিক্ষণের জন্য আসত। কিন্তু মেয়ের স্বাবলম্বী হওয়ার চেষ্টা বাবার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে দিয়েছে।

### চাকরি খোয়ালেন ১,৩৫৩ জন

# গণছাঁটাই মার্কিন বিদেশ দপ্তরে




*মার্কিন বিদেশ দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ।*

**ওয়াশিংটন, ১৩ জুলাই :** ইঙ্গিত আগেই ছিল। শুক্রবার থেকে মার্কিন বিদেশ দপ্তরে বড় ধরনের রদবদল শুরু করেছে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন। এর অংশ হিসাবে যুক্তরাষ্ট্রে কর্মরত ১,৩৫০ জনের বেশি কর্মীকে ছাঁটাই করা হচ্ছে। সমালোচকরা বলছেন, এই পদক্ষেপের ফলে বিশ্ব মঞ্চে আমেরিকার কূটনৈতিক ক্ষমতা দুর্বল হবে।

বৃহস্পতিবার গণছাঁটাইয়ের ঘোষণা করেছিলেন বিদেশ দপ্তরের সহকারী সচিব (মানবসম্পদ এবং ব্যবস্থাপনা) মাইকেল জে রিগাস। তারপরের দিন থেকেই কর্মী ছাঁটাইয়ের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে আমেরিকায়।

ছাঁটাই হওয়া কর্মীদের মধ্যে ১,১০৭ জন সিভিল সার্ভিস এবং ২৪৬ জন বিদেশ বিষয়ক অফিসার। এঁরা সকলেই যুক্তরাষ্ট্রে নানা বিভাগে কর্মরত ছিলেন। এমন এক সময়ে এই ছাঁটাই হচ্ছে, যখন ওয়াশিংটনকে একযোগে ইউক্রেন যুদ্ধ, গাজা সংঘাত এবং ইরান-ইজরায়েল উত্তেজনার মতো বড় বড় বিশ্বজনীন সংকট সামলাতে হচ্ছে।

বিদেশ দপ্তরের এক অভ্যন্তরীণ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, 'দপ্তরের দেশীয় কার্যক্রম কমিয়ে কূটনৈতিক অগ্রাধিকারগুলির ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে।' বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছে, 'অপ্রয়োজনীয়, পুনরাবৃত্তি ধরনের কাজ এবং যেখানে বেশি কার্যকারিতা আনা সম্ভব, সেসব ক্ষেত্রেই পদ সংখ্যা কমানো হচ্ছে।'

মার্কিন বিদেশ দপ্তরের হিসাব অনুযায়ী, স্বেচ্ছায় ইস্তফা সহ প্রায় ৩ হাজার পদ তুলে দেওয়া হবে। মার্কিন মুলুকে বিদেশ দপ্তরের মোট কর্মীর সংখ্যা প্রায় ১৮ হাজার।

ট্রাম্প প্রশাসনের লক্ষ্য হিসাবে বলা হয়েছে, 'আমেরিকা ফার্স্ট' নীতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে বিদেশ নীতি সাজানো হয়েছে। তবে প্রাক্তন কূটনীতিক ও সমালোচকদের মতে, এভাবে বিদেশ বিষয়ক অভিজ্ঞ অফিসারদের ছাঁটাই করলে চিন ও রাশিয়ার মতো প্রতিদ্বন্দ্বীদের মোকাবিলা করা ট্রাম্প সরকারের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়বে।

## 'পরমাণু আগ্রাসন নয়'



**ইসলামাবাদ, ১৩ জুলাই :** পরমাণু প্রশ্নে সুর নরম করলেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ। রবিবার তিনি দাবি করেছেন, অপারেশন সিঁদুর চলাকালীন ভারতের বিরুদ্ধে পরমাণু অস্ত্র ব্যবহারের কথা ভাবেনি পাকিস্তান। কারণ, পাকিস্তানের পরমাণু কর্মসূচি পুরোপুরি শান্তিপূর্ণ এবং দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। কোনও ধরনের আগ্রাসনের সঙ্গে এই কর্মসূচির সম্পর্ক নেই বলে জানিয়েছেন শাহবাজ শরিফ। ইসলামাবাদে পড়ুয়াদের এক সভায় পাক প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'পাকিস্তানের পারমাণবিক সক্ষমতা শান্তি এবং আমাদের সার্বভৌমত্ব রক্ষার লক্ষ্যে অর্জন করা হয়েছে। এটি সংঘাত শুরু করার জন্য নয়।'

## কোপে কিউবা

**ওয়াশিংটন, ১৩ জুলাই :** মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নিশানায় এবার কিউবা। ৪ বছর আগে গণতন্ত্রের দাবিতে আন্দোলন দমনে বলপ্রয়োগের অভিযোগে কিউবার প্রেসিডেন্ট মিগুয়েল ডিয়াজ কানাল, প্রতিরক্ষামন্ত্রী আলভারো লোপেজ মিয়ারা, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লাজারো আলবার্তো আলভারেজ কাসাস এবং শাসকদলের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ নেতার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে আমেরিকা। সমাজমাধ্যমে করা পোস্টে মার্কিন বিদেশসচিব মার্কো রুবিও লিখেছেন, 'কিউবার বর্বর সরকারের বিরুদ্ধে সেদেশের সাধারণ জনগণের পাশে থাকার বার্তা দিতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।' জবাব দিয়েছেন কিউবার বিদেশমন্ত্রী ব্রুনো রডরিগেজ। তিনি বলেছেন, 'আমেরিকা কোনও দিন কিউবার সাধারণ মানুষ এবং সরকারের মনোবল ভাঙতে পারবে না।'

# মারাঠি না বলায় 'ঠাকরে' দাওয়াই

**মুম্বই, ১৩ জুলাই :** বাংলা ভাষায় কথা বলার কারণে বিভিন্ন রাজ্যে পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দাদের বাংলাদেশি বলে দাগিয়ে দিয়ে হেনস্তা এবং গ্রেপ্তারির বেশ কিছু ঘটনা সামনে এসেছে। এবার হিন্দি বলার 'অপরাধে' হেনস্তার শিকার হলেন এক অটোচালক। মহারাষ্ট্রের পালঘরের ঘটনা। মারাঠি বলতে না চাওয়া ওই অটোচালককে মারধরের অভিযোগ উঠেছে শিবসেনা-ইউবিটি এবং এমএনএস নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে।

ঘটনার সূত্রপাত সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হওয়া একটি ভিডিওকে কেন্দ্র করে। সেখানে দেখা যাচ্ছে, ভবেশ পাডোলিয়া নামে একজনের সঙ্গে তর্ক জুড়ে দিয়েছেন ওই অটোচালক। পাডোলিয়া তাঁকে জিজ্ঞাসা করছিলেন, তিনি কেন মারাঠিতে কথা বলছেন না? জবাবে চালক বারবার বলতে থাকেন, 'ম্যায় হিন্দি বলুঙ্গা' (আমি হিন্দি বলব)। তিনি হিন্দি ও ভোজপুরিতে কথা বলতে পছন্দ করেন বলে চালক জানান। এরপরেই ভিরার রেল স্টেশনের কাছে চালককে আটকান উদ্ধব ও রাজ ঠাকরের দলের লোকেরা। প্রথমে দু'পক্ষের মধ্যে



কথাকাটাকাটি হয়। তারপর চালককে মারধর করেন ঠাকরে শিবিরের নেতা-কর্মীরা। চালককে পাডোলিয়া এবং মহারাষ্ট্রের কাছে ক্ষমা চাইতে বাধ্য করা হয়।

ঘটনার কারণ ব্যাখ্যা করেছেন শিবসেনা ইউবিটির ভিরার শহর শাখার প্রধান উদয় যাদব। তিনি জানিয়েছেন, শিবসেনার ধাঁচে হিন্দিভাষী চালককে 'জবাব' দিয়েছেন তাঁরা। যাদব বলেন, 'যদি কেউ মারাঠি ভাষা, মহারাষ্ট্র বা মারাঠাদের অপমান করার সাহস করেন, তবে তিনি শিবসেনার স্টাইলে জবাব পাবেন। আমরা চুপ করে বসে থাকব না।' তিনি আরও বলেন, 'ওই অটোচালক মহারাষ্ট্র এবং মারাঠিদের সম্পর্কে খারাপ কথা বলার সাহস দেখিয়ে ছিলেন। তাঁকে উচিত শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। আমরা তাঁকে রাজ্যের জনগণের কাছে এবং যাঁদের তিনি আঘাত করেছেন তাঁদের কাছে ক্ষমা চাইতে বাধ্য করেছি।'

এর আগে থানেতে মারাঠিতে কথা না বলার কারণে এক খাবার বিক্রেতাকে চড় মারার অভিযোগ উঠেছে এমএনএস কর্মীদের বিরুদ্ধে। ওই ঘটনার জেরে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়েছিল এলাকায়। ঘটনায় এমএনএসের ৭ কর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

# গর্ভাবস্থায় গ্যাজেট ব্যবহার নিরাপদ কি না

গর্ভাবস্থা একজন নারীর জীবনে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সময়। এই সময় হবু মায়েদের অতি সাবধানে এবং যত্নে থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়ে থাকে। তাই বলে শুয়েবসে থাকতে গিয়ে যে সারাক্ষণ স্মার্টফোনে মুখ গুঁজে থাকবেন তেমনটা মোটেও ঠিক নয়। গবেষণায় স্বল্প সময়ের জন্য মোবাইল ফোন ব্যবহারের কোনও বিরূপ প্রভাব যেমন প্রমাণিত হয়নি, তেমনই গর্ভাবস্থায় মোবাইল ব্যবহার যে নিরাপদ সেটাও বলা যায় না। লিখেছেন স্ত্রীরোগবিশেষজ্ঞ **ডাঃ চন্দ্রিমা দত্ত**

মোবাইল ফোনের মতো ইলেক্ট্রনিক যন্ত্র থেকে এক ধরনের নন আয়োনাইজিং তড়িৎচুম্বকীয় বিকিরণ বের হয়। এটি নিম্নস্তরের শক্তিতরঙ্গ, ফলে মানুষের শরীরে গভীরভাবে অনুপ্রবেশ করতে পারে না। তবে বাহ্যিক অঙ্গে দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব কিছুটা থাকে, বিশেষ করে চোখের ওপর। গর্ভের বাচ্চার তেমন মারাত্মক ক্ষতি করে না। এরকম বিকিরণ ল্যাপটপ, টিভি, মাইক্রোওয়েভ, ওয়াইফাই থেকেও বের হয়। কিন্তু আয়োনাইজিং বিকিরণ অর্থাৎ এক্স-রে, সিটি স্ক্যান থেকে অবশ্যই দূরে থাকতে হবে। কারণ, এর থেকে নির্গত বিকিরণ গর্ভস্থ বাচ্চার জন্য ক্ষতিকারক।

## গবেষণায় জানা গিয়েছে

গর্ভাবস্থায় মোবাইল ফোনের ব্যবহার মা এবং শিশুর স্বাস্থ্যের উপর ক্ষতিকারক কোনও প্রভাব ফেলে কি না তা জানার জন্য এখনও পর্যন্ত অনেক গবেষণা হয়েছে। যেমন ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা গবেষণা করেছেন। বার্সেলোনায় ২০১৭ সালে ৪০ হাজারের বেশি মা-শিশুর ওপর একটি সমীক্ষা করা হয়। যেসব মা মোবাইল ফোনে বেশি সময় ব্যয় করেছেন, তাঁদের সন্তানদের আচরণগত এবং মানসিক সমস্যা বিশেষ করে হাইপারঅ্যাক্টিভিটি (এডিএইচডি)-র সমস্যা দেখা গিয়েছে।

## গর্ভাবস্থায় অতিরিক্ত গ্যাজেট ব্যবহারের প্রভাব

### মোবাইল থেকে নির্গত নীল আলো

আমাদের চোখের পক্ষে ক্ষতিকারক।

### বিকিরণ

বেশি সময় ব্যবহারে মোবাইল থেকে নির্গত বিকিরণ গর্ভস্থ সন্তানের মস্তিষ্কের বিকাশে বাধা তৈরি করতে পারে। ফলে পরবর্তীতে সন্তান অ্যাটেনশন ডেফিসিট হাইপারঅ্যাক্টিভিটি ডিসঅর্ডার (এডিএইচডি)-এর সমস্যায় ভুগতে পারে। এতে বাচ্চার আচরণে অতিরিক্ত উত্তেজনা অর্থাৎ অল্পেতেই রেগে যাওয়া বা বিরক্তবোধ করতে পারে।

### ঘুমের ব্যাঘাত

গর্ভাবস্থায় যেখানে গর্ভবতী মায়ের পর্যাপ্ত ঘুমের প্রয়োজন, সেখানে মোবাইলের অতিরিক্ত ব্যবহারে মায়ের ঘুমের ব্যাঘাত হতে পারে।

### মানসিক উদ্বেগ

হাতে মোবাইল ফোন থাকলে গর্ভবতী মা সবসময় অনলাইনে গর্ভাবস্থার যাবতীয় সমস্যার ব্যাপারে সার্চ করেন, যেমন বমি কেন হচ্ছে, বাচ্চা কেন বারবার নড়ছে না, কী খাব, কী খাব না, কোন পাশ ফিরে শোব ইত্যাদি। ইন্টারনেটে সবসময় সঠিক উত্তর পাওয়া নাও যেতে পারে, উলটে মা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন, যা গর্ভাবস্থায় মা এবং সন্তান উভয়ের জন্য ক্ষতিকারক।

তাছাড়া মোবাইলে বেশি সময় দিলে পরিবারে নিজেদের মধ্যে কমিউনিকেশন গ্যাপ তৈরি হয়। তার থেকেও উদ্বেগ, অবসাদ আসে, একাকিত্ব গ্রাস করে। তাছাড়া মনঃসংযোগে ব্যাঘাত ঘটে এবং সারভাইকাল স্পাইনে ব্যথা হতে পারে।

## করণীয়

- গর্ভাবস্থায় সারাদিনে দু'ঘণ্টার বেশি সময় মোবাইল, ল্যাপটপে কাজ করা থেকে বিরত থাকুন।
- প্রয়োজনে প্রতি ২০ মিনিট অন্তর পর্দা থেকে চোখ সরিয়ে বিশ্রাম নিন।
- অনেক সময় ধরে পা ঝুলিয়ে বসে কম্পিউটার বা ল্যাপটপে কাজ করলে পা ফুলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সেক্ষেত্রে মাঝে মাঝে বিরতি নিয়ে একটু হেঁটে আসুন এবং পা তুলে বসে কাজ করুন।
- পেটের আশপাশে বা পকেটে মোবাইল ফোন রাখবেন না, এতে বিকিরণ সরাসরি গর্ভস্থ শিশু পর্যন্ত পৌঁছানোর সম্ভাবনা থাকে।

- ঘুমানোর সময় মাথার কাছাকাছি ফোন রাখবেন না এবং চার্জ দেবেন না। বিছানা থেকে কিছুটা দূরে ফোন রাখুন, পারলে রাতে সুইচ অফ করে দিন।
- ঘরের মধ্যে ওয়াই-ফাই কানেকশন ডিভাইস থাকলে সেটিও ঘুমানোর সময় বন্ধ রাখুন।
- রাতে শুতে যাওয়ার দু'ঘণ্টা আগে ফোন দেখা বন্ধ করুন।
- ফোনের চার্জ ১৫ শতাংশের নীচে নেমে গেলে আর ব্যবহার করবেন না, পুরো চার্জ দিয়ে তারপর ব্যবহার করুন। কারণ চার্জ কম থাকলে বিকিরণ বেড়ে যায়।
- অন্ধকারে মোবাইল, ল্যাপটপ ব্যবহার করবেন না। এতে নির্গত নীল আলো সরাসরি চোখের ক্ষতি করে। মোবাইল ফোনের ব্লু-লাইট ফিল্টার ব্যবহার করুন।
- মোবাইল ফোনের ভলিউম সীমার মধ্যে রাখুন, যাতে রিংটোন বা নোটিফিকেশনের আওয়াজ মনের শান্তি বিঘ্নিত করতে না পারে।
- সবসময় পজিটিভ থাকুন। নোটিফিকেশনের যে নিউজগুলি আমাদের মনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে সেগুলি বন্ধ করুন। যা একজন গর্ভবতী মায়ের জন্য ভালো, মনের ওপর পজিটিভ প্রভাব ফেলতে পারে এরকম নিউজ বা ভিডিও দেখুন।

সবশেষে বলি, গ্যাজেট ব্যবহার বাদ দেওয়া সম্ভব নয়। এখানে দেওয়া পরামর্শগুলি মাথায় রেখে গ্যাজেট ব্যবহার করুন, তাতে আপনার সন্তান গর্ভে নিরাপদে থাকবে।

# রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে না রাখলেই বিপদ

সারা পৃথিবীতে হাই ব্লাড প্রেশার বা উচ্চ রক্তচাপ হৃদরোগের প্রধান কারণ, যা ২০-৫০ শতাংশ মৃত্যুর জন্য দায়ী। তাছাড়া উচ্চ রক্তচাপের কারণে প্রধানত স্ট্রোক ও হার্টের সমস্যাও দেখা যায়। লিখেছেন উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সহকারী অধ্যাপক এবং মেডিসিন বিশেষজ্ঞ **ডাঃ অভেদ বিশ্বাস**

পূর্ণবয়স্ক মানুষের স্বাভাবিক রক্তচাপ ১২০/৮০। কিন্তু সেটা যখন ১৪০/৯০-এর বেশি হয় তখন তাকে উচ্চ রক্তচাপ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। উচ্চ রক্তচাপ সাধারণভাবে কোনও সমস্যা তৈরি করে না। তাই এর ক্ষতিকর প্রভাব আমরা প্রাথমিকভাবে বুঝতে না পেরে অবহেলা করি। কিন্তু এটি বিভিন্ন অঙ্গ যেমন হার্ট, কিডনি, মস্তিষ্ক, চোখ ও নার্ভের ক্ষতি করে।

উন্নত বিশ্বে মোট জনসংখ্যার অর্ধেক মানুষ উচ্চ রক্তচাপজনিত সমস্যায় ভুগছেন। যাঁদের উচ্চ রক্তচাপ রয়েছে তাঁদের মধ্যে মাত্র অর্ধেক রক্তচাপের চিকিৎসা করান। মাত্র অর্ধেকই সঠিক চিকিৎসার মাধ্যমে রক্তচাপ আদর্শ মাত্রায় অর্থাৎ ১৪০/৯০ বা ১২০/৮০-তে আনতে পারেন। ভারতে প্রায় ২১ শতাংশ মহিলা উচ্চ রক্তচাপজনিত সমস্যায় ভুগছেন। ৪০ শতাংশ মহিলার স্বাভাবিক রক্তচাপ রয়েছে এবং ৩৯ শতাংশ মহিলা প্রিহাইপারটেনসিভ। অন্যদিকে, ২৪ শতাংশ পুরুষের উচ্চ রক্তচাপ, ৩০ শতাংশের স্বাভাবিক রক্তচাপ এবং ৪৯ শতাংশ পুরুষের প্রিহাইপারটেনসিভ রয়েছে। শিশুরাও উচ্চ রক্তচাপের প্রভাব থেকে মুক্ত নয়। যেসব শিশুর রক্তচাপ বয়সের তুলনায় বেশি, তাদের পরবর্তীতে উচ্চ রক্তচাপ হয়ে থাকে। তাই শিশু বয়স থেকেই রক্তচাপ মাপা এবং তার চিকিৎসা করানো বা উচ্চ রক্তচাপ প্রতিরোধে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।

## কারণ

উচ্চ রক্তচাপ প্রাথমিকভাবে বংশগত। তবে ৯০ শতাংশ ক্ষেত্রে এর নির্দিষ্ট কোনও কারণ জানা যায় না। ১০ শতাংশ ক্ষেত্রে কিছু কিডনির অসুখ, অ্যাড্রিনাল গ্রন্থির টিউমার, ধমনীর সংকোচনের কারণে এবং গর্ভাবস্থায় উচ্চ রক্তচাপ হলে পরবর্তীকালে কিছু মহিলার উচ্চ রক্তচাপ হওয়ার ঝুঁকি থাকে। এগুলিকে সেকেন্ডারি হাইপারটেশন বলে।

## ঝুঁকি কাদের বেশি

**বয়স :** বয়স বাড়ার সঙ্গে রক্তচাপ বাড়তে থাকে এবং উচ্চ রক্তচাপজনিত কারণে বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বেশি ক্ষতি হতে পারে।

**লিঙ্গ :** মহিলারা ঋতুচক্র চলার বয়স পর্যন্ত রক্তচাপজনিত সমস্যার থেকে কিছুটা সুবিধাজনক অবস্থায় থাকেন সেই বয়সি পুরুষের তুলনায়। কিন্তু ৪৫ বছর বয়সের পর বা তারপরে মহিলা ও পুরুষ সবারই উচ্চ রক্তচাপজনিত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ক্ষতিকর প্রভাব সমান হয়ে যায়।

**জিনগত :** বাবা-মায়ের রক্তচাপ স্বাভাবিক থাকলে সন্তানের উচ্চ রক্তচাপ হওয়ার সম্ভাবনা মাত্র ৩ শতাংশ। আর যদি বাবা-মা দুজনেরই উচ্চ রক্তচাপ থাকে তাহলে বাচ্চার সেই সম্ভাবনা হয়ে যায় ৪৫ শতাংশ।

**স্থূলতা :** শরীরের ওজন বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে যেমন রক্তচাপ বেড়ে যায়, তেমনই ওজন কমানোর সঙ্গে রক্তচাপ কমতে শুরু করে।

## মনে রাখবেন

- খাবারে লবণের মাত্রা যত কম, রক্তচাপ তত স্বাভাবিক থাকে
- পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম এবং ম্যাগনেশিয়াম সমৃদ্ধ খাবার বা ফল রক্তচাপ কমাতে সাহায্য করে
- খাবারে চর্বি কম থাকলে উচ্চ রক্তচাপ কমে
- উচ্চ ফাইবারযুক্ত শাকসবজি রক্তচাপ কমাতে সাহায্য করে
- মদ্যপান রক্তচাপ বাড়ায়
- শারীরিক পরিশ্রম রক্তচাপকে নিয়ন্ত্রণে রাখে
- মানসিক শান্তি রক্তচাপ কমায়
- প্রতিদিন যোগাভ্যাস রক্তচাপকে নিয়ন্ত্রণে রাখার ভালো উপায়

## জীবনশৈলীর পরিবর্তনে নিয়ন্ত্রণে রক্তচাপ

১ **ওজন কমানো :** স্বাভাবিক ওজন (বিএমআই ১৮.৫- ২৪.৯)/ ৫-২০ এমএমএইচজি রক্তচাপ কমে প্রতি ১০ কেজি ওজন হ্রাসে

২ **খাদ্যাভ্যাস :** কম চর্বি, কম লবণ, সবুজ শাকসবজি এবং ফলমূল / ৮-১৪ এমএমএইচজি রক্তচাপ কমায়

৩ **মদ্যপান বন্ধ করা :** ৫ এমএমএইচজি রক্তচাপ কমায়

৪ **শারীরিক পরিশ্রম :** জোরে জোরে হাঁটা অন্তত ৩০ মিনিট, সপ্তাহে অন্তত ৫ দিন / ৪-১০ এমএমএইচজি রক্তচাপ কমায়

উচ্চ রক্তচাপ একটি প্রাণঘাতী সমস্যা হয়ে উঠতে পারে, যদি না একে নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। তাই যথাযথ সময়ে রক্তচাপ মাপা এবং খাদ্যাভ্যাস ও জীবনশৈলীর পরিবর্তন করে রক্তচাপকে নিয়ন্ত্রণে রাখা জরুরি। তাতেও রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে না এলে বিভিন্ন ওষুধ প্রয়োগ করে একে নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে।

ভার্চুয়াল জীবন, সময়ের অভাব, নতুন প্রযুক্তি কেড়ে নিয়েছে অনেক কিছুই। তার মধ্যে অন্যতম পড়ন্ত বিকেল বা সোনালি দুপুরের লোকক্রীড়াও রয়েছে। সে খেলায় শিশুদের শারীরিক কসরত হত, বুদ্ধির বিকাশ হত, কল্পনাশক্তি তৈরি হত। এখন কম্পিউটার গেমে রাগ আর মন খারাপ বাড়ছে, আলোকপাত করলেন **প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস**।

# খেলাধুলোর পালাবদল

**শিলিগুড়ি, ১৩ জুলাই :** শিশুর বিকাশ, অবসর এবং বিনোদনের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ খেলাধুলো। অতীতের দিকে ফিরে তাকালে বহু মানুষেরই মনে পড়ে যাবে লুকোচুরি, কানামাছি, গোল্লাছুট, কুমিরডাঙা, ওপেন টি বায়োস্কোপ, কিতকিত, ডাংগুলি খেলার কথা। এর মধ্যে যেমন শারীরিক কসরত হত তেমনই বুদ্ধির বিকাশ, কল্পনাশক্তি তৈরি, যোগাযোগ তৈরি, স্ব-নিয়ন্ত্রণ, সমস্যার সমাধান এমনকি কাউকে সহযোগিতা করার মতো দক্ষতারও বিকাশ হত।

তবে ধীরে ধীরে এই খেলাগুলো হারিয়ে যাচ্ছে জীবন থেকে। এতে থাবা বসাচ্ছে ভিডিও গেম। কম্পিউটার, মোবাইলে থাকা নানা গেম। খেলাধুলো থেকে পরিবর্তন হয়ে তা এখন থেমেছে 'গেম' নামেই। যেখানে রয়েছে এক লেভেল থেকে অন্য লেভেলে পৌঁছোনোর অদম্য জেদ। পৌঁছোতে না পারলেই রাগ, মন খারাপ। জায়গা থেকে একটুও নড়চড় নয়। একই জায়গায় বসে, স্ক্রিনে চোখ রেখে কেটে যাচ্ছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। কিছু অচেনা, অজানা মানুষ বা রোবট থাকে কখনো-কখনো ওপারে। যার সঙ্গে হয়তো দেখাটাও হয় না, তবে চলে একটানা প্রতিযোগিতা। এই নতুন গেমের প্রতিযোগিতায় একে একে হারিয়ে যাচ্ছে পুরোনো দিনের খেলাগুলো।

কানামাছি একসময় অন্যতম জনপ্রিয় খেলা ছিল। এই খেলায় একজন খেলোয়াড়ের চোখ কাপড় দিয়ে বেঁধে দেওয়া হত। তাকে এক-দু'বার ঘুরিয়ে ছেড়ে দেওয়া হত। তার পাশ দিয়ে সবাই ঘুরে বেড়াত এবং ছড়া করে বলত 'কানামাছি ভোঁ ভোঁ, যাকে পাবি তাকে ছোঁ'। কানা তাদের ধরার চেষ্টা করত। এরপর সে যাকেই ধরতে পেত সে খেলায় পরবর্তী কানা হিসেবে নিবাচিত হত। তার চোখ বেঁধে একই নিয়মে চলত খেলা।

কুমিরডাঙা খেলার জায়গার মাঝে দাগ কেটে জলাশয় এবং ডাঙা নির্দিষ্ট করা হত। একজন নিবাচিত কুমির থাকত জলাশয়ে এবং অন্যরা থাকত ডাঙায়। এরপর ডাঙায় থাকা খেলোয়াড়রা জলে নামে এবং কুমির তাদের ধরার চেষ্টা করে। কুমির ছুঁয়ে দিলেই খেলোয়াড়রা কুমির হয়ে যায়।

কিতকিত খেলায় দাগ কেটে একটি নির্দিষ্ট স্থানকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে লাফিয়ে পার হতে হয়। পার হওয়াকালীন মুখে কিতকিত আওয়াজ করতে হয়।

নিরঞ্জননগরের ৫৭-র অমূল্য দাস বলছিলেন ফেলে আসা খেলার কথা। নদীতে সাঁতার কাটা, হাডুডু খেলা, ডাংগুলি খেলা, আরও কত ধরনের খেলা ছিল তাঁদের। তিনি বলেন, 'এখন মানুষ শরীরচর্চায় জিমে যায়, আমাদের খেলার মধ্যে দিয়েই শরীরচর্চা হত। সময় আর বয়সের ভারে এখন সবই হারিয়েছে।' অমূল্য বলছিলেন, 'কত বন্ধু হত এই খেলার মধ্যে দিয়ে, আবার ঝগড়াও হত। কিন্তু সব মিলিয়ে এক আনন্দ ছিল, মেজাজ ছিল। এখন তো সেই খেলাগুলো আর নেই, হারিয়েই যেতে বসেছে। তাই এখনকার প্রজন্ম জানে না এই খেলাগুলো আসলে কী, এর মধ্যে দিয়ে কীভাবে সবাঙ্গীণ বিকাশ হত।'

৫৫-র দুলাল দে বলছিলেন, 'আমরা খেলতে এত ভালোবাসতাম যে, অন্য পাড়াগুলোতে খেলতে যেতাম। দল বানাতাম। একবার তো কুমিরডাঙা খেলতে গিয়ে এমন চোট পেয়েছিলাম পায়ে যে, প্রায় দিনপনেরো খুঁড়িয়ে হেঁটেছিলাম। কিন্তু তাতে খেলার ইচ্ছে দমেনি। বরং সেই সময় আগ্রহ আরও বেড়ে গিয়েছিল। বাড়ি থেকে লুকিয়ে চলে যেতাম মাঠে। গাছে চড়া থেকে পুকুরে ঝাঁপ কিছুই বাদ যায়নি।'

ছেলেবেলার কানামাছি, কিতকিত খেলার দিনগুলো মনে করতে করতে আবেগে ভাসছিলেন তিলক সাধু মোড়ের মিলি সরকার। ইটের টুকরো বা পাথর দিয়ে কিতকিতের ঘর তৈরি করার মধ্যে যে আনন্দ ছিল সেই আনন্দ ভিডিও গেমে পাওয়া যায় কি না জানি না, বলছিলেন তিনি।

মা-ঠাকুমা, বাবা-দাদুর কাছে নাম শুনলেও এই খেলাগুলো কখনও খেলে উঠতে পারেনি সুভাষপল্লির ১৪ বছরের আয়ুশ শীল। লুকোচুরি সে খেলেছে তবে কানামাছি, ডাংগুলি, কুমিরডাঙা এসব তো কখনও খেলা হয়নি। জন্মদিনে ভিডিও গেম উপহারে পেয়েছে সে। সেটা দিয়েই খেলা হয়। তার কথায়, 'মাঝেমধ্যে বন্ধুরা এলে ওদের সঙ্গেও ভিডিও গেম খেলি। তবে স্কুলে ফুটবল খেলা হয়। সেখানে মাঝেমধ্যে ফুটবল খেলি।'

ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ছে হিমাংশু সাহা। তার কথায়, 'সারাদিন পড়াশোনা, ছবি আঁকার ক্লাসের পর আর সময় থাকে না যে বাইরে খেলতে যাব।' হিমাংশুর মা সুচেতা সাহা বলেন, 'বাইরে মাঠই বা কোথায়। খেলার জন্য বন্ধুরাও সবসময় আসে না তাই। যখন কেউ আসে তখন ঘরে বা ছাদেই কিছু খেলাধুলো করে। আমার মোবাইলেও কিছু গেম ইনস্টল করেছে, সেগুলোও খেলে।'

### সম্বল ভিডিও গেম

লুকোচুরি, কানামাছি, গোল্লাছুট, কিতকিত, ডাংগুলি এখনকার শিশুদের কাছে ব্যাকডেটেড

শিশুদের জগতে থাবা বসাচ্ছে ভিডিও গেম, কম্পিউটার, মোবাইলে থাকা নানা গেম

এখন শিশুদের খেলাধুলো পরিবর্তন হয়েছে 'গেম'-এ, এতে জেদ, রাগ আর উদ্বেগ বাড়ছে

এখনকার প্রজন্ম ডাংগুলি, কুমিরডাঙা খেলেনি, জন্মদিনের ভিডিও গেমই তাদের সম্বল

*রবিবার রাতে শিলিগুড়িতে ভারী একপশলা বৃষ্টির সময় সুশান্ত পালের তোলা ছবি।*

## শিলিগুড়িতে ফের সিএসপি দুর্নীতি, ধৃত

**শিলিগুড়ি, ১৩ জুলাই :** ফের সিএসপি দুর্নীতি। গ্রাহকের কাছ থেকে টাকা নিয়ে ব্যাংকে না জমা দিয়ে আত্মসাতের অভিযোগ এক মহিলার বিরুদ্ধে। শনিবার দেশবন্ধুপাড়ার বাসিন্দা দীপা চৌধুরীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তাঁর বিরুদ্ধে কয়েক লক্ষ টাকা তছরুপের অভিযোগ তুলেছেন একাধিক ব্যক্তি। রবিবার ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক চারদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন। প্রধাননগর থানার আইসি বাসুদেব সরকার বলেন, 'সিএসপি-টি ব্যাংকের পাশে। ব্যাংক কর্তৃপক্ষই গ্রাহকদের ওই সিএসপি-তে টাকা জমা দিতে বলত। গ্রাহকরা ব্যাপারটা ব্যাংককে জানিয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও তারা কেন কোনও ব্যবস্থা নিল না, সেটাই ভাবাচ্ছে। আমরা তদন্ত শুরু করেছি।'

### কয়েক লক্ষ টাকা আত্মসাৎ

গত ১১ তারিখ ফণীন্দ্র দাস নামে এক ব্যক্তি প্রধাননগর থানায় দীপার বিরুদ্ধে এক লক্ষ টাকা তছরুপের অভিযোগ করেন। তারপর থেকে দীপার বিরুদ্ধে তদন্তে নামে পুলিশ। ফণীন্দ্র বলেন, 'গতবছর ওই গ্রাহক সেবা কেন্দ্রে গিয়ে টাকা জমা করেছিলাম। কিন্তু সেই টাকা ব্যাংকে জমা পড়েনি। ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানাই। তারা বলে দীপা নাকি টাকা জমা করেননি।'

শুধু ফণীন্দ্রই নন, আরেকজন মহিলা দীপার বিরুদ্ধে তিন লক্ষ টাকা দুর্নীতির অভিযোগ এনেছেন। তবে তিনি এখনও থানায় অভিযোগ দায়ের করেননি। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের পর পুলিশেরও অনুমান, আরও বেশ কিছু ব্যক্তির টাকা দীপা ব্যাংকে জমা করেননি।

আগেও প্রশ্নের মুখে পড়েছিল সিএসপি পরিষেবা। দুর্নীতির অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়েছেন অনেকে। ফের একবার একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পেরেছে, ব্যাংক কর্তৃপক্ষ তছরুপের আন্দাজ করতে পেরে গতবছর ওই গ্রাহক সেবা কেন্দ্রটি বন্ধ করে দিয়েছিল। তখন কেন পুলিশে অভিযোগ জানানো হল না, তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। পুলিশ জানিয়েছে, সবদিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

# ওষুধ স্প্রে করে দুই বাড়িতে চুরি

সেন্ট্রাল কলোনি ও তেলিপাড়ায় একরাতে দুষ্কৃতীরা দুটি বাড়িতে হানা দিয়ে মূল্যবান প্রচুর সামগ্রী নিয়ে চম্পট দিয়েছে। সেন্ট্রাল কলোনির ঘটনাটি ঘটেছে নিউ জলপাইগুড়ি থানা থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে। দুষ্কৃতীরা চুরির আগে এলাকায় রাসায়নিক স্প্রে করে দেয়। পুলিশ কিছুই টের পায়নি।

**শিলিগুড়ি, ১৩ জুলাই :** শনিবার রাতে শিলিগুড়ি শহরে ফের দুটি চুরির অভিযোগ উঠল। শনিবার গভীর রাতে দুষ্কৃতীরা সেন্ট্রাল কলোনির রেল কোয়ার্টারের একটি বাড়ি ঢুকে সোনার অলংকার নিয়ে চম্পট দেয়। অন্যদিকে, আশিঘর সংলগ্ন তেলিপাড়া এলাকায় বাড়িতে ঢুকে মোবাইল, নগদ কয়েক হাজার টাকা এবং একটি ঘড়ি চুরির অভিযোগ উঠেছে।

সেন্ট্রাল কলোনির যে এলাকায় ঘটনা ঘটেছে, সেটি নিউ জলপাইগুড়ি থানা থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে। সেই পরিবারের সদস্যদের অভিযোগ, দুষ্কৃতীরা চুরির আগে বাড়ির চারপাশে কিছু একটা স্প্রে করেছিল। তাই তাঁরা গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন। সকাল ৯টার পরে ঘুম থেকে উঠে দেখেন বাড়ির সমস্তকিছু লন্ডভন্ড অবস্থায় পড়ে রয়েছে। সোনা ও রুপোর বেশ কিছু গয়না আলমারি থেকে উধাও। ঘটনাটি নিয়ে এনজেপি থানায় রেলকর্মী বিকাশ কুমার লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের ডিসিপি (পূর্ব) রাকেশ সিং বলেন, 'ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। কিছু সূত্র আমাদের হাতে এসেছে, আশা করছি, শীঘ্রই দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তার করা সম্ভব হবে।'

ওই রেলকর্মীর বাড়িতে আত্মীয়রা এসেছিলেন। তাঁরা শনিবার গভীর রাতে ট্রেনে করে ফিরে যান। রাত ৩টে নাগাদ পরিবারের সদস্যরা ঘুমোতে যান। গরমের জন্য ঘরের পেছনের দিকের একটি দরজা রাতে খুলে রাখা হয়েছিল। অভিযোগ, দুষ্কৃতীরা সেখান দিয়েই বাড়িতে ঢোকে। সেই রেলকর্মী বিকাশ বলেন, 'ঘরের প্রধান দরজা খুললে সেক্ষেত্রে প্রত্যেকবার জোরে আওয়াজ হয়। কিন্তু রাতে আমরা কোনওকিছুই টের পাইনি। এমনকি সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর থেকে চোখ জ্বলছিল। নিশ্চিতভাবে কিছু একটা স্প্রে করে, কায়দা করে বাড়ির পেছন দিকের দরজা দিয়ে দুষ্কৃতীরা ভেতরে ঢুকেছিল।'

*তেলিপাড়ায় এই বাড়ি থেকেই চুরি গিয়েছে বহুমূল্য সামগ্রী। রবিবার।*

### পুলিশের দাবি

- সেন্ট্রাল কলোনি থেকে সোনা ও রুপোর বেশকিছু গয়না চুরি গিয়েছে
- তেলিপাড়ায় গৃহবধূর কান থেকে সোনার দুল ছিনতাইয়ের চেষ্টা চলে
- পুলিশের দাবি, তাদের হাতে সূত্র মিলেছে দুষ্কৃতীরা শীঘ্রই ধরা পড়বে

বিকাশের স্ত্রীর দাবি, 'আলমারি থেকে প্রায় চার লক্ষ টাকার অলংকার নিয়ে দুষ্কৃতীরা চম্পট দিয়েছে।' এদিকে, ঘটনায় পুলিশকর্তারা কোয়ার্টারের চারপাশের অংশ ঘুরে দেখেন। এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ পুলিশ দেখছে।

বিকাশরা যেমন দরজা খুলে রেখেছিলেন, তেমনই শনিবার দরজায় ছিটকিনি না লাগিয়েই ঘুমিয়েছিলেন আশিঘরের রিতু দাস। সেই সুযোগে দেওয়াল টপকে ভোররাতে বাড়িতে ঢুকে কান থেকে সোনার দুল ছিনতাই করার চেষ্টা করেন এক চোর। তাতে ব্যর্থ হয়ে অবশেষে মোবাইল, ঘড়ি ইত্যাদি চুরি করে নিয়ে যান। চুরির অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে আশিঘর ফাঁড়িতে। ঘটনায় একজনকে গ্রেপ্তারও করা হয়েছে। ধৃতের নাম আনন্দ দাস। তিনি তেলিপাড়া এলাকারই বাসিন্দা।

রিতু জানালেন, শনিবার রাতে ঘরেই ঘুমিয়েছিলেন তিনি। ঘরের বাইরে বারান্দায় চৌকিতে ঘুমিয়েছিলেন তাঁর স্বামী ফালু দাস। স্বামী বাইরে থাকায় ঘরের ছিটকিনি লাগাননি রিতু। ভোর ৩টে নাগাদ দেওয়াল টপকে বাড়িতে চোর ঢোকেন। ঘরের দরজা খোলা থাকায় ঘরের ভেতর ঢুকে মোবাইল, ঘড়ি, নগদ টাকা চুরি করে রিতু দাসের কানে থাকা সোনার দুল টেনে নেওয়ার চেষ্টা করার সময় ঘুম ভেঙে যায় রিতুর। তিনি চিৎকার করে ওঠায় চোর দৌড়ে দেওয়াল টপকে পালিয়ে যান। রিতু বলেন, 'চোরকে আমি দেখেছি। এলাকারই একটি ছেলে বলে সন্দেহ।' আর পেশায় মাছ ব্যবসায়ী ফালু বলেন, 'যাকে সন্দেহ করা হচ্ছে সে নেশাসক্ত এক তরুণ। এর আগেও আমার বাড়ি থেকে মাছের ঝুড়ি চুরি করেছে সে।'

স্থানীয় বাসিন্দা রঞ্জিত সাহা বলছিলেন, মাঝেমধ্যেই এলাকায় চুরির ঘটনা ঘটছে। ১০-১৫ দিন আগেও এলাকায় একটি বাড়িতে চুরি হয়েছে। প্রশাসনকে আরও কঠোর পদক্ষেপ করতে হবে।

## আগুন

**শিলিগুড়ি, ১৩ জুলাই :** রবিবার রাতে হায়দরপাড়া মার্কেট কমপ্লেক্স এলাকায় একটি বাড়ির স্টোররুমে আগুন লাগে। দমকলবাহিনীর কিছুক্ষণের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। শর্টসার্কিট থেকে আগুন লেগেছে বলে মনে করছে দমকল। একইদিনে দুপুরে সেবক রোডের একটি মলে গ্যাস সিলিন্ডারের ঘর থেকে ধোঁয়া বেরোতে দেখে হুলুস্থুল শুরু হয়। মলের কর্মীরা সিলিন্ডারগুলি সরিয়ে নিলে বিপদ কাটে।

## জেল হেপাজত

**শিলিগুড়ি, ১৩ জুলাই :** বোনকে কটূক্তি করার প্রতিবাদে দুই ভাইয়ের ওপর ধারালো অস্ত্র দিয়ে আক্রমণে অভিযুক্ত ফরিদ খানকে জেল হেপাজতে রাখার নির্দেশ দিল জলপাইগুড়ি জেলা আদালত। শনিবার রাতে বাণেশ্বর মোড় এলাকায় হামলায় অভিযুক্ত ফরিদকে পাকড়াও করে পুলিশ।

## স্বাস্থ্য পরীক্ষা

**শিলিগুড়ি, ১৩ জুলাই :** রবিবার শিলিগুড়ি মহিলা থানার উদ্যোগে ও একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সহযোগিতায় স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়। মোট ৬০ পুলিশকর্মী ওই শিবিরে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করান। কাউন্সেলিং ও চক্ষু পরীক্ষার ব্যবস্থাও ছিল।

*কবি ভানুভক্তের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে দীনবন্ধু মঞ্চে নৃত্যশিল্পীদের বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান। রবিবার। ছবি : সূত্রধর*

# প্রতারণার ফাঁদে পড়ুয়া

**শিলিগুড়ি, ১৩ জুলাই :** বাবার চিকিৎসার জন্য আলমারি বিক্রি করতে গিয়ে প্রতারিত হলেন সুচেতন ঘোষ নামে এক পড়ুয়া। তাঁর বাবা শিলিগুড়ি শহরে ফুটবল জগতের পরিচিত নাম। বেশ কিছুদিন ধরে তিনি শারীরিক সমস্যায় ভুগছেন। ভিনরাজ্যে গিয়ে তাঁর চিকিৎসার জন্য ঘোষ পরিবার বাড়ির আলমারি অনলাইনে বিক্রি করতে গিয়ে ফাঁদে পড়ে। শিলিগুড়ি সাইবার ক্রাইম থানায় অভিযোগ দায়ের করেন সুচেতন।

পুরোনো জিনিস বেচাকেনার একটি প্ল্যাটফর্মে ওই আলমারির বিস্তারিত জানানোর পর এক ব্যক্তি সুচেতনকে ফোন করেন। দরদাম ঠিক হওয়ার পর প্রথমে অনলাইন অ্যাপে এক টাকা আদানপ্রদান করা হয়। এরপর ওই ব্যক্তি দাবি করেন, তিনি বেশি টাকা পাঠিয়ে ফেলেছেন। এরপর সেই অতিরিক্ত টাকা ওই ব্যক্তি অনলাইন অ্যাপটির মাধ্যমেই ফেরত পাঠাতে বলেন। ব্যক্তির কথায় বিশ্বাস করে ফেলেন সুচেতন। এরপর প্রতারকের কথার ফাঁদে পড়ে সুচেতন ১১,০০০ টাকা পাঠিয়ে দেন। এরপরও আরও দশ হাজার টাকা পাঠাতে বললে সুচেতনের হুঁশ ফেরে। তখনই তিনি বুঝতে পারেন, তিনি ফাঁদে পড়ে গিয়েছেন।

# রাতের শিলিগুড়িতে গতিই বিভীষিকা

**প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস**

**শিলিগুড়ি, ১৩ জুলাই :** দিনকয়েক আগে। ঘড়ির কাঁটা তখন রাত সাড়ে এগারোটার ঘরে। হিলকার্ট রোড ধরে বাড়ি ফিরছিলেন সায়ক মল্লিক। হঠাৎ বিকট আওয়াজে বুক কেঁপে উঠল তাঁর। পাশে তাকিয়ে দেখেন, দ্রুতগতির একটি বাইক সাঁ করে তাঁর প্রায় গা ঘেঁষে বেরিয়ে গেল। বাইকে বসে উচ্চস্বরে গান করছিল দুই তরুণ। অঙ্গভঙ্গি দেখে সায়কের মনে হল, ওরা স্বাভাবিক অবস্থায় নেই। কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে নিজেকে সামলে বাড়ি ফেরার টোটো ধরেন সায়ক। মনে মনে ভাবছিলেন, সামান্য এদিক-ওদিক হলে প্রাণ নিয়ে আজ আর বাড়ি ফেরা হত না।

আরেকটি ঘটনা গত বৃহস্পতিবারের। চেকপোস্টের দিকে কাজ শেষ করে রাত দশটা নাগাদ ভাইয়ের সঙ্গে স্কুটারে বাইপাস দিয়ে জলেশ্বরীর বাড়িতে ফিরছিলেন অঙ্কিতা দত্ত। আশিঘর মোড় পার করতে দ্রুতবেগে একটি গাড়ি তাঁদের প্রায় ছুঁয়ে বেরিয়ে গেল। ভয়ে হাত কেঁপে যায় অঙ্কিতার ভাইয়ের। স্কুটারের ধাক্কা লেগে যায় একটি টোটোর। বড়সড়ো দুর্ঘটনা না ঘটলেও, পায়ে চোট পান অঙ্কিতা।

গাড়ি বা বাইকের এমন বেপরোয়া গতি ও চালকের বেসামাল অবস্থার এই ছবি নিত্যদিনের। রাত যত বাড়ে, যানবাহনের গতি যেন পাল্লা দিয়ে তত বেশি হয়। নিয়ন্ত্রণ না থাকায় সেই গতি হয়ে ওঠে পথচলতি মানুষের ভয়ের কারণ। রাতে শিলিগুড়িতে পথ চলতে হয় প্রাণ হাতে করে। বহু মানুষ কাজ সেরে রাতে বাড়ি ফেরেন। তাঁদের এক-একজনের অভিজ্ঞতা একেকরকম। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এসব ঘটনায় অবশ্য অভিযোগ দায়ের হয় না।

কয়েকদিন আগে মাটিগাড়া এলাকায় ভর সন্ধেয় একটি গাড়ি ধাক্কা মারল একটি বাইকে। কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলেন কবিতা ভগত। গাড়ির আরোহীদের কথায় আড়ষ্টতা টের পান তিনি। কবিতার ভাষায়, 'বাইকচালক মাটিতে পড়ে গেলেন। কিন্তু গাড়ির আরোহীদের তাতে হুঁশ নেই। তারা এতই বেসামাল ছিল যে, ঠিক করে কথাও বলতে পারছিল না।'

স্থানীয়রা ওদের আটকানোর চেষ্টা করলেন বটে। কিন্তু গতি বাড়িয়ে হুস করে বেরিয়ে গেল ওরা। কবিতা বলেন, 'সরে না দাঁড়ালে হয়তো আমাকেই চাপা দিয়ে চলে যেত।' বেপরোয়া গতির গাড়ির দৌরাত্ম্যে রাস্তা পার হতে এখন ভয় হয় সুনন্দা ঘোষের। এর মধ্যে একদিন সেবক রোড পার হতে গিয়ে তিনি বাইকের ধাক্কায় পড়ে যান। বাইকচালক স্বাভাবিক অবস্থায় ছিল না।

স্থানীয়রা তাকে আটকানোর চেষ্টা করলেও কারও তোয়াক্কা না করে বাইক চালিয়ে চলে যায় সেই তরুণ। চোট পান সুনন্দা। প্রশ্ন ওঠে, শহরে তাহলে পুলিশ করে কী রাতে? টহলদারি কি ফাঁকফোকর থাকে? বেপরোয়া গাড়ির গতি নিয়ন্ত্রণে কি পদক্ষেপ করা হয় না?

শিলিগুড়িতে যান নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বপ্রাপ্ত ডিসিপি (ট্রাফিক) বিশ্বচাঁদ ঠাকুর দাবি করলেন, 'রাতে একটা সময় পর্যন্ত কয়েকটি ট্রাফিক পয়েন্টে ড্রিঙ্ক অ্যান্ড ড্রাইভ রুখতে ট্রাফিক পুলিশের তরফে নাকা চেকিং চলে। তারপর রাতের শহরে পুলিশ পেট্রোলিং হয়। এমন ঘটনা নজরে এলে অবশ্যই সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।'

হায়দরপাড়ার সৌমেন মৃধার কথায় পুলিশি ভূমিকায় হতাশা স্পষ্ট। তাঁর ভাষায়, 'পুলিশের টহলদারি থাকলেও একশ্রেণির মানুষের বেপরোয়া গাড়ি চালানোয় লাগাম নেই। বাইপাসে আমার দোকান রয়েছে। নিজের চোখে প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটতে দেখি।'

## সম্মানিত ডাঃ শঙ্খ সেন

**শিলিগুড়ি, ১৩ জুলাই :** সর্বভারতীয় স্তরে ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের (আইএমএ) সম্মান পেলেন শিলিগুড়ির চিকিৎসক শঙ্খ সেন। তিনি আইএমএ-র শিলিগুড়ি শাখার সম্পাদক পদে রয়েছেন। চিকিৎসকদের সংগঠনটির সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরেই তিনি যুক্ত রয়েছেন। ২০২৩ সালে আইএমএ শিলিগুড়ি শাখার সম্পাদক হিসাবে দায়িত্ব নেন শঙ্খ। পাশাপাশি, দীর্ঘদিন ধরে শিলিগুড়িতে চিকিৎসা পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন তিনি।

গত ১ জুলাই দেশজুড়ে চিকিৎসক দিবস পালিত হয়েছে। প্রতি বছর চিকিৎসক দিবস উপলক্ষ্যে আইএমএ-র কেন্দ্রীয় শাখা দিল্লিতে অনুষ্ঠান করে দেশের বাছাই করা কিছু চিকিৎসককে সম্মানিত করে। সেখানেই সংগঠনের শিলিগুড়ি শাখার সম্পাদক ডাঃ শঙ্খ সেনকে 'আইএমএ লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড' দিয়ে সম্মানিত করা হয়েছে। ডাঃ শঙ্খ সেন বলেছেন, 'গত দুই বছরে সংগঠনের শিলিগুড়ি শাখা অনেক ভালো কাজ করেছে। সেই সুবাদেই আমার এই প্রাপ্তি। এই সম্মান আগামীতে ভালো কাজ করার অনুপ্রেরণা দেবে।'

## কর্মশালা

**বাগডোগরা, ১৩ জুলাই :** বাগডোগরায় দশদিনের সংস্কৃত কর্মশালা শুরু হল রবিবার। প্রতিদিন সন্ধ্যা ৬টা থেকে এই কর্মশালা হবে। আয়োজক সংস্থার তরফে অম্বুজ রায় বলেন, 'এই কর্মশালার মাধ্যমে আমরা সংস্কৃত ভাষাকে জনপ্রিয় করে তুলতে চাই।' আয়োজক সংস্থার সভাপতি রাকেশ দুবে বলেন, 'নতুন প্রজন্মের মধ্যে সংস্কৃতের প্রতি আগ্রহ তৈরি করাই আমাদের লক্ষ্য।'

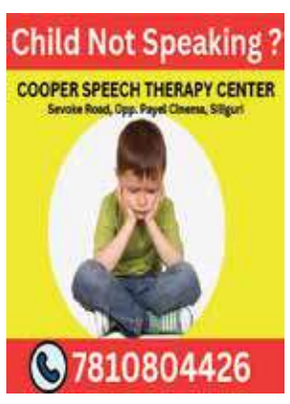

মেরে পাস মা হ্যায়... ৩১ সি জাতীয় সড়কে অপর্ণা গুহ রায়ের তোলা ছবি।

### আজ থেকেই জমবে ভিড়

# জংলিবাবার মন্দিরে বিশেষ নজরদারি

তমালিকা দে

**শিলিগুড়ি, ১৩ জুলাই :** শ্রাবণে এখনও প্রবেশ করেনি বাংলা। কিন্তু গুরুপূর্ণিমার পর প্রথম সোমবার হওয়ায় রীতি মেনে আষাঢ়েই ভিড় জমবে জংলিবাবার মন্দিরে। তাই রবিবার দুপুরে মন্দির চত্বর এবং সংলগ্ন এলাকা পরিদর্শন করল সেনাবাহিনীর পাশাপাশি পুলিশ ও বন দপ্তর। পুণ্যার্থীদের ভিড়ে যাতে বন্যপ্রাণীদের কোনওরকম সমস্যায় পড়তে না হয় এবং বন্যপ্রাণীরা যাতে মন্দিরে চলে না আসে, সে দিকে নজর রেখেই এদিনের পরিদর্শন এবং এলাকা ঘুরে নজরদারি চালানো। সোমবার পুজো উপলক্ষ্যে সাজিয়ে তোলা হয়েছে মন্দিরও।

গুরুপূর্ণিমার পরের সোমবার থেকেই এই মন্দিরে পুণ্যার্থীদের ঢল নামে। চলে শ্রাবণ মাসজুড়ে। যে কারণে নকশালবাড়ি ব্লকের অধীনে বাগডোগরার ঘন জঙ্গলে অবস্থিত জংলিবাবার মন্দিরে এ সময় রাখা হয় বিশেষ নজরদারি। কার্শিয়াং বনবিভাগের অধীনে থাকা এই রেঞ্জে মাঝেমধ্যেই মন্দির সংলগ্ন এলাকায় হাতি, বাইসনের মতো বন্যপ্রাণীদের আনাগোনা দেখা যায়। এখানে হাতির করিডরও রয়েছে। পুজো দিতে এসে পুণ্যার্থীরা যাতে কোনওরকম অপ্রীতিকর পরিস্থিতির মুখোমুখি না হন, সেজন্য এদিন দুপুর থেকেই প্রস্তুতি শুরু করেছে বন দপ্তর, পুলিশ ও সেনাবাহিনী। জানা গিয়েছে মন্দির এবং সংলগ্ন এলাকায় সোমবার থেকে টানা প্রায় এক মাস নজরদারি চালানো হবে। উল্লেখ্য, গত বছর বাগডোগরা বিমানবন্দরের অদূরে সাতসকালে পথ দুর্ঘটনায় কয়েকজন পুণ্যার্থীর মৃত্যু হয়েছিল। যে কারণে এবার বিভিন্ন রাস্তায় নজরদারি চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাগডোগরা থানার পুলিশ।

বাগডোগরার এই প্রাচীন মন্দিরে প্রতি বছর শিবরাত্রি ও শ্রাবণ মাসে শিলিগুড়ি শহর ছাড়াও উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন এলাকা থেকে লক্ষ লক্ষ ভক্ত ভিড় জমান। যার শুরু হচ্ছে সোমবার। রবিবার দুপুর থেকে মন্দির চত্বর এলাকায় বনকর্মী মোতায়েন করা হয়েছে। বন দপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে, জাতীয় সড়ক থেকে মন্দির পর্যন্ত কাউকে হেঁটে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না। জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে মন্দিরে আসার প্রায় দুই কিলোমিটার এই রাস্তা আসার জন্য বিনামূল্যে টোটো, অটোর পরিষেবা রাখা হচ্ছে। বাগডোগরা রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার সোনম ভুটিয়া বলেন, 'ভক্তরা



যাতে নিরাপদে এখানে পুজো দিতে পারেন, সেজন্য এলাকা ঘুরে দেখা হয়েছে।

বনকর্মী, পুলিশ, সামরিক জওয়ান সবাই নজর রাখবেন।' পুজো দিতে এসে কেউ যাতে বনের মধ্যে ঢুকে না যান, সেদিকে বনকর্মীরা নজর রাখবেন। বন দপ্তরের পাশাপাশি পুলিশের তরফেও যানজট নিয়ন্ত্রণের জন্য এশিয়ান হাইওয়ে চত্বরে বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে। রাখা হচ্ছে মেডিকেলের বিশেষ টিম, অ্যাম্বুল্যান্স। এছাড়াও বয়স্কদের জন্য হুইলচেয়ারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। মোতায়েন থাকবে কুইক রেসপন্স টিমও।

### মহারাজার মূর্তি নিয়ে জলঘোলা, স্টেডিয়ামে নজর নেই

# অবহেলায় ভিত্তিপ্রস্তর

শিবশংকর সূত্রধর

**কোচবিহার, ১৩ জুলাই :** গত দু'দিন ধরে কোচবিহারে মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণের মূর্তি বসানো নিয়ে কম জলঘোলা হল না। তবে আপাতত উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর ও পুরসভার দ্বন্দ্বের মাঝে মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপের পর ওই জায়গাতেই মূর্তি বসবে বলে সিদ্ধান্ত হয়েছে। মহারাজার মূর্তি বসানো নিয়ে জলঘোলা একেবারে শেষ হয়ে গিয়েছে, এমনটাও বলা যাবে না। এক্ষেত্রে মূর্তি বসানোর কথা হচ্ছে সাগরদিঘির পাড়ে। তা নিয়ে পরিস্থিতি এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে, দুটি দপ্তরই মূর্তি বসানোর কাজ করতে রাজি। কিন্তু সাগরদিঘির পাড় থেকে কয়েকশো মিটারের মধ্যেই কোচবিহার স্টেডিয়ামে প্রায় ১০ বছর ধরে মহারাজার মূর্তি বসানোর জন্য ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে রাখা হয়েছে, সেদিকে তো নজর নেই কারও। এক দশক কেটে গেলেও সেখানে মূর্তি তৈরি করা হয়নি। এখন মহারাজার মূর্তি ইস্যুতে তৃণমূল রাজনীতি করছে বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেছে বিজেপি ও সিপিএম।



কোচবিহার স্টেডিয়ামে মূর্তির ভিত্তিপ্রস্তর। ছবি : জয়দেব দাস

২০১৪ সালের ১৫ ডিসেম্বর কোচবিহার স্টেডিয়ামের ভিতরে জেলা ক্রীড়া সংস্থার তরফে মহারাজার পূর্ণাবয়ব মূর্তি বসানোর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। কিন্তু তারপর আর কাজ এগোয়নি। ভিত্তিপ্রস্তর একইভাবে পড়ে রয়েছে গত প্রায় এক দশক ধরে। মূর্তি আর তৈরি হয়নি। এদিকে, সম্প্রতি সাগরদিঘি পাড়ের আমতলা মোড়ে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের সামনে মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণের মূর্তি বসানোর কাজ শুরু করেছিল পুরসভা। সেই কাজ উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর আটকে দেয় বলে অভিযোগ। পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ ও উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহর দ্বন্দ্বের জেরেই সেই কাজ নিয়ে জলঘোলা হয়। পরবর্তীতে মুখ্যমন্ত্রী টেলিফোন মারফত সমস্যা মেটানোর নির্দেশ দেন উদয়নকে। এবার প্রশ্ন উঠছে, কোচবিহার স্টেডিয়ামে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের এক দশক কেটে গেলেও সেখানে মূর্তি স্থাপন নিয়ে কারও কোনও হেলদোল নেই কেন?

এই প্রশ্নের জবাবে উদয়ন বলেছেন, 'কোচবিহার স্টেডিয়ামে মহারাজার মূর্তির প্রসঙ্গে আমাকে কেউ কিছু বলেনি। কোনও প্রস্তাবও আসেনি। কেউ প্রস্তাব দিলে বিষয়টি খতিয়ে দেখব।'

জেলা ক্রীড়া সংস্থার দাবি, অর্থাভাবে তারা সেখানে মূর্তি স্থাপন করতে পারছে না। সংস্থার সচিব সুব্রত দত্ত বলেছেন, 'সরকারি-বেসরকারি যে কোনও সংস্থা যদি মূর্তি তৈরির জন্য সহযোগিতার হাত বাড়িতে দেয় তাহলে আমরা কৃতজ্ঞ থাকব।' কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ পদাধিকার বলে জেলা ক্রীড়া সংস্থার সহ সভাপতিও। প্রশ্ন উঠছে, তিনি তাহলে এতদিন স্টেডিয়ামের প্রস্তাবিত জায়গায় মূর্তি বসানোর উদ্যোগ নেননি কেন? জবাবে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'আমরা পর্যায়ক্রমে মহারাজাদের অনেক মূর্তি বসানোর উদ্যোগ নিয়েছি। স্টেডিয়ামেরটাও তৈরি করে দেওয়া যায় কি না সেটি দেখা হচ্ছে।'তবে ১০ বছরেও মূর্তি তৈরি না করার ঘটনায় জেলা ক্রীড়া সংস্থাকেই কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছে দি কোচবিহার রয়্যাল ফ্যামিলি সাকসেসর্স ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট। সংগঠনের মুখপাত্র কুমার মৃদুলনারায়ণ বলেছেন, 'যেহেতু জেলা ক্রীড়া সংস্থা উদ্যোগ নিয়ে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিল তাই মূর্তি বসানোর জন্য মূল ভূমিকা তাদেরই নিতে হবে। প্রয়োজনে বিভিন্ন দপ্তরে গিয়ে সাহায্যের আবেদন জানাক তারা। আমরা সংগঠনের তরফে জেলা ক্রীড়া সংস্থার কাছে গিয়েছিলাম। তারপরেও তারা কোনও উদ্যোগ নেয়নি।'

এদিকে, সাগরদিঘির পাড়ে মহারাজার মূর্তি বসানো নিয়ে তৃণমূলের দুই নেতার দ্বন্দ্বের প্রসঙ্গে এদিন সাংবাদিক সম্মেলন করেন বিজেপির জেলা সভাপতি অভিজিৎ বর্মন। তিনি বলেন, 'সাগরদিঘির পাড়ে মহারাজার মূর্তি বসানো নিয়ে তৃণমূল যেভাবে রাজনীতি করছে তাতে কোচবিহারবাসীর ভাবাবেগে আঘাত লেগেছে। আমরা এনিয়ে আন্দোলনে নামব।' আর সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিমের কথা, 'আগে শুনতাম রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয় উলুখাগড়ার প্রাণ যায়। এখন দেখছি তৃণমূল-তৃণমূলে যুদ্ধ হয়, আর সেখানে মহারাজার মূর্তি বসানো নিয়ে সমস্যা হয়।'

## স্বামীকে খুন

*প্রথম পাতার পর*

এদিকে, গত বুধবার পুতুলের দাদার সঙ্গে মনীষার প্রেমিকের হাতাহাতি হয় দার্জিলিং মোড়ে। পুতুলের পরিবারের অভিযোগ, সেই ঘটনার প্রতিশোধ নিতে পুতুলকে খুন করা হয়। বাড়ির লোকজন খবর পায়, শনিবার সকালে পুতুলের অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে। রামবিলাস বলেন, 'মনীষার পরিবারের সদস্যরা প্রতিবেশীদের মাধ্যমে ফোন করে জানায়। আমরা পৌঁছানোর আগেই পুতুলের ময়নাতদন্ত হয়ে যায়। আমরা শ্মশানে পৌঁছে দেখি, ছেলের দেহ চিতায় তোলা হচ্ছে।'

শ্মশানেই মনীষার পরিবারের সঙ্গে তুলকালাম কাণ্ড বাধে পুতুলের পরিবারের। শেষমেশ বিহার পুলিশের হস্তক্ষেপে রবিবার সকালে পুতুলের দেহ দার্জিলিং মোড়ে বাড়িতে নিয়ে আসেন রামবিলাসরা। এরপরই এদিন এলাকায় উত্তেজনা তৈরি হয়। পরে প্রধাননগর থানার পুলিশবাহিনী এলাকায় উপস্থিত হয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

রামবিলাসের দাবি, 'বিহার পুলিশ আমাদের প্রথম থেকেই সহযোগিতা করেনি। তাই সেখান থেকে ছেলের মৃত্যুর আসল কারণ আমরা জানতে পারব না। শিলিগুড়ির পুলিশের কাছেই আমরা তাই এব্যাপারে দ্বারস্থ হব, যাতে আমরা মৃত্যুর আসল কারণ জানতে পারি।'

## দুর্ঘটনায় মৃত

*প্রথম পাতার পর*

এলাকাবাসী ও পুলিশকর্মীরা ৪ জনকেই উদ্ধার করে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠান। পরে সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসকেরা মনবাহাদুর ও ওয়াংগেলকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। বাগডোগরা থানার ওসি পার্থসারথি দাস বলেন, 'দুর্ঘটনায় ২ জনের মৃত্যু হয়েছে। দুজন আহত হয়েছেন। গাড়ি দুটি হেপাজতে নেওয়া হয়েছে। তবে সেই দুর্ঘটনা নিয়ে এখনও পর্যন্ত কেউ কোনও অভিযোগ দায়ের করেনি।'

এদিকে স্থানীয়রা বলছেন, বাগডোগরা-নকশালবাড়ির মাঝে এশিয়ান হাইওয়ে-২'এর ওপর সিঙ্গিঝোরা চা বাগানের সামনে একই জায়গায় বারবার দুর্ঘটনা ঘটছে। এলাকার বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, কয়েকদিন আগেই ওই জায়গায় একটি আমবোঝাই পিকআপ ভ্যানের সঙ্গে একটি ট্রাকের সংঘর্ষ হয়েছিল। সেই দুর্ঘটনাতেও একজনের মৃত্যু হয়েছিল ও দুজন জখম হয়েছিলেন। তার কয়েকদিন আগে বাইক ও ছোট গাড়ির সংঘর্ষে আবার দুজনের মৃত্যু হয়েছিল। এর আগেও অনেকগুলি দুর্ঘটনা ঘটেছে ওই একই জায়গায়। ওই জায়গা এমন দুর্ঘটনাপ্রবণ হয়ে উঠল কেন, তা পুলিশকেও ভাবনায় ফেলেছে।

## তোমার দেখা

*প্রথম পাতার পর*

তাঁর বাড়ি ঝংকার মোড়ে। রোজ রাতে অনেকটা দূরত্ব পার করতে হয় তাঁকে। ফিরতে ফিরতে প্রায় সাড়ে দশটা বেজে যায়। 'এত রাতে যখন একা ফিরি, তখন সত্যিই ভয় হয়।' বলছিলেন পৃথা। তাঁর নজরেও কখনও পড়েনি উইনার্স বাহিনী। তাঁর কথায়, 'রাতের শহরে এই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় যদি উইনার্স বাহিনী টহল দিত, তাহলে নিজেদের অনেকটা সুরক্ষিত মনে করতে পারতাম।'

হাকিমপাড়ার কবিতা ভগতও একই কথা বলছিলেন। ইয়ার এন্ডিংয়ের সময় ব্যাংকের কাজ শেষ করে বেরোতে বেরোতে কখনও ১২টাও বেজে যায় তাঁর। স্কুটারে চেপে সেবক রোড থেকে হাকিমপাড়ায় বাড়িতে ফেরার পথে এখনও পর্যন্ত উইনার্স বাহিনী নজরে পড়েনি তাঁরও। বলছিলেন, 'সত্যিই নিরাপত্তার অভাব বোধ করি। বড় বড় শহরেও তো এখন মেয়েরা নিরাপদ নয়। নিরাপত্তা নিয়ে প্রথম থেকেই কড়া হলে এই দিনগুলো দেখতে হয় না।'

## রাজ্যসভায় মনোনীত

*প্রথম পাতার পর*

ফলে তাঁকে ভৌগোলিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন সমস্যায় ব্যবহারের পরিকল্পনা কেন্দ্রের থাকতে পারে।

প্রসঙ্গটি সরাসরি এড়িয়ে গেলেও শ্রিংলা উত্তরবঙ্গে চিকেন নেক করিডরের প্রসঙ্গ টেনে আনেন। তিনি বলেন, 'বাংলাদেশ, নেপাল ও ভুটানের সঙ্গে সীমান্ত রয়েছে বাংলার উত্তরাঞ্চলের। সিকিমের সংযোগস্থলও বটে। ফলে ভৌগোলিকভাবে এলাকাটি অত্যন্ত সংবেদনশীল। এই অঞ্চলকে কেন্দ্র করে যে কোনও অস্থিরতা গোটা উত্তর-পূর্ব ভারতে বিচ্ছিন্নতার পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে পারে।'

শ্রিংলার পাশাপাশি রবিবার আরও তিনজনকে রাষ্ট্রপতি রাজ্যসভায় মনোনীত করেছেন। ওই তিনজন হলেন মুম্বই হামলার পর পাকিস্তানি জঙ্গি কাসভ সংক্রান্ত মামলায় বিশিষ্ট আইনজীবী উজ্জ্বল নিকম, কেরলের সমাজকর্মী সি সদানন্দন মাস্টার এবং ইতিহাসবিদ মীনাক্ষী জৈন।

দার্জিলিংয়ের লাডেনলা রোডের বাড়িতে ছোটবেলা কেটেছে হর্ষবর্ধনের। ১৯৮৪ সালে তিনি ইন্ডিয়ান ফরেন সার্ভিসে যোগ দেন। দেশের বিদেশনীতিতে বরাবর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল এই দুঁদে আমলার। আমেরিকা, থাইল্যান্ড সহ একাধিক দেশে ভারতের রাষ্ট্রদূত এবং বাংলাদেশে ভারতীয় হাইকমিশনার হিসাবও কাজ করেছেন। ২০২০ সালে দেশের বিদেশসচিব নিযুক্ত হন। লোকসভায় দার্জিলিংয়ের টিকিট পাওয়ার জন্য তিনি শেষমুহূর্ত পর্যন্ত মরিয়া ছিলেন। কিন্তু দলের একাংশের চাপে সেটা হয়নি। কিন্তু তিনি দার্জিলিং ওয়েলফেয়ার সোসাইটি তৈরি করে এই অঞ্চলে সমাজসেবামূলক কাজকর্ম শুরু করে দিয়েছিলেন। এই অঞ্চলের ছেলেমেয়েদের আইএএস, আইএফএস, আইপিএস করার লক্ষ্যে ওই সোসাইটি বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। দলীয় টিকিটের ক্ষেত্রে তাঁর প্রতিপক্ষ ছিলেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট। রবিবার অবশ্য তিনি বলেন, 'এবার শ্রিংলাকে সঙ্গে পাব। ফলে এখানকার উন্নয়নে আরও গতি আসবে।'

## দ্বিতীয় এইমসের দাবি বাংলা পক্ষের

**জলপাইগুড়ি, ১৩ জুলাই :** ভালো চিকিৎসার জন্য জলপাইগুড়ি শহর এবং জেলার মানুষকে ছুটতে হয় বাইরের শহর বা রাজ্যে। জেলার চিকিৎসা পরিকাঠামোও বেশ দুর্বল। এইসব কথা মাথায় রেখে দোমোহনিতে রাজ্যের দ্বিতীয় এইমস তৈরির দাবিতে জলপাইগুড়ির রাজপথে নামল বাংলা পক্ষ। রবিবার কদমতলা মোড় থেকে বেগুনটারি, দিনবাজার, থানা মোড় হয়ে সংগঠনের মিছিল শেষ হয় কদমতলা মোড়ে। সেখানে একটি পথসভা হয়েছে। সেখানে বাংলা পক্ষের বক্তব্য, বিহারে দুটি, উত্তরপ্রদেশে তিনটি এইমস থাকলে বাংলায় একটি কেন? কেন বাংলার প্রতি এত বঞ্চনা? বিহারের থেকে অনেকগুণ বেশি ট্যাক্স দেয় বাংলা। মালদা উত্তর থেকে আলিপুরদুয়ার পর্যন্ত ৬ জন সাংসদ বিজেপির। তাঁরা 'উত্তরবঙ্গ বঞ্চিত' বলে উত্তরের জেলাগুলিতে রাজনীতি করে।

কিন্তু বিজেপি সাংসদরা উত্তরের জেলার উন্নতিতে কোনও কাজ করছে না। শুধু এইমস তৈরি নয়, ডব্লিউবিসিএস পরীক্ষায় বাংলা বাধ্যতামূলক করার দাবিও জানানো হয় সংগঠনের তরফে। বাংলা পক্ষের সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক গর্গ চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'দোমোহনিতে রেলের ৪০০ একর পরিত্যক্ত জমি আছে। তাই জমির সমস্যা নেই, এই জমি কেন্দ্র সরকারের অধীনেই আছে।' এই দাবিতেই এদিন জলপাইগুড়িতে মহামিছিল বের করে সংগঠন। বিভিন্ন জেলার শতাধিক সমর্থক এদিনের এই মিছিলে যোগ দেন। এদিন ছিলেন সাংগঠনিক সম্পাদক কৌশিক মাইতি, শীর্ষ পরিষদ সদস্য রজত ভট্টাচার্য, আবদুল লতিফ।

## মিছিল

**বাগডোগরা, ১৩ জুলাই :** ২১শে জুলাই-এর শহিদ দিবসের প্রস্তুতি উপলক্ষ্যে রবিবার বাগডোগরায় মিছিল করে তৃণমূল। দলের শিক্ষক, মহিলা, ছাত্র এবং যুব সংগঠন মিছিলে অংশ নেয়। নকশালবাড়ি ব্লক সভাপতি মনোজ চক্রবর্তী মিছিলের নেতৃত্ব দেন।

## ওড়ার পরেই বিমানে আগুন



*আহমেদাবাদের পর এবার লন্ডন। ফের বিমান দুর্ঘটনা। রবিবার বিকেল ৪টা নাগাদ এসেক্সের সাউথ এন্ড বিমানবন্দরে একটি বিমান ভেঙে পড়ল। এটি একটি ১২ মিটারের (৩৯ ফুট) ছোট বিমান। যেটিতে সর্বোচ্চ ৯ জন যাত্রী এবং ২ জন বিমানকর্মী বসতে পারেন। কিন্তু ওই বিমানে এদিন কতজন ছিলেন, তা প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ জানায়নি। বিচক্র্যাফ্ট বি২০০ এয়ার বিমানটি নেদারল্যান্ডসের লেলিস্তাদের উদ্দেশে রওনা দিয়েছিল। ওড়ার পরমুহূর্তে সেটি বিমানবন্দর চত্বরেই ভেঙে পড়ে। বিস্ফোরণে আগুন জ্বলে ওঠে। কালো ধোঁয়া সৃষ্টি হয়। ঘটনাস্থলে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। রয়েছে অ্যাম্বুল্যান্স। চলছে উদ্ধারকাজ।*

## ভুটানের ট্রাক আটকে বিক্ষোভ

**শিলিগুড়ি, ১৩ জুলাই :** ভুটানের ট্রাক আটকে রবিবার সকালে ফের বিক্ষোভ দেখালেন ভারতীয় ট্রাক মালিকদের চারটি সংগঠনের সদস্যরা। এর জেরে এদিন নতুন করে ফুলবাড়ির ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে শোরগোল পড়ে। খবর পেয়ে এনজেপি থানার বিরাট পুলিশবাহিনী ঘটনাস্থলে এসে আন্দোলনকারীদের সরিয়ে দেয়। এরপর ভুটানের ট্রাক চলাচল স্বাভাবিক হয়।

প্রায় এক মাস ধরে ফুলবাড়ির চারটি সংগঠন ভুটানের ট্রাক নিয়ন্ত্রণের দাবিতে স্থলবন্দরের সামনে অবস্থান বিক্ষোভ চালিয়ে যাচ্ছে। ফুলবাড়ি বর্ডার লোকাল ট্রাক ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন, এক্সপোর্ট ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন, ড্রাইভার অ্যাসোসিয়েশন ও সিঅ্যান্ডএফ অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা টানা আন্দোলনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তাঁদের তরফে ভুটানের ট্রাকে ওভারলোডিং ও মডিফিকেশন বন্ধের দাবি জানানো হয়েছে। পাশাপাশি প্রতিদিন যাতে অন্তত ৫০ শতাংশ ভারতীয় ট্রাক বাংলাদেশে বোল্ডার নিয়ে যেতে পারে, সেই ব্যবস্থা করার দাবি জানানো হয়।

আন্দোলনকারীদের পক্ষে মহম্মদ তারিফ বলেন, 'প্রশাসন আমাদের দাবিকে গুরুত্ব দিচ্ছে না। ভুটানের ট্রাক ভারতীয় ভূখণ্ড ব্যবহার করে ব্যবসা করে চলেছে। কিন্তু সেখানে আমরা কিছুই করতে পারছি না। কয়েক হাজার মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়েছেন।' আন্দোলনকারীদের তরফে খালেক আব্দুল বলেন, 'আমাদের অনেকে ঋণ নিয়ে ট্রাক কিনেছেন।'

## রাজনীতির অভিযোগ

*প্রথম পাতার পর*

রবিবার বিকেলে তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের জোড়াই মোড়ে আরতিদের ভাড়াবাড়িতে উপস্থিত হন অভিজিৎ। সভাপতি বলেন, 'অসমে নাগরিকত্ব না মেলায় ২০১৯ সাল থেকে আরতিরা আতঙ্কগ্রস্ত। বিজেপি পরিচালিত অসম সরকার এই যে বাংলা বিদ্বেষী মনোভাব দেখাচ্ছে এটার আমরা তীব্র বিরোধিতা করছি। বাংলার মেয়ে যাদের অসমে বিয়ে হয়েছে তাদের এনআরসিতে তালিকাভুক্ত করতে হবে, এটাই আমাদের দাবি।' সেইসঙ্গে অভিজিৎ হুমকি দেন, 'বিজেপি সরকার যদি বাংলার মেয়েদের নাগরিকত্ব নিয়ে অস্তিত্ব সংকটে ফেলে তাহলে আমরা গণ আন্দোলনে নামতে বাধ্য হব।'

এদিকে, অসমে এনআরসির তালিকায় যে তাঁর নাম ওঠেনি তা স্বীকার করে নিলেও তৃণমূলের জেলা সভাপতির অভিযোগ মানতে নারাজ আরতি। তাঁর কথায়, 'এনআরসিতে নাম না ওঠায় আমাদের কোনওরকম অসুবিধা নেই। অসম থেকে আমাদের তাড়িয়ে দেওয়ার কোনও বিষয় নেই। আমাদের মেয়ে বক্সিরহাটে এক বেসরকারি সংস্থায় কাজ করে। সেই সূত্রে ছয় বছর ধরে আমরা স্বামী-স্ত্রী এখানে রয়েছি। আমাদের ভোটার কার্ড অসমে রয়েছে। আমরা মাঝেমধ্যেই অসমে যাই।'

অভিজিৎ আর আরতির কথা তো মিলছে না। সেই সুযোগে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি বিজেপি। তুফানগঞ্জের বিজেপি বিধায়ক মালতী রাভা রায় বলেন, 'তৃণমূল বিভ্রান্তি ছড়িয়ে মানুষকে খেপিয়ে তুলতে চাইছে। ওই মহিলা বাপের বাড়ি থেকে নিজের নাগরিকত্বের যাবতীয় বৈধ কাগজ অসমে নিয়ে গিয়ে আবেদন করলেই সমস্যার সমাধান হবে।'

কিন্তু আরতির নাম উঠল না কেন? সেই মহিলার জবাব, 'নাম তোলার জন্য আমার জন্ম শংসাপত্র, ১৯৬৮ সালের বাবার শিক্ষকের নিয়োগপত্র জমা দিয়েছিলাম। সেই নিয়োগপত্রের প্রমাণস্বরূপ মহকুমা শাসকের প্রত্যয়িত শংসাপত্র জমা দেওয়া জরুরি ছিল। বারবার আবেদন করলেও তুফানগঞ্জের তৎকালীন মহকুমা শাসক তা দেননি।' আরতির সাফ কথা, 'তৃণমূল হঠাৎ করে এই বিষয়টি নিয়ে বাজার গরম করতে চাইছে।'

## রেলের লোডিংয়ে মিলছে সাফল্য

**মালিগাঁও, ১৩ জুলাই :** উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে তার গ্রাহকদের সঠিকভাবে পরিষেবা প্রদান করতে এবং অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রীর সরবরাহ নিশ্চিত করতে অক্লান্তভাবে কাজ করে চলছে। ২০২৫ সালের জুন মাসে এই জোনে সফলভাবে ০.৯৬৮ মিলিয়ন টন (এমটি) পণ্য লোড করা হয়েছে। যা আগের অর্থবর্ষের তুলনায় ৯.৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

সিমেন্ট লোডিং ৫৩.১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। একইভাবে কয়লা লোডিং ৩৭.৫ শতাংশ, সার ৯.১ শতাংশ, পিওএল লোডিং ৪১.৭ শতাংশ, কনটেনার লোডিং ১১.১ শতাংশ এবং অন্যান্য সামগ্রীর লোডিং ৩৬.২ শতাংশ বেড়েছে। এছাড়া গত অর্থবর্ষের একই সময়ের তুলনায় অন্যান্য সেগমেন্ট যেমন স্টোন চিপস লোডিংও উল্লেখযোগ্যভাবে প্রায় ২৭৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

এভাবে রেলের তরফে পণ্যসামগ্রী লোডিং ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়ায় এই অঞ্চলে অর্থনৈতিক উন্নতিও বেড়েছে। এই প্রবণতা শুধুমাত্র যে ওই অঞ্চলের অর্থনৈতিক অবস্থা শক্তিশালী করেছে তা নয়, বরং উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের রাজস্বেও উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মা জানান, ভবিষ্যতে রেল পরিষেবার নির্ভরযোগ্যতা এবং দক্ষতা বাড়ানোর লক্ষ্যে প্রযুক্তিগত অগ্রগতির প্রতি রেলওয়ে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

## ছিনতাই

**শিলিগুড়ি, ১৩ জুলাই :** রবিবার রাঙ্গাপানি এলাকায় এক মহিলার সোনার চেন ছিনতাই হয়। ফাঁসিদেওয়ার বাসিন্দা রোশনারা খাতুন রাঙ্গাপানি থেকে বাইকে বাড়ি ফিরছিলেন। তখন দুইজন দুষ্কৃতী বাইকে এসে তাঁর গলায় থাকা সোনার চেনটি ছিনিয়ে নেয়। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

## ব্যাঙের বিয়ে

**কামাখ্যাগুড়ি, ১৩ জুলাই :** আষাঢ়ের শেষলগ্নেও উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির দেখা নেই। তীব্র গরমে নাজেহাল আট থেকে আশি। প্রবল উত্তাপে কৃষিকাজ ব্যাহত হচ্ছে। বৃষ্টির আশায় শনিবার রাতে কুমারগ্রাম ব্লকে কামাখ্যাগুড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের পশ্চিম নারারথলি গ্রামের বাসিন্দারা ধুমধাম করে ব্যাঙের বিয়ে দিলেন। সঙ্গে প্রকৃতিপুজোও করা হল।

স্থানীয় বাসিন্দা প্রমীলা রায় বলেন, 'এই রীতি প্রাচীনকাল থেকে হয়ে আসছে। বৃষ্টি হচ্ছে না বলে ব্যাঙের বিয়ে দেওয়া হল। বৃষ্টি না হওয়ায় কৃষিকাজ বিঘ্নিত হচ্ছে।'

## নামল পারদ

*প্রথম পাতার পর*

কয়েকদিন বৃষ্টি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।' তবে তাপমাত্রা বৃদ্ধির জেরে সৃষ্ট হওয়া বজ্রগর্ভ মেঘ থেকে রবিবার কয়েকটি এলাকায় বৃষ্টি হয়েছে। মিলেছে সাময়িক স্বস্তি।

শহর শিলিগুড়ির এদিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৮.৪ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। পরিসংখ্যান বলছে, গত বছর ২৬ জুলাই এমনই দিন কাটিয়েছে শিলিগুড়ি। ৩৯.৪ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে না থামলে এদিন বাগডোগরা ছুঁয়ে ফেলত ৪০ ডিগ্রি। তীব্র গরমে হাঁসফাঁস করেছে উত্তরের প্রতিটি এলাকা। সকলের একই কথা, 'এত গরম অতীতে কোনও দিন পড়েনি।' তথ্য অবশ্য ভিন্ন কথা বলছে। ১৯৮৬ সালের ২১ জুলাই জলপাইগুড়ির তাপমাত্রা ছিল ৪০.৯ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। সেখানে এদিন ৩৮.০। ১৯৮৮ সালের ২২ জুলাই দার্জিলিং পাহাড় পৌঁছে গিয়েছিল ২৮.০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে। এদিন থেকে ৩.২ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বেশি। তাৎপর্যপূর্ণভাবে ১৯৮৭ সালের ১৭ জুলাই ৩৪.১ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে পৌঁছে ঘেমেছিল কালিম্পং। অতীতে এমনভাবে উত্তরের প্রতিটি জায়গারই এমন রেকর্ড অক্ষত রয়েছে।

তাহলে তারতম্যটা কোথায়? প্রথমত, বর্ষার সময় অতীতে এমন দিনের পর দিন বৃষ্টিহীন থাকতে হয়নি উত্তরবঙ্গকে। দ্বিতীয়ত, এখন সঠিক তাপমাত্রার থেকে অনুভূতিটা অনেক বেশি। কারণ, বাতাসে জলীয় বাষ্প সম্পৃক্ত থাকায় শরীরের ঘাম এখন বাষ্পীভূত হতে পারছে না। ফলে শরীর ঠান্ডা হওয়ার পরিবর্তে গরম হচ্ছে বেশি। ক্রমশ বাড়ছে অস্বস্তি। এর জন্য বর্তমান পরিবেশ পরিস্থিতিকে দায়ী করছেন আবহবিদ, পরিবেশ বিজ্ঞানীদের বড় অংশ। উত্তরবঙ্গের দিকে তাকালে দেখা যাবে, উন্নয়নের নামে প্রতিটি শহরে একের পর এক গাছ কাটা পড়ছে। বাদ যাচ্ছে না বনাঞ্চলও। এই শিলিগুড়ির দ্বিতীয় জলপ্রকল্পের পাইপলাইন পাতার জন্য বৈকুণ্ঠপুর বনাঞ্চলে কয়েকশো গাছ কাটা পড়বে। বন দপ্তর তার অনুমোদনও দিয়েছে বলে পুরনিগম সূত্রে খবর। যথারীতি বলা হচ্ছে, ১০ গুণ বেশি গাছের চারা রোপণ করা হবে। এশিয়ান হাইওয়ের ক্ষেত্রেও এমন আশ্বাস মিলেছিল। কিন্তু ক'টা চারা রোপণ করা হয়েছে, খুঁজে পাওয়া যাবে না। যে কারণে অনিমেষ বসুদের মতো পরিবেশপ্রেমীরা বলেন, 'প্রতিশ্রুতি কোনওদিন বাস্তবের মুখ দেখে না। শুধু ধ্বংস হতে থাকে পরিবেশ।' শুধু সরকারি উন্নয়নের কোপ কেন, ব্যক্তিগত উদ্যোগে আবাসন তৈরির ক্ষেত্রেও গাছ কাটা পড়ছে। পরিচ্ছন্নতার জন্য আবাসনের চারদিকের মাটি চাপা পড়ছে কংক্রিটের ঢালাইয়ে।

বৃষ্টির জল মাটি পর্যন্ত পৌঁছাচ্ছে না। মাটি ঠান্ডা হবে কী করে? অনুভূতিটা বেশি হলে দোষটা কার?

# তেভাগার উত্তরবঙ্গে দুর্নীতির রাজনীতি

*প্রথম পাতার পর*

বর্তমানে রাজনীতির অঙ্গনে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে সমাজের দুর্বৃত্তরা। এদের হাতে পড়ে রাজনীতির অর্থ দাঁড়িয়েছে, যে কোনও উপায়ে রাষ্ট্র-ক্ষমতা দখল করে লুটেপুটে খাওয়া। এরা নৈতিকতার ধার ধারে না, গণতান্ত্রিক রীতিনীতির তোয়াক্কা করে না, আইনকানুনের তোয়াক্কা করে না, ক্ষমতার দম্ভে এরা যা খুশি করে বেড়ায়, কখনো-সখনো মিডিয়াতে ধরা পড়লে প্রশাসন এমনকি তদন্তকারী সংস্থা ও বিচারব্যবস্থায় প্রভাব খাটিয়ে পার পেয়ে যায়। এরপরও বিপদ বুঝলে সবরকম ন্যায়নীতি বিসর্জন দিয়ে অন্য রাজনৈতিক দলে নাম লেখায়। এরা অচিরে 'আঙুল ফুলে কলাগাছ' হয়। অসৎ উপায়ে অর্জিত সম্পদ ব্যবহার করে বছরের পর বছর ক্ষমতায় টিকে থাকে। ক্ষমতাসীন দলের শীর্ষ নেতা-নেত্রী থেকে স্থানীয় 'চুনোপুঁটি' নেতা-নেত্রীদের এই নীতিহীন রাজনীতি এক সূত্রে গেঁথে রাখে, কেউ এই কলুষ থেকে মুক্ত নয়।

এখন প্রশ্ন হল, জনগণ, যাদের গণতন্ত্রের ধারক ও বাহক হওয়ার কথা, তারা কী করছে? দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারকে টেনেহিঁচড়ে ক্ষমতা থেকে নামাতে পারে এমন গণ আন্দোলন দানা বাঁধছে না কেন? তবে কি সাধারণ মানুষ সুস্থ-সুন্দর জীবন চায় না? চাইলে তারা নির্বাক কেন? এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে প্রথমেই যেটা মনে হয় তা হল, বর্তমান পুঁজিবাদী দিশাহীন অর্থব্যবস্থা সাধারণ মানুষের জীবন আর্থিক প্রশ্নে নিরাপত্তাহীন করে দিয়েছে। জীবন-জীবিকা অনিশ্চিত হওয়ায় গরিব-মধ্যবিত্ত মানুষ এখন দিশাহীন। কৃষি ধুঁকছে, গ্রামের মানুষের হাতে কাজ নেই; উত্তরবঙ্গের চা বাগানগুলো ধুঁকছে, চলছে মধ্যযুগীয় শোষণ। ফলে, আর্থিকভাবে ছিন্নমূল মানুষ স্কুল-কলেজের পড়াশোনা ছেড়ে পশ্চিমবঙ্গের বাইরে যেখানে পারছে ছুটছে কাজের খোঁজে। লেখাপড়া শেখা নিম্নবিত্ত-মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেমেয়েরা আর শিক্ষার সঙ্গে কাজের কোনও যোগসূত্র খুঁজে পাচ্ছে না। শয়ে-শয়ে প্রাইমারি স্কুল বন্ধ, হাইস্কুলে ছেলেমেয়ের সংখ্যা প্রতি বছর কমছে, মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর সংখ্যা কমছে উদ্বেগজনক হারে। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ও ছাত্রাভাবে ধুঁকছে। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বদান্যতায় পশ্চিমবঙ্গের, বিশেষ করে উত্তরবঙ্গের, উচ্চশিক্ষা বিবস্ত্র হয়ে পড়েছে। শিক্ষিত তরুণ–তরুণীদের সামনে যতটুকু কাজের সুযোগ ছিল তাও সরকারপক্ষের নেতা-নেত্রীরা বেচে খেয়েছে। বেঁচে থাকার ন্যূনতম সাধন জোগাতে অস্থির তরুণ-তরুণীরা এই অবস্থায় নেতা-নেত্রীদের ধরে পরিবারের জমানো সম্পত্তি বেচে ঘুষ দিয়ে চাকরি জোগাড় করার পথ বেছে নিচ্ছেন। অর্থাৎ, কলুষিত রাজনীতি মানুষের নৈতিক মান এভাবে ধ্বংস করছে।

এঁদের মধ্যে বেশিরভাগ এখন রাজনীতি-বিমুখ। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-ভোট হল কি না, ইউনিয়ন রুমগুলো অবৈধভাবে দখল করা নেতারা, যারা ইউনিয়ন তহবিলে সংগৃহীত লক্ষ লক্ষ টাকায় মোচ্ছব করে, মেয়েদের ধর্ষণ করল কি না– এসব ব্যাপারেও এরা নির্লিপ্ত, প্রতিবাদহীন। মোট কথা, চরম অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা যুবসমাজকে স্ব-মুখী এবং সমাজ-রাজনীতি-বিমুখ করে তুলেছে। কর্মহীন হতাশাগ্রস্ত তরুণ–তরুণীদের বাবা–মায়েরা এখন সন্তানদের জীবন বাঁচাতে ঘুষ দিয়ে চাকরি নেওয়ার মধ্যে কোনও অনৈতিকতা খুঁজে পান না।

দ্বিতীয়ত, বড় বড় রাজনৈতিক দল ধর্ম, জাতপাত, গোষ্ঠী-পরিচিতিভিত্তিক রাজনীতির সহজ এবং ভয়ংকর খেলায় মেতেছে। এখন উত্তরবঙ্গের মাঠভর্তি উৎসাহী শ্রোতাদের সামনে গীতা পাঠের আসর বসে, ওপার থেকে আসা ছিন্নমূল মানুষ সারা বছর ধরে হরিনাম কীর্তনে ব্যস্ত থাকেন, শিলিগুড়িতে এবং উত্তরবঙ্গের শহরগুলিতে এখন ঘটা করে গণেশপুজোর আসর বসে, রাজপথ দখল করা মহরম আর রামনবমীর সশস্ত্র মিছিল শান্তিকামী মানুষের বুকে কাঁপন ধরায়। এসব অনুষ্ঠানে একাধারে মানুষের ধর্ম-আবেগের স্বতঃস্ফূর্ত বহিঃপ্রকাশ ঘটে, অন্যদিকে এসব ধর্মীয় কাজের পৃষ্ঠপোষকতা করে রাজনৈতিক দল এমনকি সরকার নির্বাচনি ফয়দা তোলে। একাজ ভারতবর্ষের ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শ এবং সুস্থ যুক্তিনিষ্ঠ রাজনীতির পরিপন্থী।

তৃতীয়ত, উত্তরবঙ্গের বেশিরভাগ জাতি-গোষ্ঠীর জন্য রাজ্য সরকার উন্নয়ন পর্ষদ গঠন করে দিয়েছে। ফি বছর এইসব পর্ষদকে জনগণের টাকা থেকে কোটি কোটি টাকা উপঢৌকন দেওয়া হয়। কেউ জানে না সেসব টাকা কোথায় যায়, তার কত অংশ ওইসব জনগোষ্ঠীর মানুষজনের উপকারে লাগে। এসব সরকারি পদক্ষেপ আসলে মানুষকে বিভ্রান্ত করে প্রতিবাদী আন্দোলন-বিমুখ করে তোলার কৌশল। এভাবে গোর্খাল্যান্ড আন্দোলন, শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন, জমির অধিকারের আন্দোলন সহজেই ভেঙে দিয়ে সাধারণ মানুষকে ধ্বংসাত্মক রাজনীতিতে শামিল করা যায়। এর ফলে, উত্তরবঙ্গের অবহেলিত মানুষ ছোট ছোট পরিচিতি-গোষ্ঠীতে বিভক্ত। এখানে সুস্থ রাজনীতির পরিসর কোথায়?

চতুর্থত, চরম হতাশাগ্রস্ত, আর্থিকভাবে বিপর্যস্ত, মিথ্যা চেতনায় সহস্র-খণ্ডিত জনগণকে ভোলাতে রাজ্য সরকার শত-'শ্রী' প্রকল্প আর খেলা-মেলা-উৎসবের জনমোহিনী আয়োজন করেছে। অকারণে নগদ কিছু অর্থ পেলে সব মানুষই খুশি হয়, হয়তো কিছু সম্বলহীন মানুষের একবেলা অন্ন জোটে কিন্তু তাদের দৈনন্দিন জীবনের মৌলিক সমস্যাগুলি জটিল থেকে জটিলতর আকার নেয়।

তাই গলা-পচা রাজনীতি নয়, একমাত্র জনকল্যাণ এবং ন্যায়নীতির উচ্চ মানদণ্ডের উপর প্রতিষ্ঠিত যুক্তিবাদী সুস্থ রাজনীতি সুস্থ-সুন্দর সমাজ গঠনের একমাত্র পথ।

(লেখক- অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, সমাজবিদ্যা বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়)

# পন্থের রানআউটের দায় নিলেন রাহুল

**লন্ডন, ১৩ জুলাই :** তাঁদের পার্টনারশিপ টিম ইন্ডিয়াকে ম্যাচে ফিরিয়েছিল। দিয়েছিল ভরসা। অথচ, লোকেশ রাহুল ও ঋষভ পন্থের জুটির সামান্য ভুল বোঝাবুঝিতে পন্থের রানআউট নিয়ে চর্চা চলছে প্রবলভাবে। রাহুল লর্ডসে শতরান পেলেও ঋষভ পাননি। বরং তৃতীয় দিনের খেলার চা পানের বিরতির ঠিক আগে আচমকাই রানআউট হয়ে যান ঋষভ।

ঘনিষ্ঠ বন্ধু তথা সতীর্থের রানআউট নিয়ে রাহুলের মনে রয়েছে আক্ষেপ। ঋষভের রানআউটের দায়ও নিজের ঘাড়েই নিয়েছেন লোকেশ। গতকাল রাতে তৃতীয় দিনের খেলার শেষে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে রাহুল স্বীকার করে নিয়েছেন, ঋষভের রানআউটের ঘটনা তাঁকে যন্ত্রণা দিচ্ছে। রাহুলের কথায়, 'ঋষভের রানআউটের পর আমরা দুইজনই খুব হতাশ হয়ে পড়েছিলাম। সেই হতাশা এখনও রয়েছে আমার মধ্যে। মনে রাখবেন, চা পানের বিরতির আগে কেউ আউট হতে চায় না। আর রানআউট তো নয়ই।' রাহুল না চাইলেও সেটাই ঘটেছে বাস্তবে। বরাবরই তাঁদের বোঝাপড়া ভালো। অতীতে বাইশ গজে বহু পার্টনারশিপও রয়েছে রাহুল-ঋষভের। কিন্তু তারপরও কেন এমন ঘটনা হল?

রাহুল নিজেই তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। জানিয়েছেন, তিনি চা পানের বিরতির আগে শতরান করে ফেলতে চাইছিলেন। আর সেই কারণেই সতীর্থ ঋষভ তাঁকে যত বেশি সম্ভব বল খেলার সুযোগ দিতে চাইছিলেন। এমন ভাবনার ফল আচমকা ভুল বোঝাবুঝিতে রানআউট। লোকেশ বলছেন, 'আমাদের পার্টনারশিপ চলার সময় ঋষভকে বলেছিলাম, চা পানের বিরতির আগে শতরান করে ফেলতে চাই। সেটা ওর মাথায় ছিল। শোয়েব বশিরের বলে চার মেরে শতরান হয়ে যাবে ভেবেছিলাম। সেটা হয়নি। তাই ঋষভ চা পানের বিরতির আগে আমায় যত বেশি সম্ভব বল খেলার সুযোগ দিতে চাইছিল। ভাবনাটা স্বাভাবিক। কিন্তু আমাদের মধ্যে মুহূর্তের ভুল বোঝাবুঝির দায় আমারও। টেস্ট কোনও বিরতির ঠিক আগে কোনও ব্যাটারই আউট হতে চায় না।'

সতীর্থ ঋষভের শতরান না হলেও লর্ডসে কেরিয়ারের দ্বিতীয় সেঞ্চুরি পেয়েছেন রাহুল। এমন নজির গড়ার পর রাহুল স্বাভাবিকভাবেই খুশি। তার চেয়েও বেশি তৃপ্ত অন্য একটি কারণেও। লর্ডসে দ্বিতীয় শতরানের নজির গড়ে ফের অনার বোর্ডে নাম তোলার পর স্থানীয় ক্রিকেট সংস্থার তরফে তাঁকে দিয়ে একটি জার্সিতে স্বাক্ষর করানো হয়েছে। রাহুলের স্বাক্ষর করা সেই জার্সি লর্ডসের ঐতিহাসিক মিউজিয়ামে জায়গা পেতে চলেছে। এমন ঘটনা প্রসঙ্গে রাহুল বলেছেন, 'আমার স্বাক্ষর করা জার্সি লর্ডসের জাদুঘরে থাকবে জেনে আমি গর্বিত। ক্রিকেট কেরিয়ারের অন্যতম সেরা মুহূর্ত এটি।'

# ক্রলি-বিতর্কে ভারতকে দোষ দিচ্ছে ইংল্যান্ড

**লন্ডন, ১৩ জুলাই :** যত দোষ নন্দ ঘোষ। ইংল্যান্ড শিবির অনেকটাই সেই মেজাজে। বল বিতর্কে জো রুট কাঠগড়ায় তুলেছিলেন ভারতীয় দলকে। পরামর্শ দিয়েছিলেন, 'বল খারাপ, বল খারাপ' চিৎকার না জুড়ে খেলায়, নিজেদের ক্রিকেটীয় দক্ষতায় মনোনিবেশ করুক শুভমান গিলরা।

এবার সময় নষ্ট বিতর্কেও 'নন্দ ঘোষ' সেই ভারতীয় ক্রিকেটাররাই! এমনই দাবি ইংল্যান্ডের পেস বোলিং কোচ টিম সাউদির। নিউজিল্যান্ডের প্রাক্তন পেসারের পালটা অভিযোগ, পিঠের শুশ্রূষার জন্য শুভমান লম্বা সময় ধরে মাঠের মধ্যে ম্যাসাজ নিতে পারেন, আর জ্যাক ক্রলি ফিজিও ডাকলেই দোষ!

শনিবার লর্ডস টেস্টের তৃতীয় দিনের শেষবেলায় বাড়তি ওভার খেলব মানসিকতায় ক্রলি-বেন ডাকেট সময় নষ্টের খেলায় মন দেন। ব্যাটিং স্টান্স নিতে দেরি, তারপর চোট নাটকে ফিজিও তলব। প্রতিবাদে সরব হন শুভমান, মহম্মদ সিরাজরা। জসপ্রীত বুমরাহদের দেখা যায় হাততালি দিয়ে কটাক্ষ ছুড়ে দিতে।

দিনের খেলা শেষে সাংবাদিক সম্মেলনে শুভমানদের কাঠগড়ায় তুলে সাউদির যুক্তি, 'দুই দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে উত্তেজনার পারদ বেশ উপভোগ্য। তবে ভারতীয় দল কেন অভিযোগ (ক্রলি ইস্যুতে) করছিল, বোধগম্য নয়। গতকাল শুভমান গিল তো নিজেই মাঠের মধ্যে শুয়ে ফিজিওর থেকে দীর্ঘসময় ধরে ম্যাসাজ নিচ্ছিল। এটা খেলার অঙ্গ। একরকম হয়ে থাকে। সবমিলিয়ে উত্তেজক দিন গেল আজ।'

সাউদি অবশ্য খুশি, সারাদিন যেভাবে ব্যাট-বলের দ্বৈরথ মাঠে যেভাবে রং ছড়িয়েছে। দুই দলই দুর্দান্ত ক্রিকেট উপহার দিয়েছে। দারুণ স্পিরিট ছিল। বিশেষত, দিনের শেষবেলায়। দর্শকদের যা বাড়তি রসদ জুগিয়েছে। ইংল্যান্ডের পেসা বোলিং কোচের মতে, তিনদিন ধরে হাড্ডাহাড্ডি ক্রিকেট হচ্ছে, বাড়তি উত্তেজনা, উত্তেজক পরিস্থিতি তৈরি হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

মন্থর ওভার রেট নিয়ে খুশি নন সাউদি। তাঁর মতে, দুই দলের নজর দেওয়া উচিত এব্যাপারে। গরমের জন্য বাড়তি ড্রিঙ্কস ব্রেক হয়েছে। বলের জন্য বারবার খেলা বন্ধ রাখতে হয়েছে। তবে তিনদিনে ৩৭ ওভার খেলা নষ্ট একটু বেশিই বলে মনে করেন সাউদি।

মন্থর ওভার রেট নিয়ে হতাশ মাইকেল ভনও। বিরক্ত প্রাক্তন ইংল্যান্ড অধিনায়কের মতে, শুধুমাত্র আর্থিক জরিমানা করে আটকানো যাবে না। টাকা কাটলে শুভমান, বেন স্টোকসদের কিছু যায় আসবে না।

## ওভার নষ্টে কড়া দাওয়াই চান ভন

*জ্যাক ক্রলির সময়চুরি নিয়ে আঙুল তুলে হুঁশিয়ারি শুভমান গিলের।*

> দুই দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে উত্তেজনার পারদ বেশ উপভোগ্য। তবে ভারতীয় দল কেন অভিযোগ (ক্রলি ইস্যুতে) করছিল, বোধগম্য নয়। কাল শুভমান গিল তো নিজেই মাঠের মধ্যে শুয়ে ফিজিওর থেকে দীর্ঘসময় ধরে ম্যাসাজ নিচ্ছিল। এটা খেলার অঙ্গ। একরকম হয়ে থাকে।
>
> **টিম সাউদি**

অভিযোগ, 'আমার ধারণা জরিমানা করে লাভ হবে না। এখনকার ক্রিকেটাররা যথেষ্ট বিত্তবান। তাই টাকা জরিমানা করে জব্দ করা যাবে না।' ভনের মতে, দীর্ঘদিন ধরেই মন্থর ওভার রেট সমস্যা। যা বদলাতে আরও কড়া পদক্ষেপ প্রয়োজন। দিনে ৯০ ওভার বাধ্যতামূলক হলে, ক্রিকেটার, আম্পায়ারদের মানসিকতা বদলে যাবে। তাহলে অযথা সময় নষ্টের ভাবনায় লাগাম টানা যাবে বলে মনে করেন ভন।

এদিকে, প্রথম একাদশে একমাত্র বিশেষজ্ঞ স্পিনার শোয়েব বশিরকে নিয়ে চাপে ইংল্যান্ড শিবির। আঙুলে চোট। ভারতের প্রথম ইনিংসে শেষদিকে বল করতে পারেননি। দ্বিতীয় ইনিংসেই শুধু নয়, চতুর্থ টেস্টেও শোয়েবকে পাওয়া নিয়ে সংশয়। ইংল্যান্ডের তরফে এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, পরবর্তী ওল্ড ট্র্যাফোর্ড টেস্টে বশিরকে পাওয়া যাবে কি না, এখনই বলা মুশকিল।

*গোলের পর লুইস সুয়ারেজকে নিয়ে উচ্ছ্বাস লিওনেল মেসির।*

## মেসি ম্যাজিকে জয় মায়ামির

**ফ্লোরিডা, ১৩ জুলাই :** ম্যাজিকের নাম লিওনেল মেসি।

কেরিয়ারের সায়াহ্নে দাঁড়িয়েও পায়ের জাদুতে ফুটবল বিশ্বকে মুগ্ধ করেই চলেছেন। শেষবেলাতেও নিজেকে ছাপিয়ে যাওয়ার চেষ্টায় ত্রুটি নেই। ৩৮-এও একইরকম ক্ষিপ্র, সুযোগসন্ধানী লিওনেল মেসি। ভারতীয় সময় রবিবার ভোরে মেজর লিগ সকারের ম্যাচে ন্যাশভিলকে ২-১ গোলে হারাল ইন্টার মায়ামি। জয়ের কারিগর সেই মেসিই।

টানা ষোলো ম্যাচ অপরাজিত থাকা ন্যাশভিলের বিরুদ্ধে এদিন শুরু থেকেই দাপট ছিল মায়ামির। ৭ মিনিটে সুবর্ণ সুযোগ নষ্ট করেন লুইস সুয়ারেজ। ৭-এ হয়নি তো কী, ১৭-য় হল। বক্সের সামনে থেকে মেসির মাটি ঘেঁষা ফ্রি কিক জালে জড়িয়ে যায়। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে ন্যাশভিল সমতা ফেরালেও তা কাজে আসেনি। ৬২ মিনিটে ইন্টার মায়ামির হয়ে জয়সূচক গোলটিও আসে সুযোগসন্ধানী মেসির পা থেকেই। সেই সুবাদে যুক্তরাষ্ট্রের লিগে টানা ৫ ম্যাচ জোড়া গোল করে ইতিহাসও গড়লেন লিও। এর আগে নিউ ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধেও দুইটি গোল করেছিলেন তিনি। সেদিনই 'এমএলএস'-এ প্রথম ফুটবলার হিসাবে টানা ৪ ম্যাচে জোড়া গোল করার রেকর্ড গড়েছিলেন এলএম টেন। এদিন নিজের তৈরি সেই নজির ভেঙে ইতিহাস গড়লেন আর্জেন্টাইন মহাতারকা।

## ভারত ৫৪০

**বেকেনহাম, ১৩ জুলাই :** অনূর্ধ্ব-১৯ ইংল্যান্ড দলের বিরুদ্ধে চারদিনের ম্যাচের প্রথম ইনিংসে ভারতীয় অনূর্ধ্ব-১৯ দল ৫৪০ রানে অল আউট হয়। আয়ুষ মাত্রের শতরান ছাড়াও ইনিংসে চারটি হাফ সেঞ্চুরি রয়েছে। জবাবে ইংল্যান্ড দ্বিতীয় দিনের শেষে প্রথম ইনিংসে ৬০ ওভারে ৫ উইকেটে ২৩০ তুলেছে। অ্যান্ড্রু ফ্লিনটফের ছেলে রকি আউট হয়েছেন ৯৩ রান করে। ২ উইকেট নেন হেনিল প্যাটেল।

# বাতিল ডিউক বলে রাগবির ইচ্ছা ব্রডের

**লন্ডন, ১৩ জুলাই :** বল বিতর্কে উত্তাল চলতি অ্যান্ডারসন-তেন্ডুলকার সিরিজ। লর্ডসে দুই দলের মধ্যে বল নিয়ে চাপানউতোর তৈরি হয়েছে। কাঠগড়ায় ডিউক বল। যা চলতি সিরিজে দ্রুত নরম হয়ে যাচ্ছে। বদলে যাচ্ছে বলের আকারও।

চলতি বল বিতর্কে আজ মুখ খুলেছেন ইংল্যান্ডের প্রাক্তন জোরে বোলার স্টুয়ার্ট ব্রড। নিজের দীর্ঘ বর্ণময় কেরিয়ারে ডিউক বল হাতে বিস্তর উইকেট নিয়েছেন তিনি। এহেন ব্রডেরও মনে হচ্ছে, বর্তমান ডিউক বল নিয়ে সমস্যা হচ্ছে। তার মধ্যেই আজ সম্প্রচারকারী চ্যানেলে বদলে যাওয়া ডিউক বল নিয়ে নিজের মতামত জানিয়েছেন ব্রড। তাঁর মতে, লর্ডস টেস্টে বলের আকার নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে যেসব ডিউক বল বাতিল হচ্ছে, সেগুলি নিয়ে তিনি রাগবি খেলতে চান। ব্রডের কথায়, 'লর্ডস টেস্টে যেসব বল বদল হয়েছে, সেই বল নিতে চাই আমি। আর সেই বাতিল বলে রাগবি খেলতে চাই।' কেন এমন ভাবছেন, মজা করে তারও ব্যাখ্যা দিয়েছেন ইংল্যান্ডের সর্বকালের অন্যতম সফল পেসার। ব্রডের কথায়, 'বল নরম হয়ে যাচ্ছে। বদলে যাচ্ছে চরিত্র। হতে পারে বলগুলি গজ টেস্টে সফল হচ্ছে না। কিন্তু আমার মনে হয়, ক্রিকেটে না হলেও এই বল নিয়ে রাগবি খেলা যেতেই পারে।' এদিকে, আম্পায়ারদের কাছে থাকা গজ পরীক্ষায় ব্যর্থ হওয়া ডিউক বলগুলিকে কেন বাক্সতে ভরে রেখে দেওয়া হচ্ছে, সেই প্রশ্ন তুলেছেন টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন কোচ রবি শাস্ত্রী। আম্পায়ারদের উদ্দেশ্যে তোপ দেগে শাস্ত্রী বলেছেন, 'যে ডিউক বলগুলো নরম হয়ে যাচ্ছে, বদলে যাচ্ছে আকারও। সেগুলো কেন বাক্সবন্দি করে রাখা হচ্ছে, সেটাই বুঝতে পারছি না। এমন আবার হয় নাকি। যে বল বাতিল হচ্ছে, সেটা বাতিলের খাতাতেই ফেলে দেওয়া উচিত।'

*ডিউক বল নিয়ে রসিকতা স্টুয়ার্ট ব্রডের।*

# মাঠ সমস্যাতেও সুবিধা ডায়মন্ড হারবারের

**সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়**

**কলকাতা, ১৩ জুলাই :** বারাসত স্টেডিয়াম তৈরি নয়। ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস জানাতেই আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্তের মাথার চুল ছেঁড়ার অবস্থা।

কলকাতা লিগ ডার্বি দেওয়া ১৯ জুলাই। তার আগে এই খবরের ফলে শুক্রবার থেকেই হন্যে হয়ে মাঠ খুঁজতে ব্যস্ত আইএফএ। দক্ষিণবঙ্গ ভাসছে বৃষ্টিতে। ব্যারাকপুর স্টেডিয়ামে খেলা থাকলেই সেই ম্যাচ বাতিল করতে হচ্ছে। ফলে লিগ সূচির সিকোয়েন্সের দফারফা। ফলে আইএফএ-র উপর ক্লাবগুলির গোসা। কোথায় খেলা হবে, তা নিয়ে নানা বাকবিতণ্ডার মধ্যে কিন্তু একটি ক্লাবের কোনও সমস্যা নেই। তারা নিজেদের মাঠে খেলার সুবিধা উপভোগ করে চলেছে। লিগের ২৪টা ক্লাবকেই যখন জেলার মাঠে উজিয়ে যেতে হচ্ছে তখন একমাত্র ডায়মন্ড হারবার খেলছে নিজেদের মাঠে। এই সেন্ট্রাল পার্কের মাঠটার সারা বছর অনুশীলন করে কিবু ভিকুনার দল। আর ওই মাঠেই তাদের খেলা দিতে হবে, ডায়মন্ড হারবারের এই দাবি মেনে নিয়েছে আইএফএ-ও। তারা শুধুই নিজেদের এই সুবিধার জোরে জিতছে, এমন নয়। কলকাতা ময়দানে চতুর্থ শক্তি হয়ে ওঠার লক্ষ্যেই প্রতি বছর দল গড়ছেন কর্তারা। কিন্তু একইসঙ্গে এটাও সত্যি যে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল বলেই এই বাড়তি সুবিধাটা তাদের দেওয়া হচ্ছে। শুরুতে উয়াড়ি বনাম খিদিরপুর এফসি ম্যাচের পর থেকে এই মাঠে আর কোনও ম্যাচ দেওয়া যাচ্ছে না ডায়মন্ড হারবারের আপত্তিতেই। সমস্যা হল, এই বিষয়ে আইএফএ-রও কিছু করার নেই। কারণ বাকি দলগুলির কর্তারা আড়ালে-আবডালে বললেও সরকারিভাবে এই বিষয়ে কোনও অভিযোগ জানাতে ভয় পান। আগে এই সুবিধা পেত ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান এসি ও মহমেডান দিতেই জেরবার, মাঠ তৈরি দূরের কথা। রবীন্দ্র সরোবরেও আর খেলা দেওয়া যাচ্ছে না, গোটা চারেক ক্লাব ও একটি অ্যাকাডেমির অনুশীলনের জেরে। ওখানে অনুশীলন করে সুরুচি সংঘ, কালীঘাট এমএস, কালীঘাট স্পোর্টস লাভার্স ও সাদার্ন সমিতি। প্রথম তিন দলই মুখ্যমন্ত্রীর দুই ভাই ও অরূপ বিশ্বাসের ক্লাব বলে এখানেও তাদেরই জোরজুলুম। সাদার্নের অ্যাকাডেমি চালানো হয় বড় অঙ্কের টাকা নিয়ে। একটি সরকারি স্টেডিয়ামকে কীভাবে একটি ক্লাব নিজেদের রোজগারের জায়গা বানাতে পারে, সেই প্রশ্ন করারও কেউ নেই। একইভাবে কিশোর ভারতী ক্রীড়াঙ্গন ব্যবহারের জন্য বিশাল টাকার অঙ্ক চাওয়া হয় ক্রীড়া দপ্তর থেকে। যা দেওয়ার সামর্থ্য আইএফএ-র নেই। অথচ ক্রীড়ামন্ত্রী বিভিন্ন অনুষ্ঠানে নিদান দেন কলকাতা ময়দানে লিগ ফিরিয়ে আনার।

তবে এরই মধ্যে সুখবর হল, ব্যারাকপুর, নৈহাটি, কল্যাণীর পর তৈরি হয়ে যাচ্ছে চাকদহ স্টেডিয়াম। হয়তো অগাস্টের মধ্যে তৈরি হবে বারাসতও। যা অবস্থা এখন কলকাতা লিগকে যদি স্টেডিয়ামের হিসাবে বিচার করা হয় তাহলে একে জেলা লিগ নাম দেওয়া যেতে পারে।

### খেলার অযোগ্য রবীন্দ্র সরোবর

স্পোর্টিং ক্লাব। কিন্তু এখন হকি মাঠ ছাড়ে না বলে কলকাতা লিগ শুরুর ঠিক আগে কাজে হাত দেয় এই তিন ক্লাব। দায়িত্বে এসেই মোহনবাগান সচিব সৃঞ্জয় বসু প্রথমদিনই বলেন, কলকাতা লিগের ম্যাচ মোহনবাগান মাঠেই হবে। কিন্তু দ্রুত নিজের বক্তব্য থেকে সরে গিয়ে জানান, লিগের শেষদিকে হয়তো কিছু ম্যাচ হতে পারে। ইস্টবেঙ্গল কর্তা দেবব্রত সরকারেরও দাবি ছিল, দ্রুত কাজ শেষ হয়ে ইস্টবেঙ্গল মাঠেই খেলবে তাঁদের দল। কিন্তু দুই ক্লাবেই গিয়ে দেখা গেল, মাঠের কাজ ৫০ শতাংশের বেশি এগোয়নি। আর মহমেডান তো ফুটবলারদের বকেয়া

*টি২০ সিরিজের ট্রফি নিয়ে উচ্ছ্বাস ভারতীয় মহিলা দলের।*

# শেষ বলে হার হরমনপ্রীতদের

ভারত-১৬৭/৭ ইংল্যান্ড-১৬৮/৫

**বার্মিংহাম, ১৩ জুলাই :** ইতিহাস গড়ে প্রথমবার ইংল্যান্ডে টি২০ সিরিজ জয় আগেই নিশ্চিত করে ফেলেছিল ভারতীয় মহিলা দল। পঞ্চম ম্যাচে শেষ বলে হেরে গিয়ে ৩-২ ব্যবধানে সিরিজ জয়ের ট্রফি নিতে হল হরমনপ্রীত কাউরদের। শেফালি ভার্মার (৪১ বলে ৭৫) বিস্ফোরক ব্যাটিংয়ের পরও ভারত ১৬৭/৭ স্কোরে থেমে যায়। তবে স্মৃতি মান্ধানা (৮), জেমিমা রডরিগজ (১), হার্লিন দেওলরা (৪) রান না পাওয়ায় কখনোই ছন্দে ছিল না ভারতীয় ব্যাটিং। ছয় নম্বরে নেমে রিচা ঘোষও ১৬ বলে ২৪ রানে আটকে যান। রানতাড়ায় নেমে ইংল্যান্ডের ড্যানি ওয়াট-হজ (৩৭ বলে ৫৬) ও সোফিয়া ডাঙ্কলে (৩০ বলে ৪৬) ওপেনিং জুটিতে ১০১ রান তুলে দেন। কিন্তু এরপরই রাধা যাদব (২০/১), দীপ্তি শর্মার (৩১/২) নিয়ন্ত্রিত বোলিং চাপে পড়ে যায় তারা। শেষ ওভারে ইংল্যান্ডের জয়ের জন্য প্রয়োজন ছিল ৬ রান। এই অবস্থায় রাধার দুরন্ত ক্যাচে অ্যামি জোনস (১০) ফিরে যান। তবে শেষ বলে পেইগ স্কলফিল্ড (অপরাজিত ২) এক রান নিয়ে ইংল্যান্ডকে ১৬৮/৫ স্কোরে পৌঁছে দেন।

### আইপিএলকে দুষছেন সানি!

# ইংল্যান্ড বোলিং কোচকে পালটা তোপ শাস্ত্রীর

**লন্ডন, ১৩ জুলাই :** জ্যাক ক্রলির সঙ্গে মৌখিক যুদ্ধে শুভমান গিলকে কাঠগড়ায় তুলেছিলেন ইংল্যান্ডের বোলিং কোচ টিম সাউদি। এদিন ভারত অধিনায়কের হয়ে ব্যাট ধরে সাউদিকে পালটা দিলেন রবি শাস্ত্রী। প্রাক্তন হেডকোচের সাফ দাবি, ওই রকম পরিস্থিতিতে তিনিও একই কাজ করতেন।

সাউদির অভিযোগ নস্যাৎ করে শাস্ত্রী বলেছেন, 'যদি আমার মাথায় ভারতীয় টুপি থাকত, তাহলে আমিও এই কাজই করতাম। এটাকে আমরা তামাশা বলি। এসব চলে। গুড মর্নিং, গুড ইভনিং বললাম আর বাড়ি ফিরলাম, এমনটা হয় না। সীমার মধ্যে থেকে এই সবকিছু ঠিকই আছে।'

> যদি আমার মাথায় ভারতীয় টুপি থাকত, তাহলে আমিও এই কাজই করতাম। এটাকে আমরা তামাশা বলি। এসব চলে। গুড মর্নিং, গুড ইভনিং বললাম আর বাড়ি ফিরলাম, এমনটা হয় না। সীমার মধ্যে থেকে এই সবকিছু ঠিকই আছে।
>
> **রবি শাস্ত্রী** *(শনিবার ভারতীয় দলের আগ্রাসন প্রসঙ্গে)*

চলতি সিরিজে ভারত ও ইংল্যান্ড ক্রিকেটারদের মধ্যে 'যুদ্ধংদেহি' মেজাজের জন্য সুনীল গাভাসকার আবার আইপিএলকে দুষছেন। কারণটা অবশ্য একটু আলাদা। ভারতীয় কিংবদন্তিদের মতে, ইংল্যান্ডের টেস্ট দলের হাতেগোনা ক্রিকেটার আইপিএলে খেলে। ফলে দুই দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে বন্ডিং তৈরি হয়নি। যার প্রতিফলনে বারবার মেঠো বিতর্ক।

গাভাসকারের যুক্তি, 'ইংল্যান্ডের খুব বেশি ক্রিকেটার আইপিএলে খেলে না। জো রুট, বেন স্টোকসদের সঙ্গে ভারতীয় খেলোয়াড়দের বন্ধুত্বের সম্পর্ক তৈরি হয়নি সেভাবে। অন্যান্য দেশের ক্রিকেটারদের ক্ষেত্রে উলটো ছবি। কারণ ওরা বেশি সংখ্যায় আইপিএলে খেলে। একসঙ্গে অনুশীলন, ডিনার, লাঞ্চ করা, সময় কাটানোর ফলে সম্পর্ক, বোঝাপড়া তৈরি হয়। ইংল্যান্ডের ক্রিকেটারের সঙ্গে সেই বোঝাপড়া হয় না। চলতি সিরিজে দুই দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে ঝামেলা, সমস্যার অন্যতম কারণ যা।'

এদিকে, তৃতীয় দিনে ঋষভ পন্থের শতরান হাতছাড়ায় বিরক্ত অনিল কুম্বলে। প্রাক্তন লেগস্পিনারের মতে, রুট যদি সেঞ্চুরির জন্য একটা রাত অপেক্ষা করতে পারে, তাহলে ঋষভদেরই কেন এত তাড়াহুড়ো। কুম্বলের মতে, লাঞ্চের আগে তখন মাত্র তিন বল বাকি। ওই সময় ওই রানের কোনও যুক্তি নেই। ঋষভদের উচিত ছিল ওভারটা কাটিয়ে সাজঘরে ফেরা।

রুটের উদাহরণ টেনে বলেন, 'জো রুট তো দ্বিতীয় দিনের শেষে ৯৯ রানে অপরাজিত ছিল। শতরানের জন্য একটা রাত অপেক্ষা করেছে। সেখানে ঋষভ-লোকেশ রাহুল এত ভালো পার্টনারশিপ তৈরি করেও তাড়াহুড়োর খেসারত দিল। লাঞ্চের আগে ঋষভের রানআউট আত্মবিশ্বাস জোগায় ইংল্যান্ডকে।'

ফারুখ ইঞ্জিনিয়ার আবার কটাক্ষ করেছেন বাজবলকে। ভারতের প্রাক্তন উইকেটকিপার-ব্যাটারের মতে, বাজবল-টাজবল বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, আফগানিস্তানের সঙ্গে চলতে পারে, ভারতের বিরুদ্ধে নয়। অতীতে একাধিকবার বলেছেন। কেন, তারই প্রতিফলন চলতি সিরিজে। এরপর ইঞ্জিনিয়ারের মজার সংযোজন, স্টোকসরা তাঁদের বাজবল চালিয়ে যাক, তাহলে ভারতের সিরিজ জয়ের রাস্তা প্রশস্ত হবে।

*মহম্মদ সিরাজ, করুণ নায়ারদের শরীরীভাষায় আগ্রাসন ছিল রবিবারও।*

# ডুরান্ড কাপের প্রস্তুতি শুরু ইস্টবেঙ্গলের

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৩ জুলাই :** রবিবার থেকে ডুরান্ড কাপের প্রস্তুতি শুরু করে দিল ইস্টবেঙ্গল।

এদিন অনুশীলনে ১৬ জন ফুটবলার উপস্থিত ছিলেন। এঁদের মধ্যে নতুন যোগ দেওয়া মার্তন্ড রায়না, এডমুন্ড লালরিনডিকা, বিপিন সিং ও রামসাঙ্গা ছিলেন। রবিবার অনুশীলন শুরুর আগে বিপিন সিং ও লালরিনডিকার যোগ দেওয়ার কথা সরকারিভাবে ঘোষণা করা হয়। উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এর পাঠকদের আগেই এই দুই ফুটবলারের যোগ দেওয়ার কথা জানানো হয়েছিল।

পুরোনো ফুটবলারদের মধ্যে অনুশীলনে সৌভিক চক্রবর্তী, দেবজিৎ মজুমদার, জিকসন সিং, পিভি বিষ্ণুরা ছিলেন। অনুশীলনে ডাকা হয়েছিল রিজার্ভ দলের প্রতিভাবান ডিফেন্ডার সুমন দে-কেও। এদিন ঝিরঝিরে বৃষ্টির মধ্যেই সহকারী কোচ বিনো জর্জের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতি সারল লাল-হলুদ ব্রিগেড। মূলত ফিজিকাল ট্রেনিং ও পাসিং ফুটবলেই জোর দিয়েছিল ইস্টবেঙ্গল। হেড অফ ফুটবল থংবই সিংটো এদিন অনুশীলনে উপস্থিত ছিলেন। অনুশীলন শেষে কেক কেটে সৌভিক চক্রবর্তীর জন্মদিন পালন করা। লাল-হলুদ মিডিও বলে গেলেন, 'এই বছর ভালো খেলতে হবে। সবকয়টি প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হতে চাই।' সিনিয়ার কোচ অস্কার ব্রুজোঁ সম্ভবত ১৮ তারিখ কলকাতায় আসছেন। আনোয়ার আলি, নন্দকুমার শেখর সহ বাকি ফুটবলাররাও এক সপ্তাহের মধ্যে চলে আসবেন।

*ইস্টবেঙ্গলে এডমুন্ড লালরিনডিকা।*

## শুভেচ্ছা

জন্মদিন

নিশান্ত (মেডিকেল মোড়) : প্রতিদিনে সূর্য উঠে হয় যে সকাল, তবুও আজি যেন একটু বেশি স্পেশাল। জীবন হোক রঙিন, আরও আরও বর্ণময়, এগিয়ে চলো কেটে বিপদ ভয়। শুভেচ্ছায় - সবার সঙ্গে রমা, কৃষ্ণপদ সিনহা।

# রুদ্ধশ্বাস পরিণতির পথে লর্ডস দ্বৈরথ

**ইংল্যান্ড-৩৮৭ ও ১৯২**
**ভারত-৩৮৭ ও ৫৮/৪**
**(চতুর্থ দিনের শেষে)**

**লন্ডন, ১৩ জুলাই :** মেজাজটাই আসল রাজা।

বিরাট কোহলি অবসর গ্রহে। যদিও ভারতীয় দলের আগ্রাসী মেজাজে এতটুকু টান পড়েনি। সঙ্গে তারুণ্যের তেজ। এক ইঞ্চি জমি না ছাড়ার হুংকার। বল হাতে সারাদিন যার প্রতিফলন ওয়াশিংটন সুন্দর (২২/৪), মহম্মদ সিরাজ (৩১/২), জসপ্রীত বুমরাহদের (৩৮/২) বোলিংয়ে।

যদিও চতুর্থ দিনের শেষে অস্বস্তি নিয়ে ফিরতে হল ভারতকে। ইংল্যান্ডকে ১৯২ রানে গুটিয়ে দিয়ে ২০২১ সালের সফরে লর্ডস জয়ের স্মরণীয় স্মৃতির পুনরাবৃত্তির মঞ্চ প্রস্তুত করেও সিঁদুরে মেঘ দেখছেন গৌতম গম্ভীররা।

জিততে হলে দরকার ১৯৩। হাতে ১১০ ওভার। তুলনামূলক সহজ অঙ্ক গুলিয়ে দিয়ে চতুর্থ দিনের শেষ ঘণ্টায় ইংল্যান্ডের প্রত্যাঘাত। ৫৮ রানে চার উইকেট খুইয়ে কাঁপুনি ভারতের টপ অর্ডারে। লক্ষ্যপূরণে দরকার আরও ১৩৫। হাতে হাফডজন উইকেট। সব মিলিয়ে আগামীকাল নির্ণায়ক দিনে রুদ্ধশ্বাস পরিণতির পথে লর্ডস দ্বৈরথ।

ভারতের দ্বিতীয় ইনিংসে প্রথম ধাক্কা যশস্বী জয়সওয়ালের (০) আউটে। দ্বিতীয় ওভারে জোফ্রা আর্চারের দ্রুতগতির বাউন্সারে অযথা ঝুঁকি নিতে গিয়ে ফেরেন। মিসটাইম পুল শটে লোপ্পা ক্যাচ। করুণ নায়ার, লোকেশ রাহুল অবশ্য ধাক্কা কাটিয়ে উঠতে জুটি গড়ার কাজে মন দেন। ইনিংসকে ভালোই টানছিলেন। কিন্তু ব্রাইডন কার্স (১১/২) আক্রমণে আসতেই সব এলোমেলো। জুটি ভাঙে নায়ারের (১৪) ভুলে। সবাইকে অবাক করে কার্সের ভিতরে ঢুকে আসা বল জাজমেন্ট দিয়ে ছাড়তে গিয়ে লেগবিফোর! প্রায় একইরকম ঘাতক ডেলিভারির শিকার শুভমান গিলও (৬)।

বার্মিংহামে গত টেস্টেই শুধু ৪৩০ রান করেছিলেন শুভমান। লর্ডসে সেখানে ১৬ ও ৬। ৯ বলের ইনিংসে এদিন সারারক্ষণ অস্বস্তিতে। শেষপর্যন্ত কার্সের বলে লেগবিফোর। গৌতম গম্ভীরদের রক্তচাপ বাড়িয়ে দিনের শেষ বলে বেন স্টোকসের ঝোলায় 'নৈশপ্রহরী' আকাশ দীপও (০)।

৪১/১ থেকে ৫৮/৪। ক্রিজে এখনও লোকেশ (৩৩)। ক্রিস ওকসের বলে ৫ রানের মাথায় একবার জীবন পাওয়ার পর নিয়ন্ত্রিত ব্যাটিং। আগামীকাল ১৩৫ রানের ব্যবধান ঘোচাতে যে চওড়া ব্যাট বড় ভরসা ভারতের। ঋষভ পন্থ, রবীন্দ্র জাদেজাদের থেকে দরকার লড়াকু ইনিংস।

অথচ, গোটা দিনেই কার্যত টিম ইন্ডিয়ার দাপট। যার সামনে আগাগোড়া থরহরিকম্প বাজবলের কারিগররা। সিরাজের পেস-সুইংয়ে সাজঘরে বেন ডাকেট (১২)। ভাঙল ওলি পোপের (৪) রক্ষণও। সময় নষ্টে 'নায়ক' জ্যাক ক্রলিকে (২২) বন্দি করে আস্ফালন নীতীশের। মারমুখী হ্যারি ব্রুকের (২৩) মিডল স্টাম্প উড়ল আকাশে। লাঞ্চের আগে চার শিকার।

মাঝের সেশনে সুন্দরের স্পিনে সাজঘরে একে একে 'কুম্ভ' হয়ে পড়ে থাকা রুট (৪০), বিপজ্জনক জেমি স্মিথ (৮), স্টোকস (৩৩), শোয়েব বশির (২)। বাকি কাজ সারেন প্রথম দুই সেশনে উইকেটহীন জসপ্রীত বুমরাহ। যোগফল, ১৯২ রানে ইংল্যান্ডের গুটিয়ে যাওয়া। যদিও দিনের শেষে সেই স্বস্তির ঢেঁকুর উধাও।

প্রথম ইনিংসে দুই দলের স্কোর ৩৮৭। টাই! দ্বিতীয় ইনিংসে রাশ শক্ত করার পালা। যে দ্বৈরথে প্রথম থেকে চাপ তৈরি করেন বুমরাহ, সিরাজ, আকাশরা। এক একটা করে উইকেট গিয়েছে, পাল্লা দিয়ে বেড়েছে ভারতের আগ্রাসন। বিশেষত, ক্রলিকে আউটের পর নীতীশ কুমার রেড্ডির উচ্ছ্বাস।

চাপ আলগা করার চেষ্টা চালালেও হ্যারি ব্রুকের (২৩) প্রচেষ্টা দীর্ঘ হয়নি। আকাশের বিরুদ্ধে স্লগ সুইপের ঝুঁকি নিতে গিয়ে আউট। ৮৭/৪। প্রথম ইনিংসে ৩৭তম শতরানকারী রুটও এদিনও মাথা ঠান্ডা রেখে দলকে ভরসা জোগাচ্ছিলেন। কিছু ক্ষেত্রে ভাগ্যের সাহায্যও পান। অপরদিকে একাধিকবার আউট হতে হতে বেঁচে যাওয়া স্টোকস।

পঞ্চম উইকেটে জুটিতে ৬৭ রান যোগ করেন। ৮৭/৪ থেকে ১৫৪/৪। এখান থেকে কিছুটা হিসেবের বাইরে থাকা ওয়াশিংটনের স্পিন-জাদু। একে একে ঝোলায় তিন কাঁটা রুট, স্মিথ ও স্টোকস। তিনজনের উইকেটই মাটিতে গড়াগড়ি খেল!

প্রথম শিকার রুট। সুইপে স্পিনারদের লাইন-লেংথ ভাঙার পরিকল্পনায় বল মিস করে বোল্ড। সেরা বল স্মিথেরটা। ব্যাটকে ফাঁকি দিয়ে সোজা অফস্টাম্পে। চা পানের পর স্টোকসের পরিণতিও রুটদের মতো। পরে বশিরও ফেরেন সুন্দরের স্পিনে।

১৮১/৭ স্কোর থেকে ইংল্যান্ডের ল্যাজ দ্রুত ছেঁটে দেন বুমরাহ। নিখুঁত ইনসুইং ইয়র্কারে ছিটকে দেন কার্সের উইকেট। প্রথম ইনিংসে ৫৬ রান করে ভারতকে ভুগিয়েছিলেন। আজ ১ রানেই ইতি কার্স-পর্বের। ক্রিস ওকসও (১০) বুমরাহর পকেটে। শেষপর্যন্ত ১৯২ রানেই শেষ ইংল্যান্ড। যদিও টপ অর্ডারের হারাকিরিতে অস্বস্তি নিয়ে ফেরা।

## পালটা জবাব কার্স-আর্চারদের

*ব্রাইডন কার্সের নীচু হয়ে আসা বলে এলবিডব্লিউ হলেন শুভমান গিল।*

*৪ উইকেট নিয়ে দ্বিতীয় ইনিংসে ইংল্যান্ডকে ভাঙলেন ওয়াশিংটন সুন্দর।*

# আমরাই জিতছি, বলছেন সুন্দর

**লন্ডন, ১৩ জুলাই :** চার উইকেট নিয়েছেন। দলকে শক্ত ভিতের উপর দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু তারপরও লর্ডস টেস্টের চতুর্থ দিনের শেষে একেবারেই স্বস্তিতে নেই টিম ইন্ডিয়া। ১৯৩ রান তাড়া করতে গিয়ে চতুর্থ দিনের শেষে টিম ইন্ডিয়ার সংগ্রহ ৫৮/৪। সোমবার ম্যাচের শেষ দিনে জয়ের জন্য লোকেশ রাহুলদের প্রয়োজন ১৩৫ রান। বেন স্টোকসদের রক্তচাপ বাড়িয়ে চার উইকেট নেওয়ার পর দিনের খেলার শেষে সম্প্রচারকারী চ্যানেলে হাজির হয়ে ওয়াশিংটন সুন্দর পূর্বাভাস করেছেন, সোমবার লর্ডসে টিম ইন্ডিয়া জিতবে। উইকেট কম পড়লে হয়তো ভালো হত। কিন্তু তারপরও সুন্দরের বিশ্বাস, ভারতই জয়ের পথে এগিয়ে। ওয়াশিংটনের কথায়, 'আগামীকাল আমরাই জিতছি। হয়তো মধ্যাহ্নভোজনের পরই খেলার ফয়সালা হয়ে যাবে।'

শেষ পর্যন্ত কী হবে, কালই স্পষ্ট হবে। তার আগে ওয়াশিংটনের আত্মবিশ্বাসী কথায় সাফল্যের সুর। তাঁর কথায়, 'কিছু উইকেট কম পড়লে হয়তো ভালো হত। কিন্তু সেটা হয়নি। তারপরও আমরা আত্মবিশ্বাসী।' সুন্দরের এমন আত্মবিশ্বাসের নেপথ্যে তাঁর নিজের দুর্দান্ত বোলিং। চার উইকেট নেওয়ার রহস্য নিয়ে তিনি বলেছেন, 'মহম্মদ সিরাজ-আকাশ দীপ-জসপ্রীত বুমরাহরা যেভাবে বোলিং করে চাপ তৈরি করেছিল, তারপর আমার কাজটা সহজ হয়ে যায়। ইংল্যান্ডে পৌঁছানোর পর থেকে লাইন, লেংথ নিয়ে অনেক কাজ করেছি। সেটারই ফল পেয়েছি আজ। কিন্তু খেলার এখনও অনেক বাকি।' শুভমান গিল, করুণ নায়াররা ফিরে গিয়েছেন। জয়ের লক্ষ্যে ভারত তাকিয়ে রাহুলের দিকে। হয়তো সুন্দরকেও ব্যাট হাতে হাল ধরতে হবে দলের।

# প্যারিসের বদলা নিয়ে চ্যাম্পিয়ন সিনার

**লন্ডন, ১৩ জুলাই :** কয়েকদিন আগে ইনস্টাগ্রামে হঠাৎ একটি রিলস চোখে পড়ল। যেখানে এক প্রেমিক তাঁর প্রিয়তমার উদ্দেশে বলছেন, 'তুমি আমার জীবনে চার এপিসোডের একটি ওয়েব সিরিজের মতো। যার তিনটি পর্ব আমি দেখেছিলাম। কিন্তু সম্পর্ক পরিণতি পেল না বলে চতুর্থ এপিসোডটা দেখা হল না। হয়তো পরের জন্মে ইচ্ছে পূরণ হবে।'

বর্তমান টেনিস দুনিয়ার দুই পোস্টারবয় জানিক সিনার ও কার্লোস আলকারাজ গার্ফিয়ার দ্বৈরথও অনেকটা ওয়েব সিরিজের মতোই। যে গল্পের প্রথম রোমাঞ্চকর অধ্যায় লেখা হয়েছিল চলতি বছরের ফরাসি ওপেনের ফাইনালে। সেদিন প্রেমের শহরে ৫ ঘণ্টা ২৯ মিনিটের মহাকাব্যিক লড়াইয়ে টেনিস সমাজের অন্যতম সেরা প্রত্যাবর্তনের গল্প লিখেছিলেন স্প্যানিশ তারকা আলকারাজ।

রবিবার উইম্বলডনের সেন্টার কোর্টে ছিল দুই তারকার ফাইনাল দ্বৈরথের 'দ্বিতীয় এপিসোড।' যেখানে ফরাসি ওপেনের বদলা নিয়ে আলকারাজকে হারালেন বিশ্বের পয়লা নম্বর সিনার। ৩ ঘণ্টা ৪ মিনিটের লড়াই শেষে কেরিয়ারের প্রথম উইম্বলডন খেতাব জয়ের পথে ইতালিয়ান তারকার পক্ষে স্কোরলাইন ৪-৬, ৬-৪, ৬-৪, ৬-৪।

টেনিসের দুই সেনসেশনের লড়াই দেখতে এদিন কানায় কানায় ভর্তি ছিল সেন্টার কোর্ট। ক্রীড়াবিশ্ব, বলিউড, হলিউডের একঝাঁক রথী-মহারথীদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ভারতের সোনার ছেলে নীরজ চোপড়াও। মুখোমুখি সাক্ষাৎকারে ৮-৪ ব্যবধানে এগিয়ে থেকে এদিন নেমেছিলেন আলকারাজ। সিনারের বিরুদ্ধে গত পাঁচটি লড়াইয়ের ফলও ছিল স্প্যানিশ তারকার পক্ষে। কিন্তু হাইভোল্টেজ খেতাবি লড়াইয়ে পরিসংখ্যানের কচকচানি খুব একটা কাজে লাগে না। তাই এদিন ফেভারিট হিসেবে নেমেও উইম্বলডন ট্রফি জয়ের হ্যাটট্রিক হল না আলকারাজের। উলটে প্রথম ইতালিয়ান হিসেবে উইম্বলডন জিতলেন সিনার।

গত দুইবারের চ্যাম্পিয়ন আলকারাজ এদিন শুরুটা আক্রমণাত্মক মেজাজে করেছিলেন। প্রথম সেটে ২-৪ গেমে পিছিয়ে পড়ে সেট আলকারাজই জিতেছিলেন। কিন্তু খেলা গড়ানোর সঙ্গে সার্ভিস শক্তিশালী করার পাশাপাশি আলকারাজের ফোরহ্যান্ড, গ্রাউন্ড স্ট্রোকের মোক্ষম 'অ্যান্টিডোট' বার করে ফেলেন সিনার। ফলে ম্যাচের রাশ ধীরে ধীরে সিনারের হাতে চলে যায়। যার জন্য অন্যদিনের তুলনায় আলকারাজ ট্রেডমার্ক ড্রপ শট বেশি ব্যবহার করলেও চেনা ঝাঁঝ পাওয়া যায়নি। বরং গোটা ম্যাচেই কার্যত 'ক্যাচআপ গেম' খেলতে বাধ্য হলেন আলকারাজ।

প্যারিসে তিনটি ম্যাচ পয়েন্ট বাঁচিয়ে আলকারাজ চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন। কিন্তু এদিনের সেন্টার কোর্ট সিনারকে খালি হাতে ফেরায়নি। চতুর্থ সেটে প্রথম সুযোগে ম্যাচ পয়েন্ট কাজে লাগিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়ে যান সিনার।

*কার্লোস আলকারাজ গার্ফিয়াকে হারিয়ে ট্রফি হাতে গর্বিত জানিক সিনার।*

## ১২ বছর পর বাদ লায়োন

**কিংস্টন, ১৩ জুলাই :** ওয়েস্ট ইন্ডিজ-অস্ট্রেলিয়া তৃতীয় টেস্টে এগিয়ে অজিরা।

টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয় অস্ট্রেলিয়া। টেস্টের প্রথম দিনে তারা ২২৫ রানেই অলআউট হয়ে প্রথম ইনিংস শেষ করে তারা। অজিদের হয়ে স্টিভেন স্মিথ ৪৮ ও ক্যামেরন গ্রিন ৪৬ রান করেন। ক্যারিবিয়ানদের পক্ষে শামার জোসেফ ৪টি, জাস্টিন গ্রিভস ও জেডন সেলস ৩টি করে উইকেট পান। জবাবে শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত ২১ ওভারে ২ উইকেট হারিয়ে ৪৬ রান তুলেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। কেভলন অ্যান্ডারসন ৩ ও ব্র্যান্ডন কিং ১৪ রানে প্যাভিলিয়নে ফিরেছেন। উইকেট দুইটি নিয়েছেন মিচেল স্টার্ক ও জোশ হ্যাজেলউড। ক্রিজে রোস্টন চেজ (১৫) ও জন ক্যাম্পবেল (৯)।

### এগিয়ে রয়েছে অস্ট্রেলিয়া

এদিকে, অস্ট্রেলিয়া-ওয়েস্ট ইন্ডিজের এই দিনরাতের টেস্টে বাদ পড়েছেন অজি অফস্পিনার নাথান লায়োন। ২০১৩ সালের পর এই প্রথমবার ফিট থাকার পরও দল থেকে বাদ গিয়েছেন অজি তারকা। এই প্রসঙ্গে অস্ট্রেলিয়ার নির্বাচক টনি ডোডেমাইড বলেছেন, 'এটা খুব কঠিন সিদ্ধান্ত। আসলে কোকাবুরা বলের থেকে গোলাপি বল একটু ভিন্ন আচরণ করে। তাই আমাদের পরিকল্পনা ছিল, চারজন পেসারকে খেলিয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজের ওপর চাপ তৈরি করা।'

*প্রথমবার উইম্বলডন জিতে আনন্দে আত্মহারা ইগা সোয়াতেক।*

# উইম্বলডন জিতবেন স্বপ্নেও ভাবেননি ইগা

**লন্ডন, ১৩ জুলাই :** উইম্বলডন মহিলা সিঙ্গলসের ফাইনালে ইগা সোয়াতেকের কাছে একরকম আত্মসমর্পণই করেন আমান্ডা আনিসিমোভা।

কার্যত সবাইকে চমকে দিয়ে সেমিফাইনালে আরিয়ানা সাবালেঙ্কাকে হারিয়েছিলেন। গোটা প্রতিযোগিতাতেই নিজেকে দুর্দান্তভাবে মেলে ধরেছিলেন আনিসিমোভা। অথচ ফাইনালে একটি গেমও জিততে পারেননি মার্কিন তরুণী। প্রথম সেটের পর বোঝাই যাচ্ছিল, মানসিকভাবে খেলা থেকে হারিয়ে গিয়েছেন। অসহায় দেখাচ্ছিল তাঁকে। কল্পনাও করতে পারেননি বোধহয়, এভাবে নাস্তানাবুদ হতে হবে। ম্যাচ শেষে তাই চোখের জল বাঁধ মানছিল না। পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানের সময় নিজেকে সামলে নিয়ে বলেছেন, 'স্নায়ুর চাপ ধরে রাখতে পারিনি। কথা দিচ্ছি, এই হার থেকে শিক্ষা নিয়ে আরও শক্তিশালী হয়ে ফিরব।' আনিসিমোভার সংযোজন, 'এই দুই সপ্তাহ আমার কাছে অবিশ্বাস্য। আজ সবদিক থেকেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। হয়তো আরও একটু ভালো খেলতে পারতাম।' আমান্ডাকে উৎসাহ দিতে সমাজমাধ্যমে তাঁকে উদ্দেশ্য করে রাফায়েল নাদালের বার্তা, 'নিজেকে নিয়ে গর্বিত হও, আমান্ডা আনিসিমোভা। গ্র্যান্ড স্ল্যাম ফাইনালে খেলেছ তুমি।'

### শক্তিশালী হয়ে ফেরার বার্তা আনিসিমোভার

এদিকে উইম্বলডনে সবুজ ঘাসের কোর্টে ইতিহাস গড়ে চ্যাম্পিয়ন সোয়াতেক। অধরা উইম্বলডনের শিরোপা ছুঁয়ে পোলিশ তারকার মাপা উত্তর, 'স্বপ্নেও ভাবিনি এবার উইম্বলডন জিতব। এই সাফল্যে গোটা দলের কৃতিত্ব আমার থেকেও বেশি। ওদের জন্যই এটা সম্ভব হয়েছে।' তাঁর সংযোজন, 'আগে কখনও উইম্বলডন জিততে পারিনি। যে কারণে আরও বেশি উদ্বিগ্ন ছিলাম। সেদিক থেকে বলতে পারি বছরটা দারুণ উপভোগ করছি।' বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাসের মাঝেও প্রতিপক্ষকে শুভেচ্ছা জানাতে ভোলেননি ইগা। আমান্ডার উদ্দেশ্যে সোয়াতেকের বার্তা, 'কী হয়েছে তা নিয়ে ভেবো না। যা করেছো তার জন্য তোমার গর্বিত হওয়া উচিত।'

## ডায়মন্ড লিগে নীরজ-আশাদ

**ওয়ারশ, ১৩ জুলাই :** অলিম্পিকের পর প্রথমবার মুখোমুখি হতে চলেছে নীরজ চোপড়া ও আশাদ নাদিম। ১৬ অগাস্ট পোল্যান্ডে সিলেসিয়া ডায়মন্ড লিগে দুই তারকাই অংশগ্রহণ করবেন। রবিবার আয়োজকদের পক্ষ থেকে এই ঘোষণা করা হয়েছে। চলতি বছরে নীরজ বেশ ভালো ছন্দে রয়েছেন। কেরিয়ারে প্রথমবার ৯০ মিটার অতিক্রম করার পাশাপাশি প্যারিস ডায়মন্ড লিগ, অস্ট্রাভা গোল্ডেন স্পাইক চ্যাম্পিয়নশিপে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন।

চলতি মাসে নিজের নামাঙ্কিত প্রতিযোগিতা 'নীরজ চোপড়া ক্লাসিক' মিটেও খেতাব জেতেন ভারতীয় তারকা। এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল নাদিমকেও। কিন্তু তিনি অংশগ্রহণ করেননি।

## কল্যাণীতেই ডার্বির ভাবনা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৩ জুলাই :** কল্যাণী স্টেডিয়ামেই কলকাতা ফুটবল লিগের ডার্বি আয়োজন করার পথে এগোচ্ছে আইএফএ।

প্রাথমিকভাবে বারাসতের বিদ্যাসাগর ক্রীড়াঙ্গনে বড় ম্যাচ আয়োজনের পরিকল্পনা ছিল রাজ্য ফুটবল সংস্থার। তবে ওই মাঠ এখনও ম্যাচ আয়োজনের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত নয়। ফলে গত কয়েকদিন ধরেই বিকল্প মাঠের খোঁজ চলছে। কল্যাণী ছাড়াও তালিকায় ছিল কিশোর ভারতী ক্রীড়াঙ্গন ও নৈহাটির বঙ্কিমাঞ্জলি স্টেডিয়াম। তবে দুইটি মাঠেই ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান ম্যাচ আয়োজনের ক্ষেত্রে বেশ কিছু সমস্যা রয়েছে। যে কারণে শেষপর্যন্ত হয়তো কল্যাণীকেই ডার্বির জন্য বেছে নেওয়া হবে।

সচিব অনির্বাণ দত্ত সহ আইএফএ-র বেশ কয়েকজন কর্তা রবিবার কল্যাণীর মাঠ পরিদর্শনে গিয়েছিলেন। সমস্ত ব্যবস্থা খতিয়ে দেখা হয়েছে। আশা করা হচ্ছে, সোমবার রাত অথবা মঙ্গলবার সকালের মধ্যেই সবটা চূড়ান্ত হয়ে যাবে। প্রশাসনের থেকে প্রয়োজনীয় সম্মতিপত্র পেলেই আনুষ্ঠানিকভাবে ডার্বির ভেনু হিসাবে কল্যাণীর নাম ঘোষণা হবে।

## ইস্টবেঙ্গলের ট্রায়াল

**নাগরাকাটা, ১৩ জুলাই :** ডুয়ার্স থেকে নতুন প্রজন্মের ফুটবলার তুলতে উদ্যোগী হয়েছে ইস্টবেঙ্গল। মেটেলি হাইস্কুলের মাঠে ১৮ ও ১৯ জুলাই অনূর্ধ্ব-১৪, ১৬ ও ১৮ ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের উত্তরবঙ্গের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তা রবীন মজুমদার জানিয়েছেন, ৩ বিভাগের ট্রায়ালের জন্য কলকাতা থেকে ৩ জন কোচ আসবেন। পাশাপাশি আগামী ১৬-১৭ জুলাই কোচবিহারের দেওয়ানগঞ্জ এবং ২০-২১ জুলাই শিলিগুড়িতে ট্রায়াল হবে। প্রতিভা চিহ্নিত হলে পরবর্তীতে তাঁদের নিয়ে ফের ট্রায়াল হবে।

# কিবুর জন্য ডায়মন্ডে যোগ দিয়েছি : ক্লেইটন

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৩ জুলাই :** গত মরশুমে আইএসএলের কয়েকটি দলের প্রস্তাব ছিল। কিন্তু তিনি আসেননি। অথচ এই মরশুমে আই লিগে খেলার জন্য ডায়মন্ড হারবার এফসিতে যোগ দিয়েছেন ব্রাজিলিয়ান স্ট্রাইকার ক্লেইটন ডা সিলভেইরা ডা সিলভা।

ক্লেইটনের ডায়মন্ড হারবারে যোগ দেওয়ার মূল কারণ, কোচ কিবু ভিকুনা। এক সাংবাদিক সম্মেলনে ডায়মন্ডের ব্রাজিলিয়ান তারকা বলেছেন, 'আমি ডায়মন্ড হারবারে যোগ দিয়েছি কোচ ভিকুনার জন্য। উনি খুব ভালো কোচ। কোচের পরিকল্পনা, ক্লাবের পরিবেশ এবং লক্ষ্য আমার খুব ভালো লেগেছিল।' তিনি আরও যোগ করেন, 'আমি মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল সম্পর্কে জানি। গত মরশুমে আমাকে জামশেদপুর এফসি ও মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব প্রস্তাব দিয়েছিল।' কলকাতায় খেলে যাওয়া আরেক ক্লেইটন (ইস্টবেঙ্গল প্রাক্তনী ক্লেইটন সিলভা) সম্পর্কে জানেন ডায়মন্ড তারকা। ডায়মন্ড হারবারের কোচ ভিকুনা বলেছেন, 'ক্লেইটন দুর্দান্ত খেলোয়াড়। গত মরশুমে দুর্দান্ত খেলেছিল। তবে ওর এখানে মানিয়ে নিতে সময় লাগবে।' এদিকে সোমবার এরিয়ানের বিরুদ্ধে খেলতে নামছে ডায়মন্ড হারবার। লাগাতার হারে বিপর্যস্ত এরিয়ানের বিরুদ্ধে ৩ পয়েন্ট তোলাই লক্ষ্য তাদের।

# বৃষ্টিতে মহমেডানের ম্যাচ পরিত্যক্ত

**কলকাতা, ১৩ জুলাই :** পরিত্যক্ত মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব-আসোস রেইনবো কলকাতা ফুটবল লিগের ম্যাচ।

ভারী বৃষ্টির জেরে রবিবার কল্যাণী স্টেডিয়ামে নির্ধারিত সময় ম্যাচ শুরু করা সম্ভব হয়নি। বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর বৃষ্টি কমলে মাঠে নামেন দুই দলের ফুটবলাররা। ম্যাচ কমিশনারের নির্দেশে খেলা শুরুও হয়। তবে মাঠের বেশ কিছু জায়গায় জল জমে থাকায় বল গড়াচ্ছিল না। যে কারণে কয়েক মিনিট খেলার পর শেষপর্যন্ত ম্যাচটি পরিত্যক্ত বলে ঘোষণা করা হয়। ম্যাচটি পরে আবার নতুন করে আয়োজন করা হবে বলে আইএফএ-র তরফে জানানো হয়েছে।

এদিন প্রিমিয়ারের অন্য ম্যাচে ক্যালকাটা পুলিশ ক্লাবকে ২-১ গোলে হারাল ইউনাইটেড স্পোর্টস। ৬৬ মিনিটে ১ গোলে পিছিয়ে পড়েও শেষ মুহূর্তে কামব্যাক ইউনাইটেডের। ৮০ মিনিটে গোলশোধ সুশোভন ঘোষের। ৮৫ মিনিটে জয়সূচক গোলটি আলিপুরদুয়ার জেলার জয়গাঁওয়ের সুজল মুন্ডার করা। শ্রীভূমি এফসি-ভবানীপুর ম্যাচ ২-২ গোলে ড্র। দুই গোলে পিছিয়ে পড়েও শেষপর্যন্ত ম্যাচে সমতা ফেরায় শ্রীভূমি।

## জিতল বিজয়নগর চা বাগান, কাদোপানি

**নকশালবাড়ি, ১৩ জুলাই :** নকশালবাড়ির জাবরা চা বাগানে আয়োজিত ফুটবলে রবিবার বিজয়নগর চা বাগান ২-১ গোলে হারিয়েছে নিউ চামটা চা বাগানকে। বিজয়নগরের অর্পিত ওরাওঁ ও জিৎ দাস গোল করেন। নিউ চামটার গোলটি আজাদ মিঞ্জের। ম্যাচের সেরা জিৎ। অন্য ম্যাচে কাদোপানি ২-০ গোলে আশাপুর চা বাগানের বিরুদ্ধে জয় পায়। জোড়া গোল করেন ম্যাচের সেরা বাপ্পি লোহার।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির
₹১ কোটির বিজয়ী হলেন
পূর্ব মেদিনীপুর-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, পূর্ব মেদিনীপুর - এর একজন বাসিন্দা শেখ মুন্না - কে 30.04.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 57G 15678 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "এই জয় আমার পরিবারের জন্য আনন্দের অশ্রু এনে দিয়েছে। আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই এই জীবন বদলে দেওয়া উপহারের জন্য। আমি আপনাদেরও নিজের ভাগ্য পরীক্ষা করার জন্য উৎসাহিত করছি। আমার মতো এই একটি ছোট্ট প্রচেষ্টা আপনাদেরও ভালো ভবিষ্যতের দরজা খুলে দিতে পারে।"

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

*ফুটবলে লাথি মেরে আমবাড়ি অ্যাকাডেমির উদ্বোধন। - রামপ্রসাদ মোদক*

## সূচনা আমবাড়ি অ্যাকাডেমির

**রাজগঞ্জ, ১৩ জুলাই :** আমবাড়ি ফালাকাটা ফুটবল অ্যাকাডেমির সূচনা করলেন ইস্টবেঙ্গলের প্রাক্তন ফুটবলার মনজিৎ সিং এবং রাজগঞ্জের বিধায়ক খগেশ্বর রায়। রবিবার আমবাড়ি চিন্তামোহন হাইস্কুলের মাঠে ফুটবলে লাথি মেরে অ্যাকাডেমির উদ্বোধন করেন তাঁরা। মনজিৎ বলেছেন, 'উত্তরবঙ্গের ফুটবলাররা কলকাতায় গিয়ে সেভাবে সুনামের সঙ্গে ইদানিং খেলতে পারছে না। এইজন্য শিলিগুড়িকে কেন্দ্র করে একটি জাতীয় পর্যায়ের ফুটবল ক্লাব গড়ে উঠলে উত্তরবঙ্গের ফুটবলারদের সুবিধা হবে।' অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিদ্যালয় ক্রীড়া পর্ষদের সভাপতি মদন ভট্টাচার্য।

## আত্মঘাতী গোলে জিতল রবীন্দ্র

**নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৩ জুলাই :** মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের গৌরচন্দ্র দত্ত, অমৃতকুমার চৌধুরী ও বিমলা পাল ট্রফি প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগে রবিবার গ্রুপ 'এ'-তে রবীন্দ্র সংঘ ১-০ গোলে হারিয়েছে শিলিগুড়ি কিশোর সংঘকে। কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে ৭৯ মিনিটে আত্মঘাতী গোলে ম্যাচের ফয়সালা হয়। ম্যাচের সেরা হয়ে রবীন্দ্রর সনাতন মার্ডি পেয়েছেন দেবলকৃষ্ণ মজুমদার ট্রফি। সোমবার গ্রুপ 'বি'-তে দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাব খেলবে নকশালবাড়ি ইউনাইটেড ক্লাবের সঙ্গে।

*ম্যাচের সেরার ট্রফি নিচ্ছেন রবীন্দ্র সংঘের সনাতন মার্ডি। রবিবার।*

## সেরা টেনিস ক্লাব

**নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৩ জুলাই :** নবাঙ্কুর সংঘের দলগত অকশন ব্রিজে চ্যাম্পিয়ন হল শিলিগুড়ি টেনিস ক্লাব। দ্বিতীয় শিলিগুড়ি বলাকা ক্লাব। তৃতীয় হয়েছে রঞ্জন সরকারের দল। নবাঙ্কুরের সচিব প্রসেনজিৎ ঘোষ জানিয়েছেন, ২৬ ও ২৭ জুলাই ওপেন অকশন ব্রিজ অনুষ্ঠিত হবে।